বিদুষী ভার্যা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

মূল্য—সাড়ে চার টাকা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫১
দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩
তৃতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫৬
চতুর্থ সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৬২

৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, "বাণী-শ্রী" প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদ-শিল্পী—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমান সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়

জামাতা-কন্যাকে

পরম স্নেহের সহিত

বিদুষী ভার্যা

উপহার

দিলাম

এই লেখকের বই

বিদুষী ভার্যা (৪র্থ সংস্করণ)
শশিনাথ (২য় সংস্করণ)
রাজপথ (৩য় সংস্করণ)
অমূল তরু (২য় সংস্করণ)
অমলা (২য় সংস্করণ)
ছদ্মবেশী (২য় সংস্করণ)
অভিজ্ঞান (২য় সংস্করণ)
যৌতুক (সংস্করণ)
দিকশূল (২য় সংস্করণ)
অন্তরাগ (২য় সংস্করণ)
সোনালী রঙ (২য় সংস্করণ)
নবগ্রহ
বৈতানিক
রাতজাগা
আশাবরী
গিরিকা
ভারত-মঙ্গল (নাটক)
রাজপথ (নাটক)
কম্যুনিস্ট প্রিয়া
স্মৃতিকথা (৪ খণ্ড)
মায়াবতীর পথে
নাস্তিক
একই বৃন্ত
শ্রেষ্ঠ গল্প

বিদুষী ভার্য্যা

১

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মহাদেবপুরের অভিমুখে যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার তিন ক্রোশ উত্তরে মনসাগাছা গ্রাম। প্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই মনসা-গাছা গ্রামের প্রধান অধিবাসী। রাজসাহী এবং দিনাজপুর, উভয় জেলায় অবস্থিত তাঁহার বিস্তৃত জমিদারির নীট্ আয় বাৎসরিক চল্লিশ হাজার টাকার উর্দ্ধে। তদ্ভিন্ন, তেজারতি, কোম্পানির কাগজ, খাস জমা প্রভৃতি হইতেও আমদানি নিতান্ত অল্প নহে।

বৎসর পাঁচেক হইল প্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। উপস্থিত তাঁহার তরুণ-বয়স্ক দুই পুত্র দিবাকর ও নিশাকর এই বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী। প্রভাকরের একমাত্র কন্যা গৌরীবালার সাত বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। গৌরীবালার স্বামী হেমেন্দ্রনাথ লাহোর কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গত দুইবারের ন্যায় এবারও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে কোথাও দিবাকরের নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এই অনভিপ্রেত দুর্ঘটনার জন্য অন্য বারের ন্যায় সম্ভবত এবারও দুষ্ট অঙ্কশাস্ত্রই দায়ী সন্দেহ করিয়া মনে মনে দিবাকর অঙ্কশাস্ত্রের মুণ্ডপাত করিল।

উপর্যুপরি তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইয়া লেখাপড়ার উপর তাহার ঘৃণা ধরিয়া গেল। এই অকৃতকার্যতার হেতু নিজের মেধা অথবা উদ্যমের ত্রুটির উপর আরোপ না করিয়া অদৃষ্টের উপর করিয়া সে সর্বান্তঃকরণে নিজেকে ক্ষমা করিল। মনে মনে সে তাহার সংক্ষুব্ধ অভিমানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, যতই কর না রে কেন বাপু, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।

এমন করিয়া শুধু যে সে নিজেকেই ক্ষমা করিল তাহা নহে; স্কুলের ক্ষুদ্র এলাকা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঢুকাইবার অভিপ্রায়ে যে তিনজন গৃহশিক্ষক তাহাকে প্রচুর পরিমাণে ঠেলাঠুলি করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধেও সে মনের মধ্যে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রবেশ করিতে দিল না। অযথা তিনটি নিরপরাধ ভদ্রলোকের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে কেন? অদৃষ্টের কঠিন শিলাখণ্ডের উপর বিধাতাপুরুষ যে-লিপি ক্ষোদিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে পরিবর্তিত করা মানুষের সাধ্য নহে।

সমস্ত ব্যাপারটা অদৃষ্টবাদত্বের উপর স্থাপিত করিলেও, যে প্রকারেই হউক লেখাপড়ার উপর দিবাকরের ঘৃণা ধরিয়া গেল। দেশের মঙ্গল-সাধনের উদ্দেশ্যে আচার্য রায় যে দশ বৎসরের জন্য ল' কলেজের দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন, সে কথা স্মরণ করিয়া দিবাকর মনে মনে বলিল, দ্বার যদি বন্ধ করিতেই হয় তো অতদূরে অগ্রসর হইয়া অত সময় নষ্ট করিয়া নহে, একেবারে প্রবেশিকার দ্বার বন্ধ করিয়া গোড়া মারিয়া কাজ করা উচিত। অনর্থের বৃক্ষকে ডালপালা বিস্তার করিবার অবসর না দিয়া অঙ্কুরে বিনাশ করাই সুবুদ্ধির পরিচয়।

এই সদ্বিবেচনার ব্যাপকভাবে পরিণতি লাভ করিবার বিলম্বিত কাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ব্যক্তিগতভাবে নিজের জীবনে ইহাকে কার্যসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে নির্বিকল্পতার সহিত লেখাপড়ায় ইস্তফা দিল।

কয়েক দিন পরে একটা পাখি-মারা বন্দুকের বিভিন্ন অংশ খুলিয়া দিবাকর নিবিষ্টচিত্তে সেগুলি সাফ করিতেছিল, এমন সময় সেখানে নিশাকর আসিয়া দাঁড়াইল।

মাজ্‌লের নিকট একটা জায়গায় একটু মরিচা পড়িয়াছিল। মিহি বালি-কাগজ দিয়া সেটা ঘষিতে ঘষিতে নিশাকরের দিকে একবার ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "কি রে নিশা, কিছু বলবি নাকি?"

নিশাকর বলিল, "হ্যাঁ, বলব।"

"কি বলবি বল্?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিশাকর বলিল, "তুমি নাকি লেখা পড়া ছেড়ে দিলে দাদা?"

মরিচা সাফ করিতে করিতে মুখ নীচু করিয়াই দিবাকর বলিল, "আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম,—না, লেখাপড়া আমাকে ছেড়ে দিলে? আমি চেষ্টার কিছু ত্রুটি করেছি বলতে পারিস? তিন তিন বছর ধ'রে স্তাধস্তিটা কিছু কম হয়েছে? ও-সব অদৃষ্টের কথা নিশা,—অদৃষ্টে না থাকলে তুইও কিছু করতে পারিস নে, আমিও কিছু করতে পারি নে।"

বিরক্তি ও অভিমানের প্রদীপ্ত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "অদৃষ্ট, না, আরো কিছু! না দাদা, তুমি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করবে না, এ কিন্তু ভারি বিশ্রী দেখতে হবে।"

বন্দুকের নলটা ভূমিতে স্থাপন করিয়া অপর একটা অংশ তুলিয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "আর, তোর সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন দিয়ে ফেল করলে ভারি চমৎকার দেখতে হবে তো? তুই যে রকম বড় বড় নম্বর পেয়ে লাফাতে লাফাতে আমাকে তাড়া ক'রে আসছিস, তুই তো আমাকে ধরলি ব'লে।"

নিশাকর বলিল, "তার তো এখনো এক বছর দেরি আছে।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটি উঠিল; বলিল, "ওরে নিশা, যে লোক তিন-তিনটে বছর অনায়া ফেল করতে পারলে, আর-একটা বছর ফেল করা তার পক্ষে খুব শ হ'বে ব'লে কি মনে করিস তুই? লেখাপড়া ছেড়ে দিলে লোকে এ ক ভাবতেও পারে যে, না ছাড়লে হয়তো পাস করতে পারত। কিন্তু তোর সঙ্গে ফেল করলে সে কথা ভাববার কোন পথ থাকবে কি?"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "কি বলব বল! মা নেই, বাবা মারা গেছেন,—তোমাকে বলবার মত কেউ তো নেই।"

দিবাকর বলিল, "কেন, তুই তো বিলক্ষণ আছিস দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে কি হবে বল্ দেখি? আরো দুটো ক'রে হাত-পা বেরোবে কি?"

"তা হ'লে দেখছি ম্যাট্রিকুলেশন পাস না করলেই আরও দুটো ক'রে হাত-পা বেরোবে।" বলিয়া গজগজ করিয়া কি বকিতে বকিতে নিশাকর প্রস্থান করিল।

নিশাকরের বয়স যখন দুই বৎসর, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয় পত্নীর মৃত্যুর পর পুত্রকন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রভাকর তাঁহার এ দূর-সম্পর্কীয়া দরিদ্র বিধবা পিতৃব্যকন্যা প্রসন্নময়ীকে গৃহে আনিয় রাখেন। সে আজ বারো-তেরো বৎসরের কথা। সেই হইতে প্রসন্নময় মনসাগাছার জমিদার-গৃহে কর্ত্রী হইয়া আছেন।

সন্ধ্যার পর জপ ও আহ্নিক সারিয়া প্রসন্নময়ী নিজকক্ষে বসি বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে দিবাকর প্রবেশ করিয়া বলি "আমাকে ডেকেছিলে পিসিমা?"

প্রসন্নময়ী কহিলেন, "হ্যাঁ, ডেকেছিলাম। ব'স্, বলছি।"

প্রসন্নময়ীর পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার লইয়া বসিয়া দিবাকর, বলিল, "কি, বল?"

দুই-একটা অবান্তর কথার পর প্রসন্নময়ী আসল কথার অবতারণা করিলেন; বলিলেন, "লেখাপড়া তো ছেড়ে দিলি দিবা, এবার তুই বিয়ে কর্।"

প্রসন্নময়ী কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে হাসি দেখা দিল; বলিল, "লেখাপড়া ছেড়ে দিলে বিয়ে করা ছাড়া আর কি কিছুই করবার নেই?"

"আবার কি করবি?"

স্মিত মুখে দিবাকর বলিল, "কেন, জমিদারির কাজ শিখব, বন্দুক নিয়ে শিকার করব, সেতার নিয়ে বাজনা বাজাব, দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে তোমাকে তীর্থ করিয়ে নিয়ে বেড়াব। আর কিছুই যদি করবার না থাকে তো ও-পাড়ার যদু-খুড়োর পিছনে পেয়াদা লাগাব।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

তীর্থ করানোর প্রস্তাবে মনে মনে খুশি হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "যদু-খুড়োর পিছনে তুই যে কত পেয়াদা লাগাবি তা আর আমার জানতে বাকি নেই বাবা। কিন্তু এই শ্রাবণ মাসেই আমি তোর বিয়ে দোব দিবা। কলকাতা থেকে গাঙ্গুলীদের বাড়ি একটি মেয়ে এসেছে। এমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে কদাচিৎ দেখা যায়। এ মেয়েকে কিছুতেই হাতছাড়া করব না।"

ঔৎসুক্যের সহিত দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কত বয়েস পিসিমা?"

দিবাকরের প্রশ্নে উৎসাহিত হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "এই শ্রাবণ মাসে চোদ্দ বছরে পড়বে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হ'লে হ'তে পারে। নিশার সঙ্গে দিয়ে দাও, এক বছরের ছোট আছে, আটকাবে না। লেখাপড়া-ছাড়া পাত্রের সঙ্গে তারা অমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?" বলিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

প্রসন্নময়ী বলিলেন, "তোর মত লেখাপড়া-ছাড়া পাত্রের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে সে এখন তপস্যা করছে।" তারপর দিবাকর ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ওরে, যাস নে, যাস নে দিবা—আমার কথা শুনে যা।"

দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকর বলিল, "সে মেয়ের এখনও পাঁচ-সাত বৎসর তপস্যা বাকি আছে পিসিমা। অসময়ে তপস্যা ভাঙালে তার অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যাবে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

২

দিবাকরের কথা কিন্তু ঠিক দৈববাণীর মতই খাটিয়া গেল। পাঁচ বৎসর পরে সুদূর লাহোর শহরে একটি মেয়ের তপস্যা-কাল পূর্ণ হইল।

ঠিক সেই সময়ে বোধ করি অদৃষ্টেরই অনিবার্য আকর্ষণে দিবাকর লাহোর যাইবার জন্য সংকল্প করিল। পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-শেষে তাহাকে ও নিশাকরকে কিছুকালের জন্য গৌরী লাহোর লইয়া গিয়াছিল। তাহার পর সে আর লাহোর যায় নাই। কিছুকাল হইতে গৌরী এবং হেমেন্দ্রনাথ উভয়েই তাহাকে লাহোর যাইবার জন্য বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করিয়া পত্র দিতেছে। পার্বতীপুর এবং কাটিহার হইয়া লাহোর যাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিশাকরের বিশেষ অনুরোধে কলিকাতা হইয়াই তাহার পথ স্থির করিতে হইয়াছে।

কলিকাতা পৌঁছিয়া দিবাকর পটলডাঙ্গা অঞ্চলে নিশাকরের বাসায় উঠিল। নিশাকর তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়ে।

চা-পানের পর দিবাকর বলিল, "আমি কিন্তু আজকের পাঞ্জাব মেলেই লাহোর যাব নিশা।"

নিশাকর বলিল, "এত তাড়া কিসের দাদা? দিন দুই এখানে বিশ্রাম ক'রে তারপর যেয়ো।"

দিবাকর কিন্তু তাহাতে সম্মত হইল না; বলিল, "আজ এখান থেকে রওনা হ'লে শনিবারে আমি লাহোর পৌঁছব। রবিবারে জামাইবাবুর বাড়িতে একটা উৎসব আছে। তাতে আমি উপস্থিত না থাকলে তাঁরা দুঃখিত হবেন।"

নিশাকর যখন দেখিল কোন প্রকারেই দিবাকরকে আটকাইয়া রাখা যাইবে না, তখন সে নিকটবর্তী একটা দোকান হইতে তাহাদের

এক আত্মীয়-গৃহে ফোন করিল, এবং তাহার অল্পকাল পরে তাহাদের দূরসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভাতকে দেখিয়া দিবাকর প্রফুল্লমনে বলিল, "কি প্রভাত, তোমাদের খবর সব ভাল তো?"

প্রভাত বলিল, "ভাল। আজ দুপুরবেলা আপনি আর নিশাকাকা আমাদের ওখানে খাবেন।"

দিবাকর বলিল, "আমি তো কয়েক ঘণ্টা মাত্র আছি। আজ পাঞ্জাব মেলে লাহোর যাচ্ছি। এর মধ্যে এসব হাঙ্গামা কেন করছ?"

প্রভাত কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হইল না, দিবাকরকে সম্মত করাইয়া প্রস্থান করিল।

প্রভাতদের গৃহ হইতে আহার করিয়া দিবাকর ও নিশাকর যখন তাহাদের বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা ছুইটা।

দিবাকর বলিল, "এই জন্মে বুঝি আমাকে কলকাতায় টেনে আনলি? শেষকালে তুই ঘটকালি আরম্ভ করলি নিশা?"

নিশাকর বলিল, "আমি কেন করব? ঘটকালি তো করছেন মাধুরী-বউদিদি। কিন্তু মেয়েটি দেখতে-শুনতে চমৎকার নয় কি?"

সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের পথ ছিল না, দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

উৎফুল্ল হইয়া নিশাকর বলিল, "তা হ'লে ওদের পাকা কথা দিই?"

দিবাকর বলিল, "লেখাপড়া কি করেছে, সে কথাটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় নি।"

নিশাকর বলিল, "এই বৎসর ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে।"

সহসা অতর্কিত বজ্রপাত হইতে মানুষ যেমন চমকিত হয়, নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকর বোধ করি ততখানিই চমকিয়া উঠিল। বিহ্বল

নেত্রে নিশাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুই আমাকে অপমান করতে চাস নিশা?"

বিস্মিত এবং নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া নিশাকর বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে, একটা ম্যাট্রিকুলেশন-পাস-করা মেয়ের সঙ্গে আমার মত মূর্খ মানুষের বিয়ে দিয়ে আমার সমস্ত জীবনটা তুই হীনতায় মলিন ক'রে দিতে চাস?"

রুদ্ধকণ্ঠে নিশাকর বলিল, "তুমি বড় ভাই, তোমাকে রূঢ় কথা বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু সত্যিই তুমি মূর্খের মত কথা বলছ দাদা। আচ্ছা, যে মেয়েটিকে তুমি দেখে এলে সে তো তোমার চেয়ে তিন গুণ ফরসা, তবে তুমি সে বিষয়ে এতক্ষণ আপত্তি কর নি কেন? নিজে ময়লা হ'য়ে একজন গৌরবর্ণ মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার জীবন হীনতায় মলিন হয় না?"

দিবাকর বলিল, "আমি তোর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করতে চাই নে। তোকে শুধু জানিয়ে দিলাম যে, আমাকে ফাঁসি দিলেও ও-মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। আজ সন্ধ্যাবেলা গিয়ে তুই ওদের সে কথা ব'লে আসবি।"

"আচ্ছা, তাই না হয় আসব।" বলিয়া নিশাকর দুমদুম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঊর্ধ্বলোকে বিধাতাপুরুষ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, পুকুর দেখেই এতটা ভয় পেলে দিবাকর, আর আমি যে লাহোরে তোমাকে সাগরে ডোবাবার ব্যবস্থা করেছি, তার কি করছ বাবা?

অদৃষ্টকে দেখা যায় না, বিধাতাপুরুষের বাক্য শুনা যায় না, নচেৎ যতটা নিরুদ্বেগে সেদিন সন্ধ্যায় দিবাকর লাহোর যাত্রা করিল, তাহা ঠিক সম্ভবপর ছিল না।

৩

শনিবারে যথাসময়ে সে লাহোরে পৌঁছিল। পরদিন রবিবার বৈকাল পাঁচটার সময়ে হেমেন্দ্রনাথের গৃহে প্রীতি-সম্মেলন হইবে। কিছুদিন হইল 'মিত্র বিংশক' নামে একটি বন্ধু-সংঘ গঠিত হইয়াছে, পর্যায়ক্রমে এক-একজন সদস্যের গৃহে তাহার বৈঠক বসে। এবার হেমেন্দ্রনাথের পালা।

রবিবার সকালে বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া গৌরী, হেমেন্দ্রনাথ এবং দিবাকর আসন্ন উৎসবের বিষয়ে শেষ কল্পনা-জল্পনা করিতেছে, এমন সময়ে হেমেন্দ্রনাথের মোটর গাড়ি-বারান্দায় আসিয়া থামিল, এবং তাহা হইতে অবতরণ করিল বছর একুশ বয়সের একটি লাবণ্যবতী তরুণী। সুগঠিত ছিপছিপে দেহ এবং সমস্ত মুখমণ্ডলে এমন দুর্লভ সৌন্দর্যের লীলা, যাহা পুরুষের চক্ষুকে বারংবার আকৃষ্ট করে।

সকৌতূহলে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে দিদি?"

গৌরীবালা বলিল, "এখানকার হরলাল মুখুজ্জের ছোট মেয়ে যূথিকা। ভারি চমৎকার সেতার আর এসরাজ বাজায়। আজ বিকেলে উদ্বোধন-বাদ্য ও-ই বাজাবে।"

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "উদ্বোধন-গান হবে না?"

হেমেন্দ্র বলিল, "উদ্বোধন-গান ভারি পচা হ'য়ে গেছে। উদ্বোধন-বাদ্যের মধ্যে তবু একটু নূতনত্ব পাওয়া যাবে।"

বলিতে বলিতে যূথিকা সহাস্যমুখে নিকটে আসিয়া হেমেন্দ্রনাথ ও গৌরীকে প্রণাম করিল; তাহার পর গৌরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষ একটু ইঙ্গিতে দিবাকরের পরিচয় জানিতে চাহিল।

গৌরী বলিল, "আমার ভাই দিবাকর।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমিও তাই মনে করছিলাম।" তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকরে বলিল, "নমস্কার।"

ব্যস্ত হইয়া দিবাকরও যুক্ত কর করিয়া বলিল, "নমস্কার।"

উর্ধ্বলোক হইতে বিধাতাপুরুষ সহাস্যে বলিলেন, সাগর-সৈকত পৌঁছে গেছ দিবাকর।

দৈববাণী গ্রহণ করিবার মত সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি দিবাকরের ছিল না, তথাপি যুক্ত করে যূথিকাকে নমস্কার করিবার সময়ে তাহার মনে হইল, যেন সাগরেরই মত গভীর এবং বিস্তৃত কোনও বস্তুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে নমস্কার করিতেছে। যূথিকা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম. এ., সে কথা তখন জানিতে পারিলে হয়তো নমস্কার করিবার সময়ে দিবাকরের তাহাকে সাগরের মত গভীর এবং ভয়াবহ বলিয়াই মনে হইত।

যূথিকা উপবেশন করিলে হেমেন্দ্র বলিল, "তোমার যন্ত্রপাতি আন নি যূথিকা?"

যূথিকা বলিল, "এনেছি দাদা। সেতার আর এসরাজ দু-ই এনেছি। বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেছে।"

হেমেন্দ্র বলিল, "কি ঠিক করলে তুমি? উদ্বোধন-সংগীতই বা কি বাজাবে, আর উদ্‌যাপন-সংগীতই বা কি বাজাবে?"

যূথিকা বলিল, "উদ্বোধন-সংগীত মনে করছি এসরাজে ভীমপলশ্রী বাজাব, আর উদ্‌যাপন-সংগীত বাজব সেতারে জয়জয়ন্তী।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া হেমেন্দ্র বলিল, "ভালই হবে। চল, ও-ঘরে গিয়ে দুটোই একবার শোনা যাক। তুমিও চল দিবা।"

হেমেন্দ্রনাথের ড্রইং-রুমের পাশের একটা ঘরে দেশী কায়দায় ফরাশের ব্যবস্থা ছিল, সেই ঘরে সকলে আসিয়া বসিল।

গৃহ হইতে যূথিকা যন্ত্র দুইটি এক সুরে বাঁধিয়া আনিয়া ছিল। অল্প

একটু-আধটু ঠিক করিয়া লইয়া পরে পরে সে এসরাজ ও সেতারে যথাক্রমে ভীমপলশ্রী ও জয়জয়ন্তী বাজাইল।

প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া গভীর আবেগের সহিত সেতার বাজাইয়া যূথিকা যখন তাহার যন্ত্র বন্ধ করিল, তখনও যেন সমস্ত কক্ষের বায়ুমণ্ডলী করুণ জয়জয়ন্তী রাগিণীর সুমিষ্ট বেদনায় স্পন্দিত হইতেছিল।

বিমুগ্ধ দিবাকর উচ্ছ্বাসসহকারে বলিল, "চমৎকার!"

আনন্দস্মিত মুখে হেমেন্দ্র বলিল, "সত্যিই চমৎকার!"

গৌরী বলিল, "আমি ভাবছি, এই ছোট ঘরের ভিতরে কাছাকাছি ব'সে আমাদের তিনজনের তো সত্যিই চমৎকার লাগল; কিন্তু ফাঁকা জায়গায় লোকের ভিড়ের মধ্যে একটি মাত্র যন্ত্রের বাজনা তেমন জমবে কি? এর সঙ্গে আরও এক-আধটা যন্ত্র যোগ ক'রে যদি একটা কন্‌সার্টের মত করা যেত, তা হ'লে বোধ হয় বেশ ভাল হ'ত।"

যূথিকা বলিল, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ বউদিদি। কিন্তু আমার জানাশোনা এক-আধজন লোকের সঙ্গে বাজিয়ে দেখলাম, কন্‌সার্ট তো নিশ্চয়ই হয় না, কন্‌সার্টের বিপরীতই হয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, যোগ করলে সব সময়ে সংযোগ হয় না; অনেক সময় গোলযোগও হয়।" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি তো সেতার বাজাতে পার দিবা, তুমি যূথিকার সঙ্গে বাজাও না, দেখি কেমন হয়!"

এ প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "ওঁর অত ভাল বাজনার সঙ্গে আমি বাজালে সংযোগ তো হবেই না, হয় গোলযোগ হবে, না হয় দুর্যোগ।"

হেমেন্দ্র বলিল, "আমি অবশ্য দু বছরের মধ্যে তোমার সেতার বাজনা শুনি নি. কিন্তু তখনই যা বাজাতে এ দু বৎসরে নিশ্চয় তার চেয়ে

অনেক উন্নতি করেছ।" বলিয়া সেতারটা দিবাকরের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "নাও, বাজাও।"

সেতারটা অগত্যা তুলিয়া লইয়া যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "আমার সঙ্গেও আপনার কন্‌সার্ট হবে না, কন্‌সার্টের বিপরীতই হবে।" বলিয়া সেতার একটা ঝঙ্কার দিল।

কিন্তু ভীলপলশ্রীর গৎটা যখন যূথিকা এসরাজে এবং দিবাকর সেতারে বাজাইয়া শেষ করিল, তখন দেখা গেল, উভয়ের সংযোগে যাহা উৎপন্ন হইল তাহা কন্‌সার্টের বিপরীত কোনো বস্তু নিশ্চয়ই নহে।

উৎফুল্ল মুখে যূথিকা বলিল, "কি সুন্দর বাজান আপনি! কোথায় লাগে এর কাছে আমার বাজনা!"

সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল. "এ কথা এতই অপ্রকৃত যে, এর প্রতিবাদ করাও আমি অন্যায় মনে করি।"

আনন্দিত কণ্ঠে গৌরী বলিল, "ঠিক এই জিনিসটাই আমি বিশেষভাবে চাচ্ছিলাম।"

প্রফুল্ল মুখে হেমেন্দ্র বলিল, "কারণ, ঠিক এই জিনিসটারই নাম হচ্ছে কন্‌সার্ট, অর্থাৎ মিলন।"

যূথিকার হস্ত হইতে এসরাজটা কাড়িয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "এবার জয়জয়ন্তীর পথে আপনি সেতার বাজান, আর আমি বাজাই এসরাজ।"

সবিস্ময়ে গৌরী বলিল, "তুই এসরাজ বাজাতেও জানিস না-কি দিবা?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "ঐ সেতারের মত দিদি।"

যূথিকা বলিল, "তা যদি হয় তা হ'লে তো খুব চমৎকারই জানেন।" বলিয়া দিবাকরের সম্মুখ হইতে সেতারটা তুলিয়া লইল।

জয়জয়ন্তী শেষ হইলে সানন্দ উৎসাহে হেমেন্দ্র বলিল, "আজ

আমাদের উৎসব আদ্যোপান্ত সফল হবে কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু তার আদি আর অন্ত যে চমৎকার হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম।"

স্থির হইল, ভীমপলশ্রীর গতে যূথিকা বাজাইবে এসরাজ এবং দিবাকর বাজাইবে সেতার,—এবং জয়জয়ন্তীর গতে যূথিকা বাজাইবে সেতার এবং দিবাকর এসরাজ।

গৌরী বলিল, "এবার তোমরা দুজনে বার কতক গৎ দুটো বাজিয়ে বাজিয়ে বেশ ক'রে অভ্যাস ক'রে নাও; আমরা ততক্ষণ অন্যদিকের ব্যবস্থা দেখিগে। কিন্তু যাবার আগে আর একবার আমাদের শুনিয়ে যেয়ো যূথিকা।"

প্রফুল্ল মুখে যূথিকা বলিল, "আচ্ছা।"

হেমেন্দ্র ও গৌরী প্রস্থান করিলে দিবাকর এবং যূথিকা বহুক্ষণ ধরিয়া যন্ত্র পরিবর্তন করিয়া ভীমপলশ্রী এবং জয়জয়ন্তী রাগিণী বাজাইতে লাগিল। সুরের সহিত সুর মিলাইবার জন্য তাহাদের প্রগাঢ় তন্ময়তা ক্রমশ যেন একটা গভীর নেশায় রূপান্তরিত হইয়া উভয়ের মনকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল। বাজাইবার ফাঁকে ফাঁকে অকস্মাৎ চকিত চক্ষের অকারণ-দৃষ্টিবিনিময় হয়, এবং পরক্ষণেই একের মুখে ফুটিয়া উঠে অতি ক্ষীণ মৃদু হাস্য এবং অপরের মুখে দুর্নিরীক্ষ্য রক্তিমা।

ড্রইং-রুমের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিয়া গেল। এসরাজটা ফরাশের উপর স্থাপন করিয়া দিবাকর বলিল, "আর না-হয় থাক্?"

মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "থাক্।" তারপর সেতারটা ধীরে ধীরে এসরাজের পাশে স্থাপন করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আপনি তখন দুর্যোগ আর গোলযোগের কথা বলছিলেন, কিন্তু আমি তো দেখছি মস্ত সুযোগ।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে হাসি দেখা দিল—"সুযোগ তো আমি দেখছি আমার।"

সকৌতূহলে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আবার কিসের সুযোগ ?"

দিবাকর বলিল, "এই রকম ক'রে সংগীতের মধ্যে দিয়ে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার।"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "সে সুযোগ আমারও তো নিতান্ত কম নয়; কিন্তু আমি বলছিলাম আপনি আসাতে আমার বাজাবার সুযোগের কথা।"

দিবাকর বলিল, "আগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তারপর সে কথা বলবেন।"

কিন্তু পরীক্ষায় উভয়েই সগৌরবে উত্তীর্ণ হইল। আমন্ত্রিত জনতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসারবে উৎসব-গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

উৎসবশেষে দিবাকরকে এক সময়ে একান্তে পাইয়া যূথিকা বলিল, "এ প্রশংসায় আপনার অংশ কিন্তু বারো আনা।"

সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল, "নিজ অংশ থেকে যদি আট আনা আমাকে দান করেন, তা হ'লে নিশ্চয় বারো আনা।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা নয়, সত্যিই বারো আনা।"

আরও দুই-চারিটা কথার পর প্রস্থানোদ্যত হইয়া যূথিকা বলিল, "চললাম দিবাকরবাবু।"

বিস্মিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কোথায় চললেন ?"

"বাড়ি।"

"বাড়ি কেন ?"

দিবাকরের প্রশ্নে হাসিয়া ফেলিয়া যূথিকা বলিল, "বাড়িতেই আমি থাকি।"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া দিবাকর বলিল, "তা নিশ্চয়ই থাকেন। আমার জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য, এত শিগ্‌গির বাড়ি কেন?"

বাম হস্তের রিস্ট-ওয়াচের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "পৌনে নটা বাজে।"

"কিন্তু সাড়ে দশটা তো বাজে নি মিস্ মুখার্জি!"

পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া যূথিকা বলিল, "না, তা বাজে নি। কিন্তু এ গাড়িতে না গেলে গাড়ির অসুবিধে হবে; আগের গাড়িতে বাবা আর মা চ'লে গেছেন।"

ব্যগ্র কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "চ'লে গেছেন? তা হ'লে তো তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা হ'ল না!"

"আপনি তো এখন কিছুদিন আছেন,—পরে করবেন।"

"তাই করব। কাল আসছেন তো মিস্ মুখার্জি?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমি তো আজ দুবার এলাম, কাল তো আপনার যাবার পালা।"

ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "ও, তাও তো বটে। আচ্ছা, আমিই যাব। কিন্তু কখন যাব বলুন—সকালে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "সকালে একজনদের আসবার কথা আছে, সন্ধ্যার সময়ে যাবেন। কেমন?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "সকালে যখন অসুবিধা, তখন অগত্যা সন্ধ্যার সময়েই যাব।"

"আচ্ছা, নমস্কার।"

হাত তুলিয়া দিবাকর বলিল, "নমস্কার।"

৪

পরদিন সকালে হেমেন্দ্রনাথ তাহার অফিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল, এমন সময়ে যূথিকার পিতা হরলাল মুখোপাধ্যায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "আসুন কাকাবাবু, কি খবর বলুন তো?"

হেমেন্দ্রনাথের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া হরলাল বলিলেন, "বাবা হেমেন্দ্র, আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম।"

হরলালকে চেয়ারে বসাইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "বুঝেছি কাকাবাবু, সম্ভবত দিবাকরের সঙ্গে যূথিকার বিয়ের কথা আপনি বলছেন। কাল রাত্রে কাকিমাও গৌরীকে এ বিষয়ে অনুরোধ ক'রে গেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হবে ব'লে তো মনে হয় না।"

ব্যগ্রকণ্ঠে হরলাল বলিলেন, "যূথিকার আমি জন্মদাতা, কিন্তু তুমি তাকে নিজ হাতে গ'ড়ে তুলেছ। আমি তার বেশি আপনার, না, তুমি—তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন হেমেন্দ্র। যূথিকার এত বড় মঙ্গল যে ক'রেই হোক তোমাকে করতে হবে বাবা।"

হেমেন্দ্র বলিল, "দেখুন কাকাবাবু, যূথিকা পর হ'য়ে যাবে না, সে আমার এত নিকট আর আদরের আত্মীয় হবে, এর চেয়ে লোভনীয় ব্যাপার আমার পক্ষে খুব বেশি নেই। যতটা দেখছি, এ বিষয়ে গৌরীর আগ্রহও আমার চেয়ে কম নয়, হয়তো বেশিই। কিন্তু শুধু আমাদের কথা ভাবলেই তো চলবে না; যে দুজনের বিয়ে, প্রধানত তাদের দিক থেকেই তো কথাটা ভেবে দেখতে হবে।"

হরলাল বলিলেন, "কি ভেবে দেখতে হবে বল?"

হেমেন্দ্র বলিল, "যূথিকার কথা ভেবে দেখুন। সে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ. পাস; আর, দিবাকর বার দুই-তিন ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করেছে। এরূপ অবস্থায় এ বিয়ের প্রস্তাব যূথিকা হয়তো ম ন মনে পছন্দ না করতেও পারে।"

হরলাল বলিলেন, "এ বিষয়ে তা হ'লে তোমার ওপর ভার রইল হেমেন্দ্র, তুমি যূথিকাকে পরীক্ষা ক'রে দেখে তারপর যা ভাল মনে হয় স্থির ক'রো। যূথিকাকে তুমি শুধু বিদ্যে দানই কর নি বাবা, দৃষ্টি দানও করেছ। সেই দৃষ্টি দিয়ে সে শুধু দিবাকরের ফেল করাটাই দেখবে আর কিছুই দেখবে না—এ আমার একেবারেই মনে হয় না।"

হেমেন্দ্র বলিল, "আমিও তাই আশা করি। কিন্তু বাধাটা দিবাকরের দিক দিয়েই খুব গুরুতর হবে ব'লে মনে হয়। যূথিকা এম. এ. পাস শুনলে সে কিছুতেই তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না। কাল কলকাতা থেকে আমার ছোট শালা নিশাকরের চিঠি এসেছে। সে লিখেছে, এবার কলকাতায় দিবাকরকে সে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে দেখিয়েছিল, দিবাকরের পছন্দও হয়েছিল খুব, কিন্তু মেয়েটি ম্যাট্রিক পাস শুনে, সাপ দেখলে মানুষ যেমন আতঙ্কে পালায়, ঠিক তেমনি ক'রে লাহোর পালিয়ে এসেছে।"

অন্তরাল হইতে গৌরী এতক্ষণ সব শুনিতেছিল, এবার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কিন্তু যূথিকা তো ম্যাট্রিক পাস-করা মেয়ে নয়! সুতরাং তার কথা স্বতন্ত্র। তার কথা শুনে দিবাকর লাহোর থেকে পালিয়ে না যেতেও পারে।"

গৌরীর কথা শুনিয়া হরলাল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "এ কি তুমি আশা কর বউমা? দিবাকরকে তুমি রাজী করাতে পারবে?"

গৌরী বলিল, "হয়তো পারব। কিন্তু সে পথ যখন একেবারে

নিরাপদ নয়, তখন বিয়ে দিতে হ'লে যূথিকার পাস করার কথা লুকিয়ে রেখেই দিতে হয়।"

হেমেন্দ্র বলিল, "তারপর? বিয়ের পর যেদিন সে জানতে পারবে, যূথিকা তার এম. এ. পাস-করা স্ত্রী, সেদিন কি হবে?"

গৌরী বলিল, "সেদিনের ভাবনা আমাদের নয়; সেদিন সামলাবে যূথিকা।" তাহার পর হরলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ বিয়ের বিষয়ে আপনারা যদি মনস্থির ক'রে থাকেন কাকাবাবু, তা হ'লে দিবাকরের ব্যাপার আমার আর যূথিকার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আপনারা অন্য সব ব্যাপারে মন দিন।"

যুক্ত কর উর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া হরলাল বলিলেন, "জয় মা গৌরী! আমি তা হ'লে তোমারই শরণাপন্ন হ'য়ে নিশ্চিন্ত হলাম।"

হেমেন্দ্র বলিল, "কিন্তু যূথিকার পাসের কথা লুকিয়ে রেখে বিয়ে দিতে হ'লে দিবাকরকে এখানে বেশিদিন আটকে রাখা চলবে না। হঠাৎ কারো মুখে পাসের কথা শুনে ফেললে, তখন সমস্ত পণ্ড হ'য়ে যাবে। বিয়েতে যদি তার সম্মতি পাওয়া যায়, তা হ'লে অবিলম্বে তাকে অন্য কোথাও চালান দিতে হবে।"

ঈষৎ চিন্তিত মুখে গৌরী বলিল, "কিন্তু সেও তো ভারি কঠিন কথা। এত লেখালেখি ক'রে এতদিন পরে তাকে আনিয়ে দুদিন যেতে-না-যেতেই কি ক'রে বলা যায়—এবার তুমি যাও।"

হেমেন্দ্র বলিল. "সেটা কৌশলে বলতে হবে। ধর, মিরাটে যোগেনের কাছে তাকে পাঠানো কতকটা সহজ হ'তে পারে।"

যোগেন্দ্র হেমেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সহোদর। সকৌতূহলে গৌরী বলিল, "মিরাটে কি ক'রে পাঠাবে?"

হেমেন্দ্র বলিল, "কিছুদিন থেকে ছোটবউমার শরীর তো অসুস্থ যাচ্ছে, হঠাৎ মিরাট থেকে এমন একটা চিঠি আসবে, যে কারণে

একবার তাঁকে দেখে-শুনে আসবার জন্যে তোমার মিরাট যাওয়ার দরকার হবে। আমার কলেজ; সুতরাং দিবাকরকে নিয়ে তুমি মিরাট যাবে। তারপর সেই অসুখ-বিসুখের সংসারে এমন তুমি আটকে পড়বে যে, দিবাকরকে বাংলা দেশে চালান না দিয়ে কিছুতেই লাহোর ফেরা তোমার সম্ভব হবে না।" বলিয়া হেমেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গৌরী বলিল, "তারপর, দিবা যদি মিরাটে এক মাস ধ'রে ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে ব'সে আড্ডা দেয়, তা হ'লে আমাকেও তো ঘর-সংসার ফেলে সেখানে এক মাস ব'সে থাকতে হবে?"

হেমেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয় হবে। পরোপকার করতে গেলে কিছু-না-কিছু আত্মোৎসর্গ করতেই হয়।"

"আচ্ছা, সে যেমন হয় পরে করা যাবে। উপস্থিত আর কি কথা আছে বল?"

হেমেন্দ্র বলিল, "আর দুটি কথা আছে। প্রথম কথা, উদ্দেশ্য সাধু হ'লেও উপায় যখন অবলম্বন করা হচ্ছে অসাধু, তখন অপরাধের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তোমার, কারণ তুমি হচ্ছ দিবাকরের ভগ্নী; আর আমার হচ্ছে দ্বিতীয় দায়িত্ব, কারণ আমি তার ভগ্নীপতি।"

সহাস্যমুখে হরলাল বলিলেন, "তা হ'লে তৃতীয় দায়িত্ব আমার। কিন্তু তা নয় বাবা, এ যদি একান্তই অপরাধ হয় তো এর সব দায়িত্বই আমার।"

হেমেন্দ্র বলিল, "না কাকাবাবু, এ অপরাধে আপনার কোনো অংশ নেই। কন্যাদায় হচ্ছে এমন একটা বিপদ, যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ছলই বলুন, বলই বলুন, আর কৌশলই বলুন, সব কিছুই অবলম্বন করা যেতে পারে।"

গৌরী বলিল, "তোমার দ্বিতীয় কথা কি?"

"আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ যদি করতেই হয় তো চটপট ক'রে ফেল; এ সব ব্যাপারে ডিলে ইজ ডেঞ্জারাস।"

হেমেন্দ্রনাথের এ উপদেশ পালন করিতে গৌরী অবহেলা করিল না, সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে গাড়ি পাঠাইয়া যূথিকাকে আনাইয়া লইল।

ক্ষণকাল তাহার সহিত কথোপকথনের পর হেমেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সহাস্যমুখে সে বলিল, "শুনছ? রাজী।"

সকৌতূহলে হেমেন্দ্র বলিল, "ষোল আনা?"

"মনে হ'ল, দু আনা বেশি। কালই সেতারে-এসরাজে বিয়ে হয়ে গেছে; মানুষে মানুষে যতটুকু বাকি আছে, তার জন্যে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।"

"দিবাকে রাজী করাতে পারবে তো?"

ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত গৌরী বলিল, "ও মা! এখন আর 'করতে পারবে তো' বললে চলবে না—এখন করতেই হবে। যূথিকার সঙ্গে কথা কওয়ার পর কতটা দায়িত্বের মধ্যে পড়লাম, বল দেখি? কিন্তু মনে হচ্ছে, ভগবানই এর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। হয়তো দিবাকে নিয়েও তেমন কিছু বেগ পেতে হবে না; সহজেই কার্যসিদ্ধি হবে।"

ঔৎসুক্যের সহিত হেমেন্দ্র বলিল. "কেন, সে কিছু বলেছে নাকি?

গৌরী বলিল, "মুখ ফুটে কিছু বলে নি, কিন্তু কাল থেকে যূথিকার বাজনার বিষয়ে যখন-তখন যে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে, তাতে মনে হয় যে, উচ্ছ্বাসটা শুধু সেতার আর এসরাজের কথা ভেবেই নয়।" বলিয়া মৃদু হাস্য করিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "ঠিক যেমন বিয়ের সময়ে আমি আমার অদৃষ্টের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতাম, শুধু শ্বশুর মশায়ের বিষয় আর সম্পত্তির কথা ভেবেই নয়।"

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি যে তোমার শ্বশুর

মশায়ের বিষয়-সম্পত্তির কথা কত ভাবতে, তা জানতে আমার আর বাকি নেই।"

স্মিতমুখে হেমেন্দ্র বলিল, "তুমি কি তা হ'লে বলতে চাও গৌরী, আমি আমার শ্বশুর মশায়ের কন্যের কথাই শুধু ভাবতাম ?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গৌরী বলিল, "ওরে, বাপ রে! সে কথা কখনো বলতে পারি! শ্বশুর মশায়ের কন্যেকে বড়লোকের মেয়ে ভেবে তুমি তো প্রায় নাকচ ক'রে দিয়েছিলে।"

"তারপর ?"

"তারপর ?—তারপর, হঠাৎ দয়াই হ'ল, না, খেয়ালই হ'ল, চোখ-কান বুজে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে ক'রে ফেললে।" বলিয়া গৌরী হাসিতে লাগিল।

স্মিতমুখে হেমেন্দ্র বলিল, "তারপর ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গৌরী বলিল, "বা রে! বিয়ের পরের 'তারপর' তো তুমি বলবে।"

হেমেন্দ্র বলিল, "বলতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সে 'তারপর' শুনলে তোমার মনে গর্ব হবে গৌরী।"

মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিল, "না না, সে 'তারপর' শোনা এখন থাক্। এ-সব কথার আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নেই। ড্রয়িং-রুমে যূথিকা বেচারা একলা ব'সে আছে, তুমি একটু তার কাছে যাও, আমি তোমাদের চায়ের ব্যবস্থা ক'রেই আসছি।"

"দিবাকর কোথায় ?"

"সে বেড়াতে বেরিয়েছে। ভালই হয়েছে ; সে বাড়ি থাকলে যূথিকার সঙ্গে কথা কওয়ার হয়তো একটু অসুবিধে হ'ত।" বলিয়া গৌরী প্রস্থান করিল।

৫

ড্রয়িং-রুমে বসিয়া যূথিকা একটা বাংলা মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময়ে হেমেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "ধন্যবাদ যূথিকা। তুমি যে আমাদের পরমাত্মীয় হ'তে সম্মত হয়েছ, এর জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমাকে লাভ ক'রে আমার শ্বশুর-বাড়ির কতটা শ্রীবৃদ্ধি হবে তা আমার চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। যে-সঙ্গীত তোমাদের দুজনের মিলনের পথ এত শিগ্‌গির সুগম করেছে, তোমাদের দুজনের ভবিষ্যৎজীবন যেন সেই সঙ্গীতের মত মধুর হয়—এই কামনা করি।"

নত হইয়া যূথিকা হেমেন্দ্রের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "যদিও এ কথার এমন কিছু প্রয়োজন নেই, তবুও তোমাকে আমি পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত করছি, তোমার সিদ্ধান্তে একটুও ভুল হয় নি। দিবাকরের মত সহৃদয় সচ্চরিত্র আর ভদ্র ছেলে আজ-কালকার দিনে দুর্লভ—এ কথা বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া সংসার-চালনার জন্যে যে অর্থের একান্ত প্রয়োজন তা তার প্রচুর আছে, সে কথা তুমি নিশ্চয় শুনেছ। তোমার জীবন সে আনন্দময় করতে পারবে—এ বিশ্বাস আমার সম্পূর্ণ আছে।"

একজন ভৃত্য আসিয়া চা প্রস্তুত হওয়ার সংবাদ দিয়া গেল।

হেমেন্দ্র বলিল, "এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, ইউনি-ভার্সিটির লেখাপড়ায় দিবাকরের পরিচয় নিতান্তই সামান্য। কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্যে কাজ-কর্ম চাকরি-বাকরি আশ্রয় নেবার প্রয়োজন যার নেই, তার পক্ষে ইউনিভার্সিটির বিদ্যের অভাব অক্ষমণীয় অপরাধ নয়, যদি তার নিজের মাতৃভাষা আর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা

ভাল রকম সংস্কৃতির অধিকার থাকে। আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি, সে অধিকার দিবাকরের আছে। কথাবার্তার ভঙ্গি আর বাঁধুনি থেকে আমি তার শিক্ষিত মনের পরিচয় পেয়েছিলাম; তারপর তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা ওঠার পর থেকে আজ সারাদিন তার সঙ্গে আলোচনা ক'রে বুঝেছি, বাংলা সাহিত্যে তার বেশ অধিকার আছে। ইংরেজী সাহিত্যে তোমার যা অধিকার আছে, বোধ হয় তার চেয়ে কম নয়।" বলিয়া হেমেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

গৌরী আসিয়া বলিল, "চা ফেলেছি, কড়া হ'য়ে যাবে। চল, চা খেতে খেতে গল্প করবে।"

যূথিকাকে লইয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত হইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "কই, দিবাকর এখনও ফিরল না?"

গৌরী বলিল, "তার আসতে হয়তো দেরি হবে, যূথিকা আসার মাত্র মিনিট পাঁচ-সাত আগে সে বেরিয়েছে; ওদের বাড়িতে কার আসবার কথা আছে ব'লে ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। দিবার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করবার দরকার নেই।"

কিন্তু চা-পানের কিছু পরে যূথিকা যখন গৃহে ফিরিবার জন্যে গৌরীর সহিত বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল, তখন দেখা গেল দিবাকর দ্রুতপদে গেটে প্রবেশ করিতেছে।

নিকটে আসিয়া যূথিকার দিকে চাহিয়া উৎফুল্ল মুখে সে বলিল, "নমস্কার মিস্ মুখার্জি।"

ঈষৎ আরক্তমুখে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "নমস্কার।" তারপর গৌরীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "চললাম বউদি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "সে কি! এরই মধ্যে চললেন কেন? এই তো সবে সন্ধ্যে হয়েছে। দিদির মুখে শুনছিলাম, আপনি গান

গাইতে পারেন খুব ভাল। যদি দয়া ক'রে এক-আধটা গান গান, খুবই খুশি হব। এরই মধ্যে যাবেন না মিস্ মুখার্জি।"

সলজ্জমুখে যূথিকা বলিল, "বাড়িতে একটু কাজ আছে।"

নির্বন্ধসহকারে দিবাকর বলিল, "তেমন যদি অসুবিধা না হয়, তা হ'লে সে কাজটা কালকের জন্যে রেখেলে হয় না মিস্ মুখার্জি?"

যূথিকার বিমূঢ় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গৌরী প্রচুর কৌতুক অনুভব করিতেছিল। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে দিবাকরের সহিত তাহার বিশেষ একটা অভিসন্ধিমূলক আলোচনা শেষ হইবার পূর্বে দিবাকর এবং যূথিকার বেশিক্ষণ একত্রে থাকা নিরাপদ নহে মনে করিয়া সে বলিল, "ও কি ক'রে থাকবে বল্? ওর যে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। ওদের বাড়িতে এখনই লোক আসবার কথা।"

যেটুকু কৌশল গৌরী প্রয়োগ করিল তাহা ব্যর্থ হইল না। বিবাহের সম্বন্ধ এবং বাড়িতে লোক আসা, দুইটি পরস্পর-সম্বদ্ধ ব্যাপার মনে করিয়া ঈষৎ নিষ্প্রভমুখে যূথিকার দিকে চাহিয়া দিবাকর বলিল, "ও! সেই কাজের কথা বলছিলেন বুঝি? না, তা হ'লে আর কেমন ক'রে থাকেন। না, তা হ'লে যেতেই হয়।"

এ কথার কোনো উত্তর দিতে না পারিয়া দিবাকরের ধারণাকে যূথিকা আরও পাকা করিয়া দিল। সে কিছুতেই বলিতে পারিল না যে, যে-সম্বন্ধের কথা গৌরী বলিতেছে তাহা দিবাকরেরই সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ এবং তাহাদের বাড়িতে যে-লোকের আসিবার কথা সে দিবাকর ভিন্ন অপর কেহই নহে।

সহসা একটা কথা মনে করিয়া দিবাকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তা হ'লে দেখছি, বেশ একটা কাণ্ড ক'রে এসেছি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার ঔৎসুক্যের অন্ত রহিল না।

সকৌতূহলে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আবার কি কাণ্ড ক'রে এলি রে?",

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "মিস্ মুখার্জিদের বাড়ি গিয়েছিলাম কাকাবাবু আর কাকিমার সঙ্গে আলাপ করতে। কিছুতেই তাঁরা ছাড়লেন না, অনেক কিছু খাবার খাওয়ালেন। তার মধ্যে ডিমের প্যাটিগুলো ভারি ভাল লাগল। চেয়ে চেয়ে বোধ হয় দশ-বারোখানাই খেয়ে ফেললাম। তারপর আরও খান-দুই চাইতে কাকিমা একেবারে অপ্রস্তুতের শেষ! বললেন, আর একদিন তৈরি করিয়ে খাওয়াবেন।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিস্মিতকণ্ঠে গৌরী বলিল, "অতগুলো প্যাটি সব খেয়ে ফেললি?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "সব। একখানাও বাকি রাখি নি। আবার শুনলাম খাবারের মধ্যে ঐ খাবারটাই মিস্ মুখার্জি তৈরী করেছিলেন।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্ মুখার্জি, আপনার তৈরি খাবার দিয়ে পাত্রপক্ষের মন বেশ খানিকটা ভোলানো যেতে পারত, কিন্তু আমি তার সব সুযোগ নষ্ট ক'রে এসেছি। তবে আমার বিশেষ অপরাধও নেই; কারণ প্যাটিগুলো এত ভাল করেছিলেন যে, শেষ না ক'রে কিছুতেই থামা গেল না। তা ছাড়া পাত্রপক্ষের লোকের আসবার কথা আছে তা আমি সত্যিই জানতাম না। এখানে এসে শুনছি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া সলজ্জ কৌতুকের চাপা হাসিতে যূথিকার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "আমার তো মনে হয় পাত্রপক্ষের লোকের আসবার কথা আছে জানলে তুই অন্য সব খাবারগুলোও শেষ ক'রে আসতিস।"

সকৌতূহলে দিবাকর বলিল, "কেন বল দেখি?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া গৌরী বলিল, "পাত্রপক্ষের লোকের উপর রাগ ক'রে।"

গৌরীর কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "শোন একবার কথা! পাত্রপক্ষের লোকের উপর আমি রাগ করব কেন?"

গম্ভীর মুখে গৌরী বলিল, "পাত্রপক্ষের লোকেরা সম্বন্ধ ক'রে যূথিকাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় ব'লে।"

এ কথাটা দিবাকরের অতিশয় গোলমেলে বলিয়া মনে হইল। পাত্রপক্ষের লোকের উপর একেবারেই যে রাগ হয় না তাহা খুব জোরের সহিত বলা চলে না, হয়তো একটু হয়; কিন্তু যে কারণে হয় তাহা এমন অনির্ণেয় এবং এখনও তাহার অস্তিত্ব অবচেতন মনের এমন গোপন প্রদেশে নিহিত যে, তাহা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করা চলে না। কথাটা এড়াইয়া গিয়া দিবাকর বলিল, "কোথায় সম্বন্ধ হচ্ছে?"

গৌরী বলি, "কেন, সে খোঁজে তোর কি দরকার?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "না, দরকার আর এমন বিশেষ কি! তবে বাংলা দেশে যদি হয়, তা হ'লে ভবিষ্যতে ওঁর বাজনা শোনবার কিছু সম্ভাবনা হয়তো থাকে।"

"ওর বাজনা এত ভাল লাগে তোর?"

দিবাকর বলিল, "লাগে। উনি এত ভাল বাজান যে, ওঁর বাজনা ভাল-না-লাগা একটা অপরাধ ব'লে আমি মনে করি।"

হাসি চাপিয়া গৌরী বলিল, "বাংলা দেশেই ওর সম্বন্ধ হচ্ছে।"

গাড়ির দরজা খোলাই ছিল, ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গাড়ির ভিতরে গিয়া বসিয়া যূথিকা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

যূথিকার পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া গাড়ির দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঔৎসুক্যের সহিত দিবাকর বলিল, "বাংলা দেশে ওঁর সম্বন্ধ হচ্ছে? বাংলা দেশে কোথায়?"

গৌরী, বলিল, "যদি বলি, আমাদের মনসাগাছা গ্রামে ?"

সবিস্ময়ে দিবাকর বলিল, "মনসাগাছা গ্রামে? মনসাগাছায় কার সঙ্গে ?"

গৌরী বলিল, "যদি বলি, তোর সঙ্গে ?"

এবার গৌরীর কথা শুনিয়া দিবাকর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গৌরী বলিল, "হাসলি যে বড় ?"

দিবাকর বলিল, "কী যে বল তুমি দিদি! আমার মত লোকের সঙ্গে ওঁর মত—" বলিয়া কথা শেষ না করিয়া পুনরায় হাসিতে লাগিল।

যূথিকার নিকট হইতে সঙ্কেতে আদেশ পাইয়া গাড়ি তখন ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ড্রয়িং-রুমে ফিরিয়া আসিয়া গৌরী বলিল, "যূথিকার সঙ্গে তোরই সম্বন্ধ হচ্ছে দিবা, ওদের বাড়ি গিয়ে তুই যে প্যাটি খেয়ে এসেছিস, সে আর-কোনো পাত্রপক্ষের জন্যে তৈরি হয় নি।"

বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া দিবাকর বলিল, "বল কি দিদি!"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ, ঠিকই বলি। কিন্তু ও-কথাটা তুই তখন ভাল বললি নে ভাই। কি জানি যূথিকা হয়তো বা একটু অপমানিত বোধ ক'রেই চ'লে গেল।"

উদ্বিগ্নমুখে দিবাকর বলিল, "কি কথা বল তো ?"

"ঐ যে তুই বললি, 'তোর মত লোকের সঙ্গে ওর মত'—না-কি! তাতে হয়তো ও মনে করলে, তুই বলতে চাস যে, তোর মত ধনী লোকের সঙ্গে ওর মত গরিবের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তোর ঐ হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মতই হালকা।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "না না, দিদি, এ কথা

কখনই সে মনে করে নি। এমন কথা কিছুতেই আমি বলতে পারি নে, এটুকু সে নিশ্চয় বোঝে।"

সে কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া গৌরী বলিতে লাগিল, "আর সত্যিই তো তোর তুলনায় যূথিকার এমন কি-ই বা আছে? থাকবার মধ্যে তো একটুখানি চেহারার শ্রী, ঐ একটু সেতার আর এসরাজ বাজনা, আর—" অসমাপ্ত কথার মধ্যে গৌরী সহসা থামিয়া গেল।

প্রবল আগ্রহের সহিত দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "আর? আর কি বল?"

গৌরী বলিল, "আর? আর তার মিষ্টি স্বভাব, শান্ত প্রকৃতি।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "আর লেখাপড়া?"

গৌরী বলিল, "সেইটেই তো হয়েছে ওর সবচেয়ে লজ্জা আর বিপদের কথা। ওর লেখাপড়ার যথার্থ অবস্থার কথা শুনলে তোর মত লোকও হয়তো ঘাবড়ে যেতে পারে।"

একটা অভাবনীয় প্রত্যাশার আশ্বাসে দিবাকরের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; বলিল, "কেন বল দেখি? লেখাপড়া তেমন কিছু করে নি না-কি?"

পূর্বের ন্যায় এ প্রশ্নেরও সাক্ষাৎ-সোজা উত্তর না দিয়া গৌরী বলিল, "আজকালের দিনে লেখাপড়া করা কি সহজ কথা রে দিবা? যূথিকার বাপের মত দরিদ্র লোকদের কটা মেয়ের লেখাপড়া সম্ভব হয়, বল্ দেখি? ভদ্রলোক তো মোটে শ দেড়েক টাকা পেন্‌শন পান, তারপর একপাল পুষ্যি।"

মনে মনে যৎপরোনাস্তি আশ্বস্ত হইয়া দিবাকর বলিল, "সে কথা সত্যি।" তাহার পর, যূথিকা লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানে না—এই বিশ্বাসে নিরাপদ বাহাদুরি করিবার লোভে বলিল, "কিন্তু অত বড় মেয়ে শুধু এসরাজ আর সেতার বাজাইতেই শিখেছে, খানিকটা

লেখাপড়া শেখাও উচিত ছিল। আমি অবিশ্যি মেয়েদের পাস করবার পক্ষপাতী নই; কিন্তু ঠিকানাটা লেখা, টেলিগ্রামটা পড়া—এই রকম ছোটখাটো কাজ চালাবার মত একটু লেখাপড়া জানা মন্দ নয়।"

গৌরী বলিল, "বেশ তো, বিয়ের পরে ওর বিদ্যে পরীক্ষা ক'রে দেখে যদি কিছু দরকার মনে হয় তো সেটুকু শিখিয়ে পড়িয়ে নিস। কিন্তু খবরদার ভাই, বিয়ের আগে ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হ'লে, খবরদার— এই সব লেখাপড়ার কথা তুলে ওকে যেন লজ্জা দিস নে। বড়সড় হয়েছে, এখন অতি অল্পতেই মনে আঘাত লাগতে পারে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "না না, দিদি, তা কখনো পারি! এটুকু সাবধান তুমি আমাকে না ক'রে দিলেও পারতে।"

প্রসন্নমুখে গৌরী বলিল, "বেশ কথা। তা হ'লে যূথিকার বাপকে কথা দিতে পারি?—কি বলিস?"

দিবাকর বলিল, "ওঁরা সত্যি সত্যিই এ প্রস্তাব করেছেন না কি?"

গৌরী বলিল, "করেছেন শুধু নয়, এর জন্যে কাল রাত্রি থেকে হরলালবাবুর স্ত্রী আর হরলাল ঝুলোঝুলি করছেন। যূথিকার মত জানবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে এনেছিলাম।"

আগ্রহের সহিত দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "তার মত আছে?"

"সম্পূর্ণ।"

"কি ক'রে জানলে?

"যেমন ক'রে তোর মত জানছি। জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে।"

একটু ইতস্তত করিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত দিবাকর বলিল, "কি উত্তর দিলে তোমাকে?"

স্মিতমুখে গৌরী বলিল, "সে কথাও শুনতে হবে নাকি তোর?"

হাসিয়া ফেলিয়া দিবাকর বলিল, "কি জান দিদি, চিরদিনই

নিজেকে অপদার্থ ব'লে জেনে এসেছি; আজ বাজারে হঠাৎ একটু দর পেয়ে দরটা যাচাই ক'রে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "সে যাচাই তো হয়ে গেছে দিবা। বাজারে তোর দর অনেক, ইচ্ছামাত্র তুই যখন যূথিকার মত একটি বহুমূল্য রত্ন অনায়াসে অধিকার করতে পারিস।"

মনে মনে দিবাকর বলিল, বহুমূল্য নয়, অমূল্য।

একটি রত্ন হাতে লইয়া মানুষে যেমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার দীপ্তি পরীক্ষা করিয়া দেখে, দিবাকর তেমনি যূথিকাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। কোনো দিক হইতে বিকীর্ণ হইল তাহার হাস্যের সুষমা, কোনো দিক হইতে তাহার গঠনের ভঙ্গী, কোনো দিক হইতে তাহার প্রকৃতির মাধুর্য, কোনো দিক হইতে বা তাহার সঙ্গীতবিদ্যার নিপুণতা।

মনে মনে খুশি হইয়া দিবাকর বলিল, "তোমাদেরও মত আছে তো দিদি? তোমার? জামাইবাবুর?"

গৌরী বলিল, "ষোল আনা। যূথিকার সঙ্গে তোর যদি বিয়ে হয়, তা হ'লে নিশ্চয় বলতে হবে তোর ভাগ্য ভাল। তার লেখাপড়ার দিকটা যদি ক্ষমা ক'রে নিতে পারিস ভাই, তা হ'লে কোনো গোল থাকে না।"

ব্যস্ত হইয়া দিবাকর বলিল, "না না দিদি, ঐটেই আমার একটা বড় রকম আগ্রহের কারণ হওয়া উচিত। এ বিয়ে হ'য়ে গেলে আর কিছু না হোক নিশার হাত থেকে রক্ষে পাই। কোন্ দিন ও লুকিয়ে-চুরিয়ে একটা ম্যাট্রিকুলেশন-টুলেশন-পাস-করা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, সেই ভয়ে কাঁটা হ'য়ে আছি।"

মনে মনে যুগপৎ শঙ্কিত এবং পুলকিত হইয়া গৌরী বলিল, "তা ছাড়া প্রাণভরে সেতার আর এসরাজ শুনতে পাবি।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "হ্যাঁ, সেও একটা মস্ত প্রলোভন বটে।"

গৌরী বলিল, "তা হ'লে রাজী তো?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, রাজী।" তাহার পর এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া বলিল, "বিয়ের দিনও তোমরা স্থির ক'রে ফেলেছ না কি?"

গৌরী বলিল, "একটু আগে পাঁজিটা দেখছিলাম। বিয়ের দিন নিয়েই যত গোলে পড়েছি। আজ বাইশে শ্রাবণ; এ মাসে বিয়ের শেষ তারিখ চব্বিশে। তারপর একবারে তিন মাস পরে অঘ্রাণ মাসে দিন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তিন মাস নিশার হাতে আমাকে ফেলে রেখো না দিদি; সে যে রকম কোমর বেঁধে লেগেছে, তাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে। করতে যদি হয় তো চব্বিশেই সেরে ফেলা ভাল।"

মনে মনে অল্প উদ্বিগ্ন এবং অনেকখানি উৎফুল্ল হইয়া গৌরী বলিল, "মাত্র দু দিন। এত অল্প সময়ে কি ক'রে হ'য়ে উঠবে রে দিবা?"

দিবাকর বলিল, "'কপালকুণ্ডলা' পড়েছ তো দিদি। হিজলীর মন্দিরে অধিকারী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিয়ে দিতে পেরেছিল; আর তুমি জামাইবাবু দুজনে মিলে এত বড় লাহোর শহরে দু দিনে পারবে না?"

ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া গৌরী বলিল, "তা হয়তো পারব। সকালে কথা আরম্ভ হ'য়ে রাত্রে বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে, এমনও তো হয়। কিন্তু লাহোর থেকে মনসাগাছার জমিদারের বিয়ে হ'লে গ্রামের লোকে বলবে কি?"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "যাই বলুক না কেন, বউভাতের ভোজে কলকাতার সন্দেশ-রসগোল্লা দিয়ে ভাল ক'রে মুখ বন্ধ ক'রে দিলে আর কিছু বলতে পারবে না।"

"সে যা-হয় হবে   কিন্তু নিশা? নিশাও বিয়েতে উপস্থিত থাকবে না?"

মনে মনে একটু হিসাব করিয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "কি ক'রে থাকে বল? আজ এখনি টেলিগ্রাম ক'রে দিলেও পঁচিশে সকালের আগে সে কিছুতেই পৌঁছতে পারে না। তা ছাড়া, মাত্র দিন পাঁচেক আগে তার পছন্দসই ম্যাট্রিক-পাস-করা মেয়েকে নাকচ ক'রে একজন লেখাপড়া-না-জানা মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে তাকে বারো শো মাইল টেনে আনলে সে খুশি হবে না।"

সেই দিনই ঘণ্টাখানেক পরে হেমেন্দ্র এবং গৌরী হরলাল মুখোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত হইল, এবং সকলের মধ্যে কথাটা আলোচিত এবং বিবেচিত হইয়া চব্বিশে তারিখেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

বিবাহের পরদিন প্রত্যূষে দিবাকর এক সময়ে হেমেন্দ্রের গৃহে আসিয়া গৌরীকে বলিল, "আজ সন্ধ্যায় আমরা দুজনে কলকাতা চললাম দিদি। যত শিগ্‌গির সম্ভব তোমরা কলকাতায় পৌঁছো। তোমরা পৌঁছলে, তার পর সকলে মিলে মনসাগাছা রওনা হওয়া যাবে।"

সবিস্ময়ে গৌরী বলিল, "সে কি রে! আজ তুই কি ক'রে যূথিকাকে নিয়ে যাবি, আজ যে কালরাত্রি! আজ রাত্রে বউয়ের মুখ দেখতে নেই।"

গৌরীর কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কাল-রাত্রি কখনো আজ হয় না দিদি; কাল-রাত্রি কাল গেছে, আবার কাল আসবে: এ কালের সমস্ত রাত্রিই আজ-রাত্রি। তা ছাড়া, কাল রাত্রেই যখন কুশণ্ডিকে হ'য়ে গেছে, তখন ষোল আনা বিয়ে হওয়ার পর আর কাল-রাত্রির কথা ওঠে না।"

মনে মনে কি চিন্তা করিতে করিতে গৌরী বলিল, "ও নিয়মের কথা আমি জানি নে। আচ্ছা, তাই যেন হ'ল, কিন্তু কাল রাত্রে তোদের যে ফুলশয্যে রে! কাল রাত্রে তো তোরা গাড়িতে থাকবি।"

দিবাকর বলিল, "বিয়েটা যেমন অদ্ভুতভাবে হ'ল, ফুলশয্যে রেল-গাড়িতে হ'লে তার সঙ্গে বেখাপ্পা হবে না।" তারপর নির্বন্ধপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "না দিদি, তুমি অমত ক'রো না। জামাইবাবুর মতও তোমাকে করিয়ে দিতে হবে।"

দিবাকরের প্রকৃতি গৌরীর অজানা ছিল না। চূড়ান্তভাবে যে সঙ্কল্পের মধ্যে সে একবার প্রবেশ করে, তাহা হইতে তাহাকে নিরস্ত করা কঠিন, বিশেষত সেই সঙ্কল্পের মধ্যে খেয়ালের প্রভাব বর্তমান

থাকিলে,—তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে সেই ব্যবস্থাই না হয় করি। কাকাবাবুদের মত নিয়েছিস তো?"

দিবাকর বলিল, "নিয়েছি। আমরা রওনা হ'লে পরশু সকালে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থাকার জন্যে নিশাকে আজই একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ো। কিন্তু আমি যে বিয়ে ক'রে যাচ্ছি, সে কথা জানিয়ো না।"

সহাস্যমুখে গৌরী বলিল, "আচ্ছা।"

হেমেন্দ্র শুনিয়া বিশেষ আপত্তি করিল না; বলিল, "তা মন্দ নয়; দু রাত্রি রেল-গাড়িতে হানিমুন,—বেশ একটু নূতনত্ব হবে।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা পাঞ্জাব মেলে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া দিবাকর এবং যূথিকা কলিকাতা রওনা হইল।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতির সহিত দিবাকর কথোপকথন করিতেছিল। হেমেন্দ্র এবং গৌরী রেল-গাড়ির কামরার মধ্যে যূথিকার নিকট বসিয়া ছিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "দিবাকরকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জান যূথিকা?"

জিজ্ঞাসুনেত্রে যূথিকা হেমেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "মনে হচ্ছে, Veni, Vidi, Vici—এলাম, দেখলাম, আর জয় ক'রে নিয়ে চললাম। ওর মধ্যে যে এতখানি শক্তি আছে, তা জানা ছিল না।"

যূথিকার নীরব মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

গৌরী বলিল, "তুমি যে দিবাকরের মূর্খ-স্ত্রী নও, এম.এ.-পাস করা বউ, সেটা তাকে প্রথম সুযোগেই বুঝিয়ে দিয়ো।"

হেমেন্দ্র বলিল, "আর, তারপর তাকে বুঝিয়ে ব'লো যে, উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তা হ'লে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসাধু উপায় অবলম্বন

করাও অসাধুতা নয়। সুতরাং তোমার লেখাপড়ার বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করবার সময় তোমার দিদি যে 'ইতি গজ' নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তা সে ক্ষমা করতে পারে।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

গৌরী বলিল, "যূথিকার সুন্দর মুখ সামনে থাকলে সে তার দিদিকে অনায়াসেই ক্ষমা করতে পারবে।" তারপর যূথিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি সে জন্যে একটুও ভয় ক'রো না যূথিকা—সুযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্র তাকে জানিয়ে দিয়ো। দেরি ক'রো না।"

ঊর্ধ্বলোকে বিধাতাপুরুষ সকৌতুকে বলিলেন, "সে সুযোগের ব্যবস্থা আমি এই পাঞ্জাব মেলে ক'রে রেখেছি গৌরী।"

গাড়ি ডিস্ট্যাণ্ট সিগনাল পার হইবার পর দিবাকর যূথিকার দক্ষিণ হস্তখানি নিজ হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "আমার কি মনে হচ্ছে জান যূথিকা?"

অপাঙ্গে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, "কি মনে হচ্ছে?"

দিবাকর বলিল, "মনে হচ্ছে, দিন আষ্টেক-নয় আগে মনসাগাছা থেকে বেরিয়ে হুড়তে-পুড়তে লাহোরে এসে এই যে তোমাকে দিন চার-পাঁচেকের মধ্যে বিয়ে ক'রে নিয়ে কলকাতায় ছুটে চলেছি—এ একটা স্বপ্ন নয় তো? হঠাৎ যদি কোনো মুহূর্তে জেগে উঠে দেখি, এর সবটাই স্বপ্ন, মনসাগাছার দোতালায় দক্ষিণ দিকের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে আছি, তা হ'লে কি মনে হবে জান?"

যূথিকা বলিল, "কি মনে হবে?"

"মনে হবে, এর চেয়ে ভীষণ দুঃস্বপ্ন জীবনে কোনদিন দেখি নি।"

যূথিকা বলিল, "কেন আমি এতই ভীষণ না-কি?"

যূথিকাকে আর একটু নিকটে টানিয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি এতই ভীষণ।"

যূথিকা বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি উত্তর দেবে ?"

"কি কথা ?"

"দিদির মুখে আমি সব শুনেছি। আচ্ছা, পাস-করা মেয়ের ওপর তোমার অত ঘৃণা কেন ?"

দিবাকর বলিল, "পাস-করা মেয়ের ওপর আমার কতটা ঘৃণা আছে তা বলতে পারি নে, কিন্তু মূর্খস্য বিদুষী ভার্যা, অর্থাৎ মূর্খ মানুষের বিদুষী স্ত্রী, আমি একেবারেই পছন্দ করি নে। তুমি জান, আমি তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেছি ?"

যূথিকা বলিল, "জানি। কিন্তু তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করলে মূর্খ হয় এ তোমাকে কে বললে ?" এম. এ. পাস ক'রেও কত লোক মূর্খ থাকে তা তুমি জান ?"

দিবাকর বলিল, "তা জানবার মত আমার যথেষ্ট বিদ্যে নেই যূথিকা।"

সদ্য-বিবাহিত স্বামীর আত্মত্রুটি-স্বীকৃতির এই অনাবৃত কুণ্ঠাহীনতা দেখিয়া একটা সুমিষ্ট শ্রদ্ধায় এবং বেদনায় যূথিকার মন সরস হইয়া উঠিল। বলিল, "বিদ্যে না থাকলেও জানবার মত বুদ্ধি তোমার যথেষ্ট আছে: আচ্ছা, দিদির কাছে সব কথা জানার পর, পর, যদি এমন কথাও জানতে যে, আমি ম্যাট্রিক-পাস-করা মেয়ে, তা হ'লে তুমি আমাকে বিয়ে করতে ?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "এত শক্ত শক্ত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না যূথিকা। জান তো আমার ফেল-করা অভ্যেস আছে, শেষকালে তোমার কাছেও ফেল করতে আরম্ভ করব। তার চেয়ে বার কর তোমার সেতার আর এস্রাজ—এস, দুজনে মিলে খানিকটা বাজানো যাক।"

যূথিকা বলিল, "বাজনা পরে হবে, তার আগে তোমাকে একটা কথা

জিজ্ঞেস করি। এবার কলকাতায় যে পরমাসুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে ঠাকুরপো তোমার সম্বন্ধ করেছিলেন, তাকে বিয়ে করলে না কেন?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "সে কথাও শুনেছ?"

"শুনেছি। কেন বিয়ে করলে না বল?"

কি বলিবে ভাবিতে ভাবিতে দিবাকরের মুখ সহসা নিঃশব্দ হাস্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "হ'লে তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'ত না ব'লে। কেমন, ঠিক বলেছি কি-না? দাও নম্বর দাও, ফুল্ নম্বর—একেবারে পঁচিশের মধ্যে পঁচিশ।"

দিবাকরের হাতখানা একটু চাপিয়া ধরিয়া যূথিকা বলিল, "না, ঠাট্টা নয়। বল না, কেন বিয়ে করলে না?"

এবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দিবাকর বলিল, "বল কি যূথিকা! সেই ম্যাট্রিক-পাস-করা মেয়েকে আমি বিয়ে করব? সে মেয়ে ম্যাট্রিক-পাস তা তুমি শোন নি?"

যূথিকা বলিল, "শুনেছি। কিন্তু ম্যাট্রিক পাস ক'রে সে তো আর বাঘ হয় নি যে, তাকে এত ভয়!"

দিবাকর বলিল, "না, বাঘ হয় নি। বাঘ হয় এম. এ. পাস করলে। সে বরং ভাল, এক থাবাতে শেষ করে। ম্যাট্রিক পাস করলে মেয়েরা বেড়াল হয়। কাছে গেলেই ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, আর বাগে পেলেই আঁচড়ে দেয়।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

যূথিকা বলিল, "একটা এম.এ-পাস-করা মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত।"

দিবাকর বলিল, "কেন বল তো?"

যূথিকা বলিল, "তোমার বন্দুক আছে, বাঘ শিকার করতে।"

দিবাকর বলিল, "আমি তো শিকার করতাম, কিন্তু সে আমাকে

স্বীকার করত না। বলত, যে-লোক তিন-তিনবার চেষ্টা ক'রে ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি, তাকে আমি অস্বীকার করি।

যূথিকা বলিল, "আর যদি বলত, যে-লোক তিন-তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করা সত্ত্বেও একজন এম.এ.-পাস-করা মেয়েকে বিয়ে করার উপযুক্ত শক্তি ধরে, আমি তাকে ভালবাসি, তা হ'লে?"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে আমি বলতাম, সে মনে করে বটে তাকে ভালবাসে, কিন্তু আসলে সে ভালবাসে তার অর্থ আর বিষয়-সম্পত্তিকে। তা হয় না যূথিকা, কিছুতেই তা হয় না। একজন এম. এ.-পাস-করা মেয়ে সত্যি-সত্যিই অন্তরের সঙ্গে একজন ম্যাট্রিক-ফেল-করা স্বামীকে ভালবাসতে পারে না।"

দিবাকরের এই কথা শুনিয়া যূথিকা হতাশ হইল। কথোপকথনের প্রারম্ভকালে তাহার অল্প আশা হইয়াছিল যে, পাস-করা মেয়ে সম্বন্ধে তাহার স্বামীর অভিমতের ভিত্তি খুব দৃঢ় না হইতেও পারে। কিন্তু অর্থ এবং বিষয়-সম্পত্তির বর্ণে রঞ্জিত করিয়া সে যাহা বলিল তাই যদি তাহার প্রকৃত সবল মনোভাব হয়, তাহা হইলে তো কোনদিনই যূথিকা তাহার স্বামীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না যে, স্বামীর প্রতি তাহার ভালবাসার মধ্যে অর্থচেতনার কোনো খাদ নাই। কিছুক্ষণ পূর্বে যে সুযোগের প্রত্যাশা আসন্ন মনে হইয়াছিল, এখন মনে হইল তাহা সুদূরপরাহত। কে জানে, কতদিন ধরিয়া তাহাকে অভিশপ্ত বিদ্যার বোঝা বহন করিয়া জীবনকে দুর্বহ করিয়া চলিতে হইবে!

৭

পাঞ্জাব মেল হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল।

নিজের চিন্তাস্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া যূথিকা বলিল, "তুমি বলছ, একজন এম.এ.-পাস-করা মেয়ে যখন মনে করে তার স্বামীকে ভালবাসে, তখন কিন্তু সে আসলে ভালবাসে তার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিকে। কিন্তু এমন একজন মেয়ে, যে এম. এ. পাস কেন, কোন পাসই করে নি, ধর যাকে এক রকম নিরক্ষরই বলা চলে, সে যখন ভালবাসে তার স্বামীকে, তখন কি সে তার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিকেও ভালবাসে না?"

দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় ভালবাসে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তার স্বামীকেও ভালবাসে। সে তার স্বামীকে ধনবান মনে করে, কিন্তু মূর্খ মনে করে না। তুমি জান না যূথিকা, বিদ্যের অমিলের চেয়ে বড় অমিল আর নেই। যারা বিদ্বান, যারা পণ্ডিত, যারা ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখেছে, তারা মূর্খ লোকদের সঙ্গে একটা বড় রকমের অন্তরের যোগ কখনো সৃষ্টি করতে পারে না। বিদ্যেটা বাইরের জিনিস তো নয়, অন্তরের জিনিস। অন্তরে সহজে কেউ নিজেকে খাটো করতে চায় না। তাই পণ্ডিত লোক মূর্খ লোককে দয়া করতে পারে, করুণা করতে পারে, এমন কি কখনো বা ভক্তি-শ্রদ্ধাও করতে পারে,—কিন্তু ভালবাসতে পারে না।"

যূথিকা বলিল, "এ কিন্তু তুমি ভুল বলছ। আজকালকার কথা না-হয় ছেড়ে দাও, চিরকাল বিদ্বান স্বামীরা তাদের মূর্খ স্ত্রীদের ভালবেসে এসেছে।"

দিবাকর বলিল, "তা তো এসেইছে। আজকালকার কথাও ছাড়বার দরকার নেই, আজকালও বাসে। আমি এ পর্যন্ত সেই কথাটাই তোমাকে

অন্যরকমে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। বিদ্যে, বুদ্ধি, শারীরিক বল—এই সব ব্যাপারে স্ত্রীরা স্বামীদের চেয়ে একটু খাটো হয়, প্রত্যেক স্বামীই তা ইচ্ছে করে। শুধু তাই নয়,—পুরুষের চক্ষে স্ত্রীলোকের মাধুর্যের একটা অংশেই হচ্ছে এই সব গুণের অল্পতা। লতার মত স্ত্রী জড়িয়ে থাকে, স্বামী তাই চায়; লম্বা তালগাছের মত খাড়া হ'য়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে তা চায় না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

দিবাকরের কথোপকথনের ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া যূথিকার হেমেন্দ্রের কথা মনে হইতেছিল। বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে সে বলিল, "দেখ, তুমি যে-সব কথা বলছ, আর যে রকম ক'রে বলছ,—আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আমাদের দেশের এম.এ.-পাস-করা লোকেদের মধ্যে শত-করা পাঁচ জনেও তেমন পারে না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল; বলিল, "সৌভাগ্য-ক্রমে এম. এ.-পাসের বিষয়ে তোমার ধারণা নেই, তাই এ কথা তুমি বলতে পারলে। কলকাতার সেই ম্যাট্রিক-পাস-করা মেয়েটিকে এই জন্যেই আমি বিয়ে করতে রাজী হই নি, যদিও অন্য কোনো দিক থেকে তাকে অপছন্দ করবার কারণ ছিল না। সে কখনো আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতেও পারত না, বলতেও পারত না।" ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বলতে লাগিল, "কেন তুমি পাস-করা মেয়েদের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করছ, তা আমি বুঝতে পারছি যূথিকা। কিন্তু বিশ্বাস কর আমাকে, এ বিষয়ে এমন ক'রে আমার মন পরীক্ষা ক'রে দেখবার কিছুমাত্র দরকার নেই। তুমি যে বেশি লেখাপড়া কর নি, তার জন্যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হ'য়ো না। কর নি তাই রক্ষে! করতে যদি তা হ'লে—" বাকিটুকু কোন্ ভাষায় কেমন করিয়া বলিলে যূথিকাকে তেমন পীড়া দেওয়া হইবে না, সহসা ভাবিয়া না পাইয়া দিবাকর থামিয়া গেল।

ব্যগ্রকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "তা হ'লে কি হ'ত?"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হ'লে কি হ'ত তা বলতে পারি নে; কিন্তু তা হ'লে যা না হ'তে পারত, তার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি।" বলিয়া যূথিকাকে দৃঢ়তর বেষ্টনে আবদ্ধ করিল।

এ কথার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া যূথিকা নীরবে বসিয়া রহিল। দ্রুতগতিশীল পাঞ্জাব মেল মাইলের পর মাইল পশ্চাতে ফেলিয়া শট্‌শট্‌ শট্‌শট্‌ শব্দ করিতে করিতে সুদূর বঙ্গদেশের অভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারই এক কক্ষে নববিবাহিত দম্পতি নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

মৌন ভঙ্গ করিল দিবাকর; বলিল, "মেয়েদেরও অল্প একটু ইংরিজী জানা থাকা ভাল। তুমি ইংরিজী কতটা জান তা জানি নে। যদি দরকার মনে কর তো সময়মত অল্প একটু শিখে নিতেও পার। আমি আছি; তা ছাড়া নিশা আছে। নিশা বি. এ. পড়ছে—শুনেছ বোধ হয়?"

মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "শুনেছি।"

"বি.এ.তে নিশা আবার ইংরিজীতে অনার্স নিয়েছে। অনার্স কাকে বলে জান?"

কোনও কথা না বলিয়া যূথিকা চুপ করিয়া রহিল।

দিবাকর বলিতে লাগিল, "অনার্স মানে সম্মান। বি.এ.তে ইংরিজীতে মামুলি যে সব বই আছে তার ওপর আরও অনেক শক্ত শক্ত বই প'ড়ে পাস করলে তাকে অনার্সে পাস করা বলে। নিশা সেই অনার্সের পড়া পড়ছে। ওকে তো ইংরিজীতে বেশ পণ্ডিতই বলা চলে। এবার অবশ্য ওর দ্বারা কিছু হওয়া সম্ভব হবে না। কাজকর্ম চুকে গেলে আমার কাছেই না-হয় একটু আধটু পড়তে আরম্ভ ক'রো, তারপর পুজোর ছুটিতে নিশা এসে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যেতে পারবে।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া বলিল, "ইংরিজী ফার্স্ট বুক সেকেণ্ড বুক পড়েছ কি?"

অতি কষ্টে যূথিকা বলিল "এ-সব কথা এখন থাক্।"

ব্যগ্রস্বরে দিবাকর বলিল, নিশ্চয় থাক্, তুমিই তো এ-সব কথা তুললে যূথিকা, আমি তো তুলি নি। এবার তা হ'লে বার করি তোমার এসরাজ আর সেতার?"

যূথিকা বলিল, "আর একটু পরে। তার আগে তোমাকে একটা কথা বলব।"

ব্যস্ত হইয়া দিবাকর বলিল, "আবার কথা? না না, ও কথাও এখন থাক্। এখন কথা চলুক এসরাজে আর সেতারে।"

ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল পার হইয়া গাড়ির গতি মন্দ হইয়া আসিতেছিল; যূথিকা বলিল, "অমৃতসর বোধ হয় এল। আচ্ছা, অমৃতসরের পরে বলব অখন।"

দেখিতে দেখিতে জনাকীর্ণ কলকোলাহলময় অমৃতসরের প্ল্যাটফর্মে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। দিবাকর ও যূথিকা পরস্পর হইতে একটু দূরে সরিয়া বসিয়া যাত্রীগণের উঠা-নামার ব্যস্ততা দেখিতে লাগিল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়াছে, গার্ড প্রথম হুইস্‌ল্ দিয়াছে, এমন সময়ে গৌরবর্ণ পলিতকেশ একটি সম্ভ্রান্তদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দিবাকরের কামরার সম্মুখে আসিয়া সানুনয় কণ্ঠে বলিলেন, "বাবুজি, কোথায় জায়গা মিলল না। মেহেরবানি ক'রে আপনার কামরায় যদি একটু আশ্রয় দেন?"

দিবাকর বলিল, "আমি কিন্তু সমস্ত কামরাটা রিজার্ভ করেছি।"

পশ্চিমা ভদ্রলোকটি বলিল, "তা জানি, সেই জন্যেই আশ্রয় চাচ্ছি। বেশিক্ষণ থাকব না, রাত দশটায় লুধিয়ানায় নেমে যাব।" তারপর যূথিকার দিকে চাহিয়া মিনতিনম্র স্বরে বলিলেন, "মাঈ, তুমি হামার লড়কির সমান, হামি বুড্ঢা মানুষ, এক দিকে প'ড়ে থাকব। বহুৎ ভারী দরকার আছে মাঈ, দয়া করো।"

গার্ডের দ্বিতীয় হুইস্‌ল্ বাজিল। দৌড় দিবার অভিপ্রায়ে এঞ্জিন ধ্বনিময় হইয়া উঠিল।

দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা মৃদুস্বরে বলিল, "আসতে দাও।"

আর আপত্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দিবাকর দরজা খুলিয়া দিল।

পশ্চিমা ভদ্রলোকটি কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পিছনে পিছনে প্রবেশ করিল তাঁহার এক প্রৌঢ় পরিচারক। কুলী যখন ভদ্রলোকের স্যুটকেস এবং হোল্ড-অল গাড়ির ভিতরে ঠেলিয়া ঢুকাইয়া দিল, তখন গাড়ি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বেঞ্চে বসিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া দিবাকর এবং যূথিকার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "ধন্য বাপুজি, ধন্য মাঈ, হামার প্রতি আপনারা বহুৎ কৃপা করছেন।"

দিবাকর বলিল, "না না, এমন কিছুই আমরা করি নি যার জন্যে এ কথা আপনি বলতে পারেন। আর যদি কিছু ক'রে থাকেন তো উনিই করেছেন।" বলিয়া যূথিকাকে দেখাইয়া দিল।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সে বাত তো হামি ফওরণ বুঝেছিলাম বাবুজি। লেকিন আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে সেরেফ মাঈকে দিলে মাঈ তো প্রসন্ হোবেন না।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

দিবাকরও হাসিতে লাগিল, যূথিকার মুখেও নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

কথায় কথায় পরস্পরের পরিচয় গ্রহণের পর জানা গেল, ভদ্র-লোকটির নাম ব্রিজবিহারী সিং, নিবাস লুধিয়ানা। তথায় তাঁহার তেজারতি এবং শীতবস্ত্রের বিস্তৃত কারবার।

চাকরটি ব্রিজবিহারী সিং-এর হোল্ড-অল হইতে বিছানা বাহির করিতে ব্যস্ত ছিল। দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে ?"

ব্রিজবিহারী বলিলেন, "এটি রামভরোখা লাল, হামার খাওয়াস আছে বাবুজি।"

খাওয়াসের অর্থ দিবাকরের জানা ছিল না, জিজ্ঞাসুনেত্রে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অনুচ্চকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "চাকর।"

মৃদুস্বরে বলিলেও এ কথা ব্রিজবিহারীর শ্রবণ অতিক্রম করিল না; আনন্দিত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, চাকর। মাঈ হামাদের হিন্দী বোলী সমঝায়; বাবুজি বিলকুল বাঙ্গালী আছেন।" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া দিবাকর বলিল, "হ্যাঁ সিংজি, আমি বিলকুল বাঙালী আছি।"

হোল্ড-অল হইতে প্রভুর শয্যা বাহির করিয়া রামভরোখা লাল বেঞ্চের উপর ভাল করিয়া পাতিয়া দিল। তাহার পর ব্রিজবিহারী সিং শয্যায় উপবেশন করিলে গাড়ির মেঝের উপর প্রভুর পদতলে বসিয়া মৃদুস্বরে কি জিজ্ঞাসা করিল।

অস্পষ্ট অনুচ্চকণ্ঠে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রিজবিহারী বলিলেন, "দেখলেন তো বাবুজি, এক মিনিটও ওঅকৎ ছিল না, তাই রামভরোখাকেও আপনার গাড়িতে তুলে নিতে হ'ল।" তাহার পর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কিছু যদি মনে না করেন, তা হ'লে আপনাদের কাছে একটা প্রার্থনা করি!"

দিবাকর বলিল, "কি বলুন ?"

ব্রিজবিহারী বলিলেন, "এই বুড্‌ঢা আদমির বহুৎ জোর বাতের বিমারি আছে বাবুজি। সন্‌ঝাকালে একটু গোড় হাত মলিয়ে না

নিলে, তামাম রাত ভারি কষ্ট হোয়। আপনারা কৃপা ক'রে যদি ইজাজৎ দেন তা হ'লে রামভরোখাকে দিয়ে একটু গোড় হাত মলিয়ে নিই।"

দিবাকর বলিল, "থাকলে অবশ্য দোব।" তারপর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, "আমাদের ইজাজৎ আছে নাকি যূথিকা?"

মুখ টিপিয়া অল্প হাসিয়া যূথিকা বলিল, "আছে।"

যূথিকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থানের বিস্তার দেখিয়া খুশি হইয়া দিবাকর বলিল, "আছে? তা হ'লে একটু বার ক'রে দাও।"

যূথিকা বলিল, "ইজাজৎ ট্রাঙ্ক-বাক্স থেকে বার করতে হয় না, মুখ দিয়ে বার করতে হয়। ইজাজৎ মানে অনুমতি।"

যূথিকার কথা শুনিয়া কৌতুকের নিঃশব্দ হাস্যে দিবাকরের মুখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ! আমি মনে করেছিলাম, মালিশ ক'রে পা টেপবার জন্যে ইজাজৎ তেল-টেল কিছু হবে।"

প্রার্থিত অনুমতি লাভ করিয়া ব্রিজবিহারী দিবাকরকে ধন্যবাদ দিয়া পিছন ফিরিয়া শয়ন করিলেন। রামভরোখাও প্রভুর পদসেবায় নিযুক্ত হইল।

সদ্য-বিবাহিত বলিয়া ঠিক না বুঝিলেও, দিবাকর এবং যূথিকা যে নববিবাহিত দম্পতি তাহা ব্রিজবিহারী অনুমান করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহাদের বিশ্রম্ভালাপের সুযোগকে যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রিতও যে হইলেন তাড়াতাড়ি তাহার জানান দিলেন প্রগাঢ় নাসিকাধ্বনির ঘোষণায়।

দিবাকর ও যূথিকার মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল কিন্তু আলাপ জমিল না। ক্রমশই তাহা বেশি বেশি খণ্ডিত এবং সংক্ষিপ্ত হইতে

লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়ে বাহিরের অস্পষ্ট এবং দ্রুতাপসরমাণ দৃশ্যাবলীর দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া দিবাকর যে প্রস্তাব করিল তাহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে যূথিকারও মনে কোনো সন্দেহ রহিল না।

দিবাকর বলিল, "এখন থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত সময়টার যদি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার করতে চাও যূথিকা, তা হ'লে এস, এই সময়ে আমরা খাওয়াটা সেরে নিই; আর, তারপর যদি সম্ভব হয় খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। যখনই হোক, এ দুটো ব্যাপারে যখন খানিকটা সময় দিতেই হবে, তখন এই দুঃসময়ের মধ্যেই সেটা চুকিয়ে ফেলা ভাল। আর খাওয়ার পক্ষে এটা যে খুব অসময় হবে না, তার প্রমাণ আমার পেটের মধ্যে দেখা দিয়েছে।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, তাহার পর টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া প্লেটে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিল।

বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "তোমার?"

যূথিকা বলিল, "তুমি খাও, পরে এই প্লেটেই আমি নোবো অখন।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "কিছুতেই তা হবে না। হয় এক প্লেটে এক সঙ্গে, নয়, দুই প্লেটে এক সময়ে।"

অগত্যা যূথিকা শেষোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী দুই প্লেটের ব্যবস্থাই করিল।

আহারপর্ব শেষ হইলে উভয়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, ব্রিজবিহারী সিং যথাপূর্বক নাসিকাধ্বনি করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু দুর্নিবার নিদ্রাকর্ষণ হেতু রামভরোখা লালের প্রভুসেবায় নিরবচ্ছিন্নতা মাঝে মাঝে ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

পাশের দিকের বেঞ্চে যূথিকার এবং মাঝখানের বেঞ্চে নিজের শয্যা রচনা করিয়া দিবাকর যূথিকাকে শয়ন করিতে বলিল। পরে ল্যাভেটরির বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়া কামরার আলো নিভাইয়া দিয়া সে নিজেও শুইয়া পড়িল। ঘষা-কাঁচ-ভেদ-করিয়া-আসা স্তিমিত আলোকের মৃদু প্রভাব জন্য কক্ষ একবারে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল না।

অতি দ্রুতগতির ছন্দ তুলিয়া পাঞ্জাব মেল তখন পরিপূর্ণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই ছন্দের গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে এবং মৃদুমন্দ দোলায় দুলিতে দুলিতে দিবাকর এবং যূথিকা দুই জনেই অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

সুগভীর নিদ্রার মধ্যে দিবাকর হয়তো বা কোনো সুখ-স্বপ্নেই নিমগ্ন ছিল, এমন সময়ে রূঢ় ধাক্কার তাড়নায় জাগ্রত হইয়া শুনিল, 'বাবুজি, বাবুজি' বলিয়া কেহ তাহাকে ঠেলিতেছে। ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সম্মুখে রামভরোখাকে দেখিয়া ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেয়া হুয়া ?"

"হামারা বাবু সাহেব গির্ গয়েঁ বাবুজি।"

"গির্ গয়েঁ! কাঁহা গির্ গয়েঁ ?"

যে বেঞ্চে ব্রিজবিহারী শয়ন করিয়া ছিলেন তাহার পাশের জানালা দেখাইয়া রামভরোখা বলিল, "উ ঝরোখা দেকর একদম ময়দানমে।" তাহার পর "আরে বাপ রে বাপ! সত্যানাশ হুয়া!" বলিয়া ভুক্ ভুক্ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এক লম্ফে অ্যালার্ম চেনের নিকট উপস্থিত হইয়া দিবাকর সজোরে চেন টানিয়া ধরিল।

সর্বনাশ! মাঠে পড়িয়া গিয়াছেন! স্বপ্নের ঘোরে না-কি ? পাগল-টাগল নয় তো! অথবা আত্মহত্যার সঙ্কল্প কি-না তাই বা কে বলিতে পারে!

ঘুম ভাঙিয়া যূথিকাও উঠিয়া বসিয়া ছিল, বলিল, "টেলিগ্রাফের পোস্ট গুনতে আরম্ভ কর; পেছিয়ে আসবার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।"

"তুমি গোনো যূথিকা।" বলিয়া দিবাকর ব্যগ্রকণ্ঠে রামভরোখাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেৎনা বকৃত গির গয়েঁ ?

রামভরোখা বলিল, "তুরন্ত বাবুজি, কোই এক মিণ্ট ভি নহি

হোগা। স্বপ্নাকে বাবুসাহেব তাড়াক্‌সে বিছৌনা পর উঠ্‌ বৈঠিন ; বস্‌ ফৌরন ধড়াক্‌সে বাহর গির্‌ পড়িন্‌! ধোখা লাগ্‌ গিয়া বাবুজি, ধোখা লাগ্‌ গিয়া।” বলিয়া “আরে বাপ রে বাপ! সত্যানাশ হুয়া!” বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহা হইলে স্বপ্নই! হায়, হায়, নিতান্ত ভ্রান্তিবশে ভদ্রলোক হয়তো বা প্রাণ হারাইলেন!

আর্তকণ্ঠে যূথিকা বলিল, “এমন দুর্ঘটনা ঘটবে জানলে কে গাড়িতে স্থান দিত! মাগো, এ কি অশুভ কাণ্ড!”

চেন টানার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির গতি দ্রুতবেগে মন্দ হইয়া আসিতেছিল। সহসা এক সময়ে ঘ্যাঁচ করিয়া থামিয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে খুট্‌ করিয়া দরজা খোলার শব্দ হইল, এবং পরমুহূর্তেই ল্যাভেটরি হইতে বাহির হইলেন উপস্থিত ঘটনার নায়ক—স্বয়ং ব্রিজবিহারী সিং।

উৎকট বিস্ময়ে দিবাকর, যূথিকা এবং রামভরোখা—তিনজনেই অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল। ব্রিজবিহারীকে দেখিয়া তাহারা যেরূপ চমকিত হইল বোধ করি ব্রিজবিহারীর প্রেতমূর্তি দেখিলেও ততটা হইত না।

সকৌতূহলে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রিজবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৌন্‌ চীজকা হল্লা হ্যায় বাবুজি? ময়দান পর গড্‌ডি খড়ী হুয়ী কেঁও?”

আর, খড়ী হুয়ী কেঁও! ক্রুদ্ধ-বিরক্ত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, “আরে, আপকা চাকর তো হামকো একবারে মজায়া। আপ বাথরুমমে থা, আর আপকা চাকর হামকো ঘুম ভাঙ্গাকে বোলা আপ স্বপ্ন দেখকে জানালা দেকর বাহারমে গির্‌ গিয়া। কাজেই হাম চেন টানকে গাড়ি থামায়া। এখন পঞ্চাশ টাকা দণ্ড লাগেগা তো!”

দিবাকরের কথা শুনিয়া বিহ্বলতায় এবং উৎকণ্ঠায় ব্রিজবিহারীর দুই চক্ষু কপালে উঠিল।

রামভরোখা তখন অদূরে মেঝেতে বসিয়া আনন্দে এবং ভয়ে 'হায় রে দাদা! হায় রে দাদা!' করিয়া কাতরাইতেছিল। ক্রুদ্ধ ব্রিজবিহারী সবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাহার পৃষ্ঠে একটি পদাঘাত করিলেন। তাহার পর রুষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "হারামজাদ্ নিশাখোর! হাম্‌নে তুমকো হুকুম থানেকো মনা কিয়াথা ইয়া নহি? অব নিকাল্ পচাশ রূপেয়া জরুমানা।" তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "স্বপন হামি দেখি নি বাবুজি, ঐ নিশাখোর হারামজাদাই দেখেছিল। নীদ টুটে বিছোনাতে হামাকে না দেখে মনে করেছিল, হামি খিড়কি দিয়ে ময়দানে গিরে গেছি।"

ব্যাপারটা হইয়াছিলও অবিকল সেইরূপ। হঠাৎ এক সময়ে নিদ্রা এবং নেশা হইতে জাগ্রত হইয়া রামভরোখা তাহার প্রভুকে শয্যার উপর বসিয়া থাকিতে দেখে। পর-মুহূর্তেই সে কিন্তু ঘুমাইয়া পড়ে, এবং তাহার অব্যবহিত পরে ব্রিজবিহারীর ল্যাভেটরির দরজা দেওয়ার শব্দে জাগ্রত হইয়া শয্যার উপর ব্রিজবিহারীকে না দেখিয়া মনে করে, তিনিই শব্দ করিয়া বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন।

দিবাকরের দুই হস্ত চাপিয়া ধরিয়া ব্রিজবিহারী সানুনয়ে বলিলেন যে, পঞ্চাশ টাকা দণ্ড একান্তই যদি দিতে হয় তো তিনিই তাহা বহন করিবেন, কারণ এ ব্যাপারে অপরাধ যদি কাহারও থাকে তো তাহা সম্পূর্ণ রামভরোখার; এবং দিবাকরের যদি কিছু অংশ থাকে তো তাহা ব্রিজবিহারীর নিকট হইতে ধন্যবাদ পাইবার।

দিবাকরের অভিজাত মন কিন্তু এ প্রস্তাব পছন্দ করিল না। মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "কি আশ্চর্য! আমি চেন টানা, আর আপনি

জরিমানা দেব্ব ? না, তা কিছুতেই হয় না। দেনা যদি হয় তো আমিই দেব্ব।"

যূথিকা বলিল, "এ কথার বিচার পরে করলে চলবে। গার্ড এলে যা বলতে হবে এখন সেইটে ঠিক ক'রে রাখা দরকার। জরিমানা কিছুতেই দেওয়া হবে না। যে অবস্থায় চেন টানা হয়েছে, আইনের চোখে তাতে কোনো অপরাধ হয় নি।"

এ কথার সারবত্তা সম্বন্ধে দিবাকর এবং ব্রিজবিহারী সিং একমত হইলেন; কিন্তু কথাটাকে ভাল করিয়া গুছাইয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট সময় পাওয়া গেল না। নীচে লাইনের পাশে গার্ডের গাড়ি হইতে গার্ড এবং এঞ্জিন হইতে দুইজন খালাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের কণ্ঠস্বর এবং গাড়ির ব্রেক ও চাকা ঠিক করিবার জন্য হাতুড়ি পেটার শব্দ শোনা গেল।

পর-মুহূর্তেই দরজার গবাক্ষপথে দেখা দিল ইংরেজ গার্ডের ব্যগ্রোৎসুক মুখ। গভীর ত্বরিতকণ্ঠে সে বলিল, "Hullo, what's up here? Is there any accident?" (কি ব্যাপার এখানে? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে না-কি?)

নিমেষের জন্য দিবাকর একবার ব্রিজবিহারীর মুখের দিকে চাহিল। সেখান হইতে সাড়া বাহির হইবার কোনো লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গার্ডের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "Not much." (বেশি নয়।

"What not much?" (কি বেশি নয়?)

"Accident." (দুর্ঘটনা।)

"Who pulled the chain?" You?" (কে চেন টেনেছিল? আপনি?)

স্বীকৃতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "I." (আমি।)

অভিজ্ঞ গার্ড বুঝিল, ব্যাপারটা একেবারেই গুরুতর নহে। দিবাকরের ইংরেজী ভাষার দারিদ্র্য অতিক্রম করিয়া প্রকৃত ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে, সে কথা বুঝিতেও তাহার বাকি রহিল না। ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া সকল কথা শেষ করা সম্ভব নহে উপলব্ধি করিয়া সে বলিল, "May I come in?" (ভেতরে আসতে পারি?)

দরজার ছিটকানি খুলিয়া দিয়া কামরার ভিতর দিকে মুখ নাড়িয়া দিবাকর গম্ভীর মুখে বলিল, "Come." (আসুন।)

নীচে খালাসীদের কাজ শেষ হইয়াছিল। তাহাদিগকে এঞ্জিনে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিয়া গার্ড অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সহসা অতর্কিতভাবে এই ঘটনাচক্রের উদ্ভবে দিবাকরের মেজাজ একেবারে তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার চরম পরিণতি পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডের কথা মনে করিয়া সে একটুও কাতর হয় নাই। সে তো স্যুটকেস হইতে যে-কোনো মুহূর্তে পাঁচখানা দশ-টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়। কিন্তু যত বিপদ হইয়াছিল যূথিকার কথা ভাবিয়া। কিছু পূর্বে জরিমানা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে সুদৃঢ় অভিমত সে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বিনা প্রতিবাদে জরিমানা প্রদান করিতে তাহার নিকট বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠাহানির আশঙ্কা আছে। অথচ, প্রতিবাদ করিতে গেলে যে-পরিমাণ ইংরেজীতে কথোপকথন চালাইবার শক্তির প্রয়োজন, তাহার তা একান্ত অভাব। সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মুখে একজন গার্ডের সহিত ইংরেজীতে তর্ক-বিতর্ক করিতে না পারিলে. অথবা বাধ্য হইয়া সহসা এক সময়ে স্বল্পায়ত্ত হিন্দী ভাষার আশ্রয় লইতে হইলে আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না

দিবাকর ভাবিল, এ পর্যন্ত সে ইংরেজীতে দুই-একটা কথার দ্বারা যেটুকু কথোপকথন চালাইয়াছে, তাহা হইতে তাহার ইংরেজী

জ্ঞানের দীনতা হয়তো যূথিকা ধরিতে পারে নাই। কারণ, প্রথমত, সৌভাগ্যক্রমে যূথিকা নিজেই ইংরেজী জানে না; এবং দ্বিতীয়ত, এতাবৎ যে-সকল প্রাথমিক কথাবার্তা হইয়াছে, তাহার উত্তর সংক্ষেপে দুই-এক কথায় দেওয়া চলে। কিন্তু এইবার গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া জাঁকাইয়া বসিয়া গার্ড যখন জরিমানার কথা তুলিবে, তখন চেন টানিয়াও জরিমানা হইতে অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সূক্ষ্ম তর্কজালের অবতারণা করা আবশ্যক, তাহার ভাষা তো আর দুই-একটা ইংরেজী বাক্য হইতে পারে না। সেই নিরতিশয় দুঃসময়ে তাহার শোচনীয় বিমূঢ়তা লক্ষ্য করিয়া যূথিকা নিঃসন্দেহে যে-কথা মনে করিবে, তাহা কল্পনা করিয়া দিবাকরের মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

এঞ্জিনে পৌঁছিয়া খালাসীরা আলো দেখাইলে গার্ড সবুজ আলো দেখাইয়া হুইস্‌ল্ দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল, তাহার পর হ্যাণ্ড্‌ল্ ঘুরাইয়া দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

৯

ব্রিজবিহারী সিং যে বেঞ্চে বসিয়া ছিল, তাহার উপর উপবেশন করিয়া গার্ড অবিলম্বে দিবাকরের বহু-আশঙ্কিত অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ করিল।

নোট-বুক খুলিয়া দিবাকরের নাম ধাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া তীক্ষ্ণক্ষেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "When there was no accident, what made you pull the chain?" (দুর্ঘটনাই যখন ঘটে নি, তখন কি জন্যে আপনি চেন টেনেছিলেন?)

রামভরোখার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দিবাকর বলিল, "That servant made." (ঐ চাকরটা করিয়েছিল।) তাহার পর ব্রজবিহারী সিংকে দেখাইয়া বলিল, "Master of servant." (চাকরের মনিব।)

যতটা শোচনীয়ভাবে দিবাকর ইংরেজী বলিতেছিল, হয়তো তাহার ইংরেজী ভাষার জ্ঞান ঠিক ততটা শোচনীয়ই ছিল না। ইংরেজী ভাষার জ্ঞান এক বস্তু, এবং ইংরেজী বলিবার শক্তি অপর বস্তু। কেবলমাত্র উপদেশগত জ্ঞান লইয়া সন্তরণে অনভ্যস্ত ব্যক্তি অকস্মাৎ জলে পড়িলে যে অবস্থা হয়, দিবাকরেরও কতকটা সেই অবস্থা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, যূথিকার উপস্থিতি তাহার বিমূঢ়তাকে আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াছিল। যূথিকার অসাক্ষাতে ব্যাপারটা ঘটিলে হয়তো ঐ ইংরেজ গার্ডেরই সহিত সে আর-একটু ভাল ইংরেজী বলিতে পারিত। অক্ষমতাপ্রসূত সঙ্কোচ মানুষকে অধিকতর অক্ষম করিয়া তোলে।

গার্ড বলিল, "What did that servant do?" (চাকরটা কি করেছিল ?)

দিবাকর বলিল, "That servant told me his master fell." (চাকরটা আমাকে বলেছিল তার মনিব প'ড়ে গেছে।) বলিয়া জানালার দিকে দুই হস্ত ঘুরাইয়া পড়িয়া যাইবার সঙ্কেত করিল।

Then?" (তারপর ?)

"Then I pulled chain." (তারপর আমি চেন টানলাম।)

"But, as a matter of fact, the gentleman was safe in the compartment." (কিন্তু বস্তুত, ভদ্রলোকটি নিরাপদে কামরার মধ্যে ছিলেন।)

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "Not compartment, bathroom." (কামরায় নয়, বাথরুমে।)

গার্ড বলিল, "And you pulled the chain without looking into the bathroom?" (আর আপনি বাথরুম না দেখে চেন টেনেছিলেন ?)

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দিবাকর বলিল, "Yes. But where time? No time." (হ্যাঁ, কিন্তু সময় কোথায় ? সময় ছিল না।)

গার্ড বলিল, "I am sorry Babu, you have failed to make out a case of exemption." (দুঃখের সঙ্গে বলছি বাবু, আপনি অব্যাহতি পাবার উপযুক্ত যুক্তি দেখানে পারেন নি।)

উগ্রকণ্ঠে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "What exemption?" (কি অব্যাহতি ?)

গার্ড বলিল, "Exemption from paying the fine. I

am afraid, you shall have to pay the penalty." (জরিমানা দেওয়া থেকে অব্যাহতি। আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে জরিমানা দিতে হবে।)

এতক্ষণ ইংরেজীতে কথা কহিয়া দিবাকরের মেজাজ কিছু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তদ্ভিন্ন যূথিকার সামনে একজন ইংরেজ গার্ডের সহিত সামনে ইংরেজীতে উত্তর-প্রত্যুত্তর চালাইয়া যূথিকার মনে একটা শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে মনে করিয়া সে বিশেষভাবে উৎসাহিতও বোধ করিতেছিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "Never pay. No fault, why pay ?" (কখনো দেব না। অপরাধ করি নি, কেন দেব ?)

ঈষৎ দৃঢ়কণ্ঠে গার্ড বলিল, "If you don't pay I shall be obliged to place the matter in the hands of the Railway Police." (আপনি যদি না দেন, তা হ'লে ব্যাপারটা আমি রেলওয়ে-পুলিসের হাতে দিতে বাধ্য হব।)

তাচ্ছিল্যের সহিত এক দিকে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "Palce. I don't care." (দেবেন। আমি গ্রাহ্য করি নে।)

নব-পরিণীতা স্ত্রীর কাছে বাহাদুরি দেখাইবার প্রলোভনে দিবাকর এই ভয় প্রদর্শনও উপেক্ষা করিল বটে, কিন্তু গার্ডের কথার মধ্যে পুলিস শব্দের উল্লেখ শুনিয়া ব্রিজবিহারী সিংয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। প্রত্যক্ষভাবে চেন-টানা অপরাধের সহিত জড়িত না হইলেও অন্তত সাক্ষীরূপে গার্ড তাঁহাকে টানিতে পারে, এ আশঙ্কা তাঁহার হইল; এবং তাহার ফলে যদি তাঁহাকে পুলিসের হস্তে আটকাইয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে জরুরী কার্য তো পণ্ড হইবেই, অধিকন্তু পরিণামে ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াইলে অব্যাহতি লাভের পূর্বে কতটা কর্মভোগ করিতে হইবে, কে জানে !

প্রধানত নিজের বিপন্ন অবস্থা স্মরণ করিয়া ব্রিজবিহারী সিং দিবাকরের অব্যাহতির জন্য সকাতর অনুরোধের দ্বারা গার্ডকে চাপিয়া ধরিলেন। চোস্ত উর্দু ভাষায় দিবাকরের অপরাধ ক্ষালনের সপক্ষে কিছুক্ষণ নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া অবশেষে দিবাকরের হইয়া সনির্বন্ধ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

মাথা নাড়িয়া গার্ড জানাইল, ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে তাহা ক্ষমা লাভের উপযুক্ত নহে, সুতরাং সে নিরুপায়।

গার্ডের কথা শুনিয়া দিবাকর কতকটা নিজের মনে গজ-গজ করিতে লাগিল, "Astonishment ! I thought he fell, so pulled chain, still not pardon ! If this not pardon, then what pardon let me hear ?" (আশ্চর্য ! আমি মনে করেছিলাম উনি প'ড়ে গেছেন, তাই চেন টেনেছিলাম, তবু ক্ষমা নেই ! এতে যদি ক্ষমা না থাকে, তা হ'লে কিসে আছে শুনি ?)

কি মনে করিয়া বলা কঠিন, হয়তো বা দিবাকরের অনিপুণ ইংরেজীর জন্যই তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া গার্ড বলিল, Look here Babu, you just make a statement of your case in writing and sign it. I shall see if I can do anything for you." (শুনুন বাবু, আপনি আপনার ঘটনার একট বিবরণ লিখে সই ক'রে আমাকে দিন। দেখি আপনার জন্যে যদি কিছু করতে পারি !)

গার্ডের কঠিন মন ঈষৎ দ্রবীভূত হইয়াছে বুঝিয়া দিবাকর প্রথমে আনন্দিত হইল, কিন্তু ঘটনার বিবরণ লিখিয়া দিবার প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়া দুশ্চিন্তায় সেটুকু আনন্দ অপসৃত হইতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না। ভুল ইংরেজী বলার একটা সুবিধা এই যে, শব্দের পক্ষ বিস্তার করিয়া সে ভুল মহাব্যোমের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যায়; কিন্তু

কাগজের উপর লিখিত ভুল মসীর কলঙ্কে পাকা হইয়া লেখকের অক্ষমতার সাক্ষীস্বরূপ সুদীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। তা ছাড়া, দুই-চারিটা শব্দ অবৈয়াকরণ-সূত্রে গাঁথিয়া হয়তো বা কোনো প্রকারে সংক্ষেপে কথা কওয়া চলে, কিন্তু লিখিত বাক্যের ক্রিয়া-কারক-বিভক্তির অপরিহার্য নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে সে সংক্ষিপ্ততার সুযোগ দুর্লভ।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দিবাকর কতকটা অনুনয়ের স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "What necessity of I writing ? I don't write. You know all, you write." (আমার লেখবার দরকার কি ? আমি লিখব না। আপনি সব জানেন, লিখে নিন।)

মাথা নাড়িয়া গার্ড বলিল, "My writing won't do Sir, you shall have to write." (আমার লিখলে চলবে না মশায়, আপনাকে লিখতে হবে।)

"Please Mr. Guard !" (গার্ড মহাশয় !)

সুমিষ্ট তরল কণ্ঠের সুস্পষ্ট নির্ভুল উচ্চারণে চকিত হইয়া গার্ড, দিবাকর এবং ব্রিজবিহারী সিং তিনজনেই একত্রে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

বিনীত উৎসুক কণ্ঠে গার্ড বলিল, "Yes madan." (বলুন ম্যাডাম।)

যূথিকা বলিল, 'Suppose I write out the statement on behalf of my husband, and he signs it,—won't that do ?" (ধরুন, আমি যদি আমার স্বামীর হ'য়ে বিবরণীটা লিখে দিই, আর তিনি সই করেন,—তা হ'লে হবে না-কি ?)

উৎফুল্লমুখে গার্ড বলিল, "Certainly that will do madam." (নিশ্চয়ই হবে ম্যাডাম।)

যূথিকা বলিল, "Thank you very much. Wait a moment please, I shall do it forthwith. (বহু ধন্যবাদ! অনুগ্রহ ক'রে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি ক'রে দিচ্ছি।)

আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যূথিকা বাঙ্কের উপর হইতে একটা অ্যাটাশে-কেস পাড়িল। তৎপরে তাহার ভিতর হইতে লিখিবার প্যাড ও কলম বাহির করিয়া পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে এবং তদনুরূপ পরিচ্ছন্ন ভাষায় সমস্ত ঘটনার একটি পরিপূর্ণ বিবৃতি লিখিয়া পরিশেষে বর্তমান ক্ষেত্রে চেন-টানার অপপ্রয়োগের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের সপক্ষে অকাট্য যুক্তি-তর্ক স্থাপিত করিল।

উঠিয়া গিয়া দুই পৃষ্ঠা বিবরণী দিবাকরের হস্তে দিয়া যূথিকা বলিল, "হয়েছে কি-না প'ড়ে দেখ।"

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে যূথিকার লেখার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বদ্ধগভীর স্বরে দিবাকর বলিল, "হয়েছে।" সত্য-সত্যই সে কিছু পড়িল কি-না, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন।

কলমটা দিবাকরের হস্তে দিয়া যূথিকা বলিল, "এখানে একটা সই ক'রে দাও।"

সই করিয়া দিয়া দিবাকর কলম এবং কৈফিয়ৎ যূথিকাকে প্রত্যার্পণ করিল।

লিখিত কৈফিয়ৎটা গার্ডের হস্তে প্রদান করিয়া যূথিকা বলিল, "I hope, this will be sufficient ?" (আশা করি, এই যথেষ্ট হবে?

মনোযোগসহকারে সমস্তটা পড়িয়া উৎফুল্ল মুখে গার্ড বলিল, "Yes madam, this is quite sufficient. You have put your case very nicely, and your argument seems to be extremely convincing." (হ্যাঁ, ম্যাডাম, এ নিশ্চয় যথেষ্ট

হয়েছে। আপনি ভারি চমৎকার ভাবে আপনার কেসটি বিবৃতি করেছেন, আর আপনার যুক্তি-বিচার খুব জোরালো হয়েছে।)

তাহার পর কাগজ দুইটা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া বলিল, "I can almost assure you that there won't be any further trouble." (আমি বোধ হয় আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, আর কোনো গোলযোগ হবে না।)

সুমিষ্ট কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "Thank you Mr. Guard." (ধন্যবাদ মিস্টার গার্ড।) তাহার পর কলম ও লিখিবার প্যাড অ্যাটাশে-কেসে তুলিয়া রাখিয়া বাহিরের অস্পষ্ট চলমান দৃশ্যাবলীর দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

যূথিকা যে একটা বিশেষ রকম সুবিধা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইংরেজী না জানিয়াও ব্রিজবিহারী সিং অনুমানে তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষার দুই-চারিটা সম্ভবত মামুলী কথার প্রয়োগে যূথিকা যে কঠিন প্রস্তর অনায়াসে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে গলাইল,—মনে পড়িল, কিছু পূর্বে মার্জিত উর্দু ভাষার সুনির্বাচিত শব্দনিচয়ের প্রভাবে তিনি তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। যথেষ্ট পুলকিত হইয়া বঙ্কিম-চন্দ্রের সুবিখ্যাত বাণীর মর্মার্থ সর্বান্তঃকরণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রিজবিহারী মনে মনে বলিলেন, সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

লুধিয়ানায় গাড়ি আসিয়া থামিতেই গার্ড নামিয়া গেল। যাইবার সময়ে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "Good-bye madam." (নমস্কার ম্যাডাম।)

যূথিকা বলিল, "Good-bye." (নমস্কার।)

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া গাড়ির গাত্র-সংলগ্ন রিজার্ভ কার্ড লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া গার্ড যূথিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "Travelling up to

Howrah, I think?" (হাওড়া পর্যন্ত যাচ্ছেন মনে করতে পারি ?)

যূথিকা বলিল, "Yes right up to Howrah," (হ্যাঁ, একেবারে হাওড়া পর্যন্ত।)

গার্ড বলিল, "গুড-বাই।"

যূথিকা বলিল, "গুড-বাই।"

কুলির মাথায় স্যুটকেস ও হোল্ড-অল চাপাইয়া ব্রিজবিহারী সিং দিবাকরের হাতে একটা ছাপা কার্ড দিয়া বলিলেন, "এই কার্ডে হামার লুধিয়ানার 'পতা' আছে বাবুজি, যদি দণ্ড লাগে তো হামাকে জরুর জানাবেন। লেকিন মালুম হচ্ছে, মাঈর হিকমতে হামলোক দণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে গেছি। আপনি আর হামি কুছু করতে পারলাম না বাবুজি, লেকিন মাঈ বেফিকির ক'রে দিলেন। মাঈর দেহে ভগবতীর অংশ আছে বাবুজি, মাঈ শক্তির ভাণ্ডার আছেন।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনরায় বলিলেন, "সিবায় উসকে আওর ভি বাৎ আছে। হামি তো ইংরেজী সমজি না বাবুজি, তবভি মালুম হোয়, আপসে মাঈ ইংরেজীভি জাস্তি বোলে।"

দিবাকর কোনো কথার উত্তর না দিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ব্রিজবিহারী সিং বলিলেন, "আচ্ছা বাবুজি, নমস্কার। নমস্কার মাঈ।"

যুক্তকরে যূথিকা বলিল, "নমস্কার সিংজি।"

ব্রিজবিহারী সিং নামিয়া গেলে দরজায় চাবি দিয়া একটা এণ্ডির চাদরে আকণ্ঠ আবৃত করিয়া দিবাকর শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ হইতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বায়ু শীতল হইয়াছিল, শুধু সেই জন্যই সে চাদর ঢাকা দিল তাহা মনে করিলে ভুল করা হইবে।

গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত যূথিকা নীরবে বসিয়া ছিল। গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইতেই নিজের বেঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া দিবাকরের পাশে একটু স্থান করিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "উঃ! বাঁচলাম। মনের ভেতর থেকে একটা ভার বেরিয়ে গেল।" তাহার পর বাম হস্ত দিয়া দিবাকরের দক্ষিণ স্কন্ধ ঈষৎ নাড়িয়া বলিল, "ওঠ।"

কোনও কথা না বলিয়া দিবাকর একটু পাশ ফিরিবার উপক্রম করিল।

পুনরায় দিবাকরকে নাড়া দিয়া যূথিকা বলিল, "শুনছ? উঠে ব'স।"

আর একটু পাশ ফিরিয়া গভীর কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এখন আমি ঘুমুব।"

যূথিকা বলিল, "এখন তো সাড়ে দশটাও হয় নি, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে কি হবে? উঠে ব'স, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

দিবাকর কোনও উত্তর দিল না।

"রাগ করেছ?"

উত্তর নাই।

"ক্ষমা করবে না?"

দিবাকর নিরুত্তর।

এক মুহূর্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "শোন। উঠবে

তো ওঠ, নইলে আবার তোমাকে চেন টানতে হবে। এবার অবশ্য গার্ডকে জরিমানা দেবার ভয় থাকবে না, কারণ এবার সত্যি-সত্যিই একজন প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে লাফিয়ে পড়বে।”

চাদর সরাইয়া দিবাকর গোঁজ হইয়া উঠিয়া বসিল; তাহার পর ভারি গলায় বলিল, “তোমরা সব করতে পার।”

যূথিকা বলিল. “তোমরা কারা? সব মেয়েরাই? না, যে-সব মেয়ে পাস করেছে, তারা?”

বিরক্তি-বিরস কণ্ঠে দিবাকর বলিল, “বলতে পারি নে।”

যূথিকা বলিল, “পার। তুমি বলতে চাচ্ছ, যে সব মেয়ে পাস করেছে, তারাই সব করতে পারে। আচ্ছা, তারা যদি সব করতে পারে, তা হ’লে তারা ভালবাসতেও পারে,—স্বামীকেও, স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিকেও, এমন কি স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি বাদ দিয়ে শুধু স্বামীকেও।”

দিবাকর বলিল, “কিন্তু মূর্খ স্বামীকে নয়।”

যূথিকা বলিল, “হ্যাঁ, মূর্খ স্বামীকেও। তুমি জান না, পাস-করা মেয়েরা ভারি সাংঘাতিক দল,—তারা সব করতে পারে।”

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, “কী পাস তুমি করেছ? ম্যাট্রিকুলেশন করেছ?”

যূথিকা বলিল, “করেছি।”

“আই. এ.?”

“করেছি।”

“বি. এ.?”

“তাও করেছি।”

শুনিয়া দিবাকরের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষণকাল গাড়ির মেঝের উপর নিস্তব্ধ রাখিয়া, তাহার পর যূথিকার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া বলিল, “আর কিছু করেছ? এম. এ.?”

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ, এম. এ. পাসও করেছি।"

চাদরটা একদিকে গুটাইয়া পড়িয়া ছিল, দুই হাতে তাহার দুই প্রান্ত টানিয়া লইয়া সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া দিবাকর পুনরায় শুইয়া পড়িল।

ঝুঁকিয়া পড়িয়া দিবাকরের কানের কাছে মুখে লইয়া গিয়া যূথিকা বলিল, "এম. এ. পাস করেছি, তাতে এমন কি ব্যাপার হয়েছে? এম. এ. পাস যখন করেছি, তখন তোমার হিসাবে তো আমি বাঘ; তোমার তো বন্দুক আছে, দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে গুলি ক'রে মেরো। তারপর কোনো পাঠশালা থেকে একটা দ্বিতীয়ভাগ-পড়া মেয়ে ধ'রে এনে বিয়ে ক'রো। সে শুধু তোমাকেই ভালবাসবে, তোমার ধন-সম্পত্তিকে একটুও বাসবে না।"

দিবাকর কোনো উত্তর দিল না, নিঃশব্দে শুইয়া রহিল।

ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া যূথিকা উঠিয়া গিয়া একটা দরজার খড়খড়ি তুলিয়া দিল, তাহার পর জানালার উপর দুই বাহু স্থাপন করিয়া বাহিরে অল্প মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইল।

সহসা একটা নূতন পথ পাইয়া সুতীব্র বর্ষার কন্‌কনে জ'লো হাওয়া সবেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কক্ষের বায়ুমণ্ডলকে চকিত করিয়া দিল।

চাদরের ফাঁক দিয়ে সেই নবাগত কন্‌কনানির অল্প একটু স্পর্শ পাইয়া দিবাকর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, তাহার পর দ্বারের নিকটে যূথিকাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "ওখানে কি করছ?"

যূথিকার নিকট হইতে কোনো সাড়া আসিল না।

শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যূথিকার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দিবাকর পুনরায় সেই প্রশ্ন করিল, "এখানে কি করছ?"

মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কিছু করছি নে।"

"তবে জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আছে কেন?"

"মাথাটা দপদপ করছিল, তাই একটু হাওয়া লাগাচ্ছি।"

দিবাকর বলিল, "সে তো বেঞ্চে ব'সেও লাগাতে পারতে!"—বলিয়া দরজার ছিটকানিটা লাগানো আছে কি-না একটু নত হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

যূথিকা বলিল, "অত ভয় পেয়ো না, দরজা খুলে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করব না। তোমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর আমার যথেষ্ট লোভ আছে—কিছুকাল তো ভোগ করতে হবে।" তারপর বেঞ্চে গিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "শোন। তোমার যদি মনে হয় যে, পাস-করা মেয়েকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে জেনেও আমার পাস করার কথা তোমাকে না জানিয়া বিয়ে ক'রে আমি অপরাধ করেছি, তা হ'লে আমার বিচার ক'রে আমাকে দণ্ড দাও।"

এ বিষয়ে তাহার অভিভাবকগণেরও যে তাহার প্রতি প্রবল নিষেধ ছিল, আত্মদোষলঘুকরণার্থে তাহা প্রকাশ না করিয়া যূথিকা সমস্ত দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিল।

যূথিকার সম্মুখে অপর বেঞ্চে উপবেশন করিয়া দিবাকর বলিল, "কি দণ্ড দোব বল।"

"যা তোমার উচিত মনে হয়,—তা সে যত কঠোরই হোক।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে নিঃশব্দ বেদনাময় হাস্য ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "এখন তাতে কি লাভ হবে বলতে পার?"

যূথিকা বলিল, "অপরাধীকে দণ্ড দিলে অপরাধের প্রতিবাদ করা হবে।"

"কিন্তু এ অপরাধ কেন তুমি করলে যূথিকা? এ কথা কেন তুমি আমাকে বিয়ের আগে জানিয়ে দিলে না? তারপর যা হবার তা হ'ত।"

দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "বিশ্বাস করবে, কেন জানাই নি?"

দিবাকরের মুখে পুনরায় পূর্বের মত বেদনার্ত হাসি দেখা দিল; বলিল, "বিশ্বাস? বিশ্বাস করতে তো আর সাহস হয় না। বিশ্বাস তো দিদিকেও করেছিলাম। তবু বল,—বিশ্বাসই না হয় করব।"

যূথিকা বলিল, "জানালে পাছে তোমাকে না পাই, সেই ভয়ে জানাই নি।"

দিবাকর বলিল, "না-হয় না-ই পেতে। কী এমন লোভের জিনিস আমার মধ্যে পেয়েছিলে তুমি, যার জন্যে সহজ পথে চলতে ভয় পেলে?"

যূথিকা বলিল, "তুমি আমার মধ্যে যা পেয়েছিলে, আমিও ঠিক তাই পেয়েছিলাম। বিশ্বাস কর আমাকে, তোমার মধ্যে শুধু তোমাকেই পেয়েছিলাম।"

আর কিছু না বলিয়া দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

যূথিকা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল বিয়ের আগে এ কথা তোমাকে জানাই; কিন্তু কেন জানাই নি, এখন সে কথা শুনলে। গাড়িতে তোমার সঙ্গে একা হ'য়ে পর্যন্ত এ কথা তোমাকে না জানিয়ে মুহূর্তের জন্যও স্থির হ'তে পারছিলাম না। অমৃতসর পৌঁছবার আগেই সমস্ত কথা জানাব ভেবেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ স্টেশন এসে পড়ল, আর আমাদের কামরায় বৃদ্ধ ভদ্রলোককে স্থান দিতে হ'ল, তাই জানতে পারলাম না। তারপর যে অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হ'ল হয়তো তা ভগবানেরই ব্যবস্থা ব'লে আমার মনে হয়েছিল। মনে ক'রো না নিজের ইংরিজী বিদ্যে জাহির করবার জন্যে অথবা জরিমানা বাঁচাবার জন্যে আমি গার্ডের সঙ্গে কথা কয়েছিলাম। যে কথাটা তোমাকে কি ভাবে জানাব ব'লে মনে মনে অনেকক্ষণ ধ'রে চিন্তা করছিলাম, গার্ডকে উপলক্ষ্য ক'রে সেই কথাটাই মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল। গার্ডের সঙ্গে কথা কইবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি

বুঝতে পারি নি যে, আমি কথা কইব। নিজের গলার শব্দে নিজেই চমকে উঠেছিলাম।"

এবারও দিবাকর কিছুই বলিল না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "সব কথা তুমি জানার পর আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, এখন তুমি যা করতে হয় কর। তাহার পর সহসা সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া দুই হস্ত দিয়া দিবাকরের দুই হস্ত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার কথা শোন। এম. এ. পাস ক'রে সামান্য যা শিখেছি, তা যদি ভোলবার হ'ত, তা হ'লে এই মুহূর্তেই সমস্ত ভুল গিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু বিশ্বাস কর আমাকে, এ জিনিস তোমার কাছে এত তুচ্ছ যে. এ না ভুললেও চলে।"

ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া যূথিকার হাত ছাড়াইয়া দিবাকর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর কেস হইতে সেতার ও এসরাজ বাহির করিয়া নিজে এসরাজ রাখিয়া যূথিকার হস্তে সেতারটা দিয়া বলিল, "নাও, খানিকক্ষণ বাজাও। কথা পরে হবে।"

সেতারে একটা মৃদু ঝঙ্কার দিয়া যূথিকা বলিল, "কি বাজাব?"

"সেদিনকার সেই জয়জয়ন্তী।"

সহসা একটা প্রবল ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া সেতার ও এসরাজে জয়-জয়ন্তী রাগিণীর আলাপ আরম্ভ হইল।

স্তব্ধ অন্ধকারময়ী ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পাঞ্জাব মেল উন্মত্ত বেগে চলিয়াছে, স্টেশনের পর স্টেশন হু-হু করিয়া পিছাইয়া যাইতেছে, ক্রমশ রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, কিন্তু তখনো সেই করুণ মধুর জয়জয়ন্তী রাগিণীর আলাপে বিরতি মানিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না।

* * * *

তৃতীয় দিবসের প্রাতে পাঞ্জাব মেল ধীরে ধীরে হাওড়া স্টেশনের

প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিতেছিল। দিবাকর মুখ বাড়াইয়া দেখিল, প্ল্যাটফর্মের উপর নিশাকর দাঁড়াইয়া আছে।

গাড়ি নিকটে আসিতেই ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এত শিগগির ফিরে এলে যে?"

কামরার ভিতর দিকে মুখ নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া দিবাকর বলিল, "এঁর জন্যে।"

সবিস্ময়ে নিশাকর বলিল, "কার জন্যে?" পর-মুহূর্তে গাড়ি থামিতেই দরজা খুলিয়া কামরায় প্রবেশ করিল এবং সম্মুখে যূথিকাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকরের দিকে ফিরিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করিল।

দিবাকর বলিল, "বউদিদি। প্রণাম কর্।"

আশ্চর্যান্বিত হইয়া দিবাকর বলিল, "বউদিদি?"

দিবাকর বলিল, "বউদিদির মানে দাদার বউ।"

নিশাকর বলিল, "তা তো জানি, কিন্তু—"

সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নেই ঠাকুরপো, সত্যি আমি তোমার বউদিদি। তোমার দাদা লাহোরে গিয়ে হঠাৎ আমাকে বিয়ে করেছেন।"

বিস্ময় যতখানিই উগ্র হউক না কেন, এ কথার পর নিশাকরকে তাড়াতাড়ি নত হইয়া যূথিকার পদধূলি গ্রহণ করিতে হইল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকরের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ব্যাপার বল তো?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কেন, দুঃখিত হচ্ছিস নাকি?"

নিশাকর বলিল, না, না, দুঃখিত হব কেন? খুশিই হচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ লাহোর পৌঁছেই—আমাদের না জানিয়ে শুনিয়ে—"

দিবাকর বলিল, "কি করি বল্! তুই ম্যাট্রিকুলেশন-পাস-করা

মেয়ে নিয়ে এমন ভয় দেখালি যে, লাহোরে গিয়ে হঠাৎ আমার মনের মত একটি মেয়ে পেয়ে টপ্ ক'রে বিয়ে ক'রে ফেললাম। মোটে দুদিন সময়, শেষ তারিখে বিয়ে, টেলিগ্রামে খবর দেবার সময়ও ছিল না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া নিশাকর মনে করিল, সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া দিবাকর একটি অশিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। নিজেও সে যুথিকাকে দেখিয়া খুশি হইয়াছিল; বলিল, "তা বেশ করেছ। কবে বিয়ে হ'ল?"

কুলিরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিনিসপত্র তুলিতেছিল, দিবাকর বলিল, "গত বুধবারে। বাড়ি চল্, ধীরে সুস্থে সব শুনবি।"

১১

ট্যাক্সি করিয়া যাইতে যাইতে নিশাকর বলিল, "আমাদের বাসায় না গিয়ে চল দাদা, প্রথমে একবার বিজয়দাদের বাড়ি যাওয়া যাক।"

বিজয় পূর্বোক্ত মাধুরী-বউদিদির স্বামী।

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কেন, এখন সেখানে গিয়ে কি হবে?"

সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, "বউদিদি প্রথম আসছেন, বরণ-টরণ মাঙ্গলিক কাজ কিছু হবে না?"

দিবাকর বলিল, "ক্ষেপেছিস তুই? তার জন্যে বিজয়দাদের বাড়ি যাবার কোনো দরকার নেই; মাঙ্গলিক যা কিছু, তা মনসাগাছায় গিয়ে হবে।"

যূথিকা বলিল, "তোমার বাড়িতে প্রবেশ করাই আমার প্রথম আর সব চেয়ে বড় মাঙ্গলিক হবে ঠাকুরপো; মনসাগাছায় যা হবে তা দ্বিতীয়।"

যূথিকার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "ধন্যবাদ বউদিদি। এত বড় সৌভাগ্য থেকে আমার বাড়িকে বঞ্চিত করতে গিয়ে ভারি ভুল করছিলাম। আপনি মনে করিয়ে দিলেন, সে জন্যে ধন্যবাদ।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দিবাকর বলিল, "'আপনি' কি রকম?"

নিশাকর বলিল, "তবে?"

"তুমি। এ কি মাধুরী-বউদিদি যে 'আপনি'?"

সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, "তা বটে।"

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পাশ দিয়া যাইবার সময়ে ট্যাক্সি থামাইয়া নিশাকর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল।

বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "এখানে নামলি যে?"

প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া নিশাকর বলিল, "একটু ব'স তোমরা, মিনিট দশেকের মধ্যে আসছি।" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে কুলির মাথায় একটা ডালা করিয়া এক রাশ ফুল, দুই ছড়া মালা এবং একটা আম্রশাখা লইয়া নিশাকর দেখা দিল; তাহার পর কুলিকে পয়সা দিয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, "চলো।"

দিবাকর বলিল, "এ সব কি হবে রে নিশা?"

নিশাকর হাসিমুখে বলিল, "সেটা যথাকালে প্রকাশ পাবে।"

দিবাকর বলিল, "ফুল ভাল জিনিসই, মালাও মন্দ নয়, আমের শাখার কোনো অর্থ বোঝা যাচ্ছে না।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া নিশাকর নীরবে বসিয়া রহিল।

মিনিট খানেকের মধ্যে ট্যাক্সি নিশাকরদের গলির ভিতরে প্রবেশ করিল।

অল্পদূর অগ্রসর হইয়া নিশাকর বলিল, "বাঁ হাতে ঐ সাদা বাড়ি।"

ধীরে ধীরে গাড়ি নিশাকরদের বাড়ির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াইল।

নিশাকর ড্রাইভারকে বলিল, "খুব জোরে জোরে আট-দশবার হর্ন দাও—চাকররা যাতে শুনতে পায়।"

ভোঁ-ভোঁ করিয়া হর্ন বাজিতে লাগিল।

যূথিকার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে নিশাকর বলিল, "আপাতত এইটেই শঙ্খধ্বনি ব'লে মেনে নাও বউদিদি।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মুখে নিঃশব্দ মিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

হর্নের শব্দ শুনিয়া ভৃত্য বসন্ত এবং পাচক চণ্ডী তাড়াতাড়ি বাহির

হইয়া আসিয়াছিল। জিনিসপত্র নামাইবার জন্য উভয়কে আদেশ দিয়া যূথিকা এবং দিবাকরকে একতলায় বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া নিশাকর বলিল, "মিনিট দশেক তোমাদের একটু কষ্ট ক'রে এখানে বসতে হবে দাদা; এখনি আমি আসছি।"

কপট বিরক্তির স্বরে দিবাকর বলিল, "কি ছেলেমানুষি আরম্ভ করলি নিশা? কি মতলব তোর বল্ দেখি?"

যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর বলিল, "বিয়েতে তো ফাঁকি দিয়েছ; এখন থেকে কিন্তু কিছুদিন তোমাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে আমাদের হাতে। একটি কথা বললে চলবে না।" তাহার পর যূথিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "এটা কি আমার অন্যায় আবদার হচ্ছে বউদিদি?"

হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না না, একটুও অন্যায় নয়; এ তোমার সম্পূর্ণ legitimate claim।" (ন্যায়সঙ্গত দাবি।)

"শুনলে তো? আর একটি কথা ব'লো না।" বলিয়া সহাস্যমুখে ঈষৎ দৃপ্তনেত্রে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর প্রস্থান করিল। কিন্তু যাইবার সময় যূথিকার কথার মধ্যে ইংরেজী শব্দ দুইটির ব্যবহার এবং প্রয়োগ-সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিয়া সে বেশ একটু বিস্মিত এবং চিন্তিত হইয়া গেল। ইংরেজী লেখা-পড়া বিশেষ কিছু না জানিয়া যাহারা শুধু শুনিয়া শুনিয়া দুই-চারিটি ইংরেজী শব্দ সঞ্চয় করিয়া নিজেদের কথার মধ্যে ব্যবহার করে, 'legitimate claim' তাহাদের শব্দ-ভাণ্ডারের মধ্যে স্থান পাইবার মত সামান্য নহে। অথচ, দিবাকর যাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে তাহার সম্বন্ধে হিসাবমত ধারণা করিতে হইলে 'legitimate claim'কে সহজে সে ধারণার সহিত খাপ খাওয়ানো কঠিন। কিন্তু আপাতত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি

কাজ করিবার আছে যে, সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টা না করিয়াই নিশাকর প্রস্থান করিল।

দিবাকরের অভিসন্ধি এবং উপদেশ অনুযায়ী যূথিকা তাহার কথার মধ্যে ইংরেজী ভাষায় বুকনি প্রয়োগ করিয়াছিল। নিশাকর প্রস্থান করিলে দিবাকর হাসিয়া বলিল, "চমৎকার হয়েছে; এবার কিন্তু আর একটু বেশি পরিমাণে চালিয়ো।"

যূথিকা বলিল, "আচ্ছা, ঠাকুরপোকে তুমি ছেলেমানুষির কথা বলছিলে, কিন্তু আমাদেরও এটা ছেলেমানুষিই হচ্ছে না?"

দিবাকর বলিল, "না না যূথিকা, তোমার কথা হয়তো স্বতন্ত্র; কিন্তু আমার পক্ষে এ ঠিক ছেলেমানুষি নয়। তোমার লেখা-পড়ার খবর পেতে পেতে সেদিন গাড়িতে আমার যে রকম খুশি হ'য়ে ওঠা উচিত ছিল, নিশাকে দিয়ে সেইটে দেখে আমি খুশি হ'তে চাই।"

স্বামীর পক্ষে এ ব্যাপারটা নিতান্তই বাহিরের স্থূল জিনিস নহে, পরন্তু অন্তরের কোনো একা গভীর অনুবেদনার সহিত ইহার যোগ আছে মনে করিয়া যূথিকা আর কিছু বলিল না।

বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বসন্তকে এবং চণ্ডীকে ডাকিয়া নিশাকর বলিল, "বুঝতে পারছ চণ্ডী?—লাহোর থেকে বড়বাবু বিয়ে ক'রে এসেছেন। এখন চট্ ক'রে যা হয় একটু বরণ-টরণের ব্যবস্থা করতে হবে তো?"

দিবাকরের সহিত যূথিকাকে দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া চণ্ডী এবং বসন্ত নানা কল্পনা-জল্পনায় নিযুক্ত ছিল, এমন সময়ে নিশাকরের কথা শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চণ্ডী বলিল, "বিয়ে ক'রে এসেছেন! কই, আগে তো কিছু জানা যায় নি ছোটবাবু?

নিশাকর বলিল, "সে সব পরের কথা পরে হবে, এখন তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব বরণের ব্যবস্থা কর। তোমার পুজো হয়েছে ?"

চণ্ডী বলিল, "আজ্ঞে না, এখনো হয় নি।"

"তা হ'লে তো চন্দন বাটা আছে ?"

"আজ্ঞে, আছে।"

"ধূপ দীপ তো আছেই ?"

ঘাড় নাড়িয়া চণ্ডী বলিল, "আছে।"

খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "বেশ কথা। ওপর থেকে বসন্তকে দিয়ে ছোট গালচেখানা আনিয়ে উঠোনের মধ্যিখানে এমন ক'রে পাতাও যাতে বর-কনে পূর্বমুখ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। আমের শাখা এনেছি, তা দিয়ে একটা জলপূর্ণ ঘট তার সামনে স্থাপন কর। আর, বরণের জন্যে এনে রাখ এক পাত্র ফুল, এক ঘটি জল, ধূপ, দীপ, মালা আর চন্দন।"

তৎপর হইয়া চণ্ডী বলিল, "এ আমি এখনি ক'রে ফেলছি।"

বসন্ত তাড়াতাড়ি উপর হইতে গালিচা লইয়া আসিয়া পাতিয়া দিল।

নিশাকর বলিল, "এবার ওপর থেকে গ্রামোফোনটা এনে ডান দিকে টুলের ওপর রাখ বসন্ত।"

গ্রামোফোন আসিলে নিশাকর তাহাতে দম দিয়া পিন পরাইয়া রাখিল, তাহার পর উপর হইতে তালিম হোসেনের আশাবরী রাগিণীর বিখ্যাত সানাইয়ের রেকর্ডটা আনিয়া লাগাইয়া দিল। ইত্যবসরে চণ্ডী ঠাকুর বরণের ব্যবস্থা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল।

আয়োজনাদির দিকে প্রসন্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর বলিল, "সব তো এক রকম হ'ল, শুধু একটা শাঁখ হ'লেই চমৎকার হ'ত।

বসন্ত বলিল, "তার জন্যে ভাবনা কি ছোটবাবু, এক্ষুণি আমি পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি।" বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দুই-তিনের মধ্যে শাঁখ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

নিশাকর বলিল, "শাঁখ তো এল, কিন্তু বাজায় কে?"

বসন্তর হাত হইতে শাঁখটা লইয়া চণ্ডী বলিল, "আমি বাজাতে জানি, আমি বাজাব।"

খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "বেশ, তুমিই বাজিয়ো। আর দেখ্ বসন্ত, আমি ইশারা করলেই তুই গ্রামোফোনটা খুলে দিবি। আগে থাকতে খুলিস নে, তিন মিনিটের মধ্যে আমাকে বরণ শেষ করতে হবে।"

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে নিশাকর বৈঠকখানা হইতে দিবাকর এবং যূথিকাকে লইয়া আসিয়া গালিচার উপর পাশাপাশি দাঁড় করাইল, এবং পরক্ষণেই তাহার নিকট হইতে ইঙ্গিত লাভ করিয়া সানাই এবং শঙ্খ একযোগে বাজিয়া উঠিল। মূল্যবান শক্তিশালী গ্রামোফোন-যন্ত্রের কল্যাণে স্বপ্নময়ী আশাবরী রাগিণী সুর এবং তালের বিচিত্র জাল রচনা করিয়া বর্ষাদিনের সেই স্তিমিত প্রভাতকে উৎসবময় করিয়া তুলিল।

শ্বেতচন্দনের পাত্র হইতে চন্দন লইয়া নিশাকর প্রথমে বরবধূর ললাট চর্চিত করিল; তাহার পর উভয়ের কণ্ঠে মালা দুইটি পরাইয়া দিয়া যথাক্রমে দীপ, জলপাত্র এবং পুষ্প দিয়া উভয়কে অভিনন্দিত করিল, তৎপরে নত হইয়া উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া যূথিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে লক্ষ্মীহীন ঘরে লক্ষ্মীর আসনে অধিষ্ঠিত হবার জন্যে সাদরে এবং সসম্মানে আবাহন করছি বউদিদি। তোমার পুণ্যে আমাদের গৃহ পবিত্র হোক। তুমি আমাদের দুই ভাইকে

চিরদিনের জন্যে সংযুক্ত কর, সুখী কর। এই আবাহনের আয়োজন অতি সামান্য ; কিন্তু তাই ব'লে তুমি যেন মনে ক'রো না যে, এর আন্তরিকতা অসামান্য নয়।"

নিশাকরের এই স্বকল্পনাপ্রসূত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান এবং আবাহন-বাণী যেন কোনো মন্ত্রবলে অকস্মাৎ একটি পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ক্ষণকালের জন্য সকলকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল।

"ঠাকুরপো!"

নিশাকর চাহিয়া দেখিল, যূথিকার মুখে হাস্য, কিন্তু চক্ষু দুইটি অশ্রুতে চকচক করিতেছে।

যূথিকা বলিতে লাগিল, "এর আন্তরিকতা যে অসামান্য, সে কথা কি ভুল করবার উপায় আছে ঠাকুরপো? এর পর হয়তো মনসাগাছায় অনেক-কিছু ব্যাপার অনেক সমারোহের সঙ্গে ঘটবে। কিন্তু এ তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সে সব কথা যদিও বা কোনোদিন ভুলে যাই, তোমার আজকের এই অভ্যর্থনার স্মৃতি চিরদিন মনের মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। তোমাকে আজ আমি একান্ত মনে এই আশীর্বাদ করি ঠাকুরপো, তুমি আজ আমাকে যে গৌরব দান করলে, অপাত্রে তা দিয়েছিলে ব'লে কোনো দিন যেন তোমাকে পরিতাপ করতে না হয়।"

হাসিমুখে দিবাকর বলিল, "আর আজকের এই চমৎকার অনুষ্ঠানে আমি তখন বাধা দিতে যাচ্ছিলাম ব'লে আমি তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি নিশা।"

উৎফুল্ল স্বরে নিশাকর বলিল, "সাধু!"

গ্রামোফোন থামিয়া গিয়াছিল। রেকর্ডের অপর দিকটা চালাইয়া দিবার জন্য বসন্তকে আদেশ দিয়া যূথিকা ও দিবাকরকে লইয়া নিশাকর দ্বিতলে উপস্থিত হইল।

ঘণ্টাখানেক পরে চা-পানের পর পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া তিন জনে কথোপকথন হইতেছিল।

দিবাকর বলিল, "দিন তিনেকের মধ্যে দিদিরা এখানে এসে পৌঁছবেন। সেই আন্দাজে আমাদের মনসাগাছা যাবার দিন স্থির ক'রে ফেলা দরকার।"

নিশাকর বলিল, "আজই সেটা ঠিক ক'রে ফেলে চিঠিপত্র দিয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে বসন্তকে মনসাগাছায় পাঠিয়ে দিতে হবে।"

যূথিকা বলিল, "আগে থেকে কিছু না জানিয়ে তোমাকে আজ যেমন একটা pleasant surprise (সানন্দ বিস্ময়) দেওয়া গেল, মনসা-গাছাতেও তেমনি দিলে কেমন হয় ঠাকুরপো?"

চমকিত হইয়া নিশাকর বলিল, "মনসাগাছায় surprise দেবার কথা না হয় পরে ভাবা যাবে, কিন্তু আমাকে surprise দেওয়ার তো এখনো শেষ হয় নি দেখছি। তুমি ইংরেজী জান না-কি বউদিদি?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "কেন বল দেখি?"

নিশাকর বলিল, "তখন legitimate claim বললে, এখন pleasant surprise বলছ!"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "ও, সেই কথা বলছ? কিন্তু তার দ্বারাই তো সে কথা conclusively proved (নিঃসংশয়ে প্রমাণ) হয় না ঠাকুরপো।"

অপলক নেত্রে এক মুহূর্ত যূথিকার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অল্প অল্প ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে নিশাকর বলিল, "না না, নিশ্চয় হয়। তার দ্বারা না হ'লেও, এই conclusively proved এর দ্বারাই conclusively proved হয়।" তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি ব্যাপার বল তো দাদা?"

দিবাকর প্রস্তুত হইয়া ছিল, কোনো কথা না বলিয়া পকেট হইতে

একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বাহির করিয়া নিশাকরের হাতে দিল।

তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলিয়া নিশাকর দেখিল, যূথিকা মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি প্রথম শ্রেণীর ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট।

দিবাকরের পক্ষে একজন ম্যাট্রিক-পাস মেয়েকে বিবাহ করা এমনই অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, চোখের উপর অমন একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ থাকিতেও গভীর বিস্ময়ে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এ যূথিকা মুখোপাধ্যায় তুমিই না-কি বউদিদি ?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "তা কি ক'রে বলব ভাই, আমি তো যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কতকটা নিজের মনে নিশাকর বলিল, "সে তো মাত্র দিন চারেকের কথা।"

বিস্ময়ের প্রথম অভিভূতি হইতে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বেই চকিত স্বরে নিশাকর বলিয়া উঠিল, "এ আবার কি ?"

নিঃশব্দে দিবাকর আর একটা ভাঁজ-করা কাগজ নিশাকরের দিকে আগাইয়া ধরিয়াছে।

ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটখানা টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া দিবাকরের নিকট হইতে ভাঁজ-করা কাগজখানা লইয়া নিশাকর তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিল, যূথিকা মুখোপাধ্যায়ের নামেই প্রথম শ্রেণীর আই. এ. সার্টিফিকেট।

টেবিলের একটা দেরাজ টানিয়া দিবাকর তাহার ভিতর হাত ঢুকাইবার চেষ্টায় আছে লক্ষ্য করিয়া নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "ওর মধ্যেও কিছু আছে না-কি ?"

"এর মধ্যে যা আছে পকেটে ঠিক তা ধরে না।" বলিয়া দিবাকর

দেরাজের ভিতর হইতে একটা গোল করিয়া পাকানা বাণ্ডিল বাহির করিয়া নিশাকরের হাতে দিল।

তাড়াতাড়ি পাক খুলিয়া নিশাকর দেখিল. যুথিকা মুখোপাধ্যায়ের নামে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া বি. এ. পাস করিবার ডিপ্লোমা।

এবার আর কোনো কথা না বলিয়া সে নিঃশব্দে দিবাকরের দিকে দক্ষিণ হস্ত আগাইয়া দিল।

দেরাজের মধ্যে উঁকি মারিয়া আর একটা পাকানো কাগজ বাহির করিয়া দিবাকর নিশাকরের হস্তে প্রদান করিল।

বলা বাহুল্য, ইহা যূথিকার ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করিবার ডিপ্লোমা।

এম.এ.-ডিপ্লোমাখানা পড়িতে পড়িতে তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই নিশাকর ধীরে ধীরে দিবাকরের দিকে পুনরায় হাত বাড়াইয়া ধরিল।

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "তোর লালসা তো বড় কম নয় নিশা! এর পর আবার কি চাস! বি.এল.-এর ডিপ্লোমা? না, বি.ই.র?"

গম্ভীর মুখে নিশাকর বলিল, "স্বপ্নজগতে সব কিছুই সম্ভব। আমার বিশ্বাস, আমি এখন স্বপ্নজগতে অবস্থান করছি! জামাইবাবুর টেলিগ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে এই এম. এ.-ডিপ্লোমাখানা পর্যন্ত সবটাই হয়তো একটা একটানা স্বপ্ন।"

দিবাকর বলিল, "স্বপ্ন নয়; কিন্তু স্বপ্নের মতই আশ্চর্য।"

নিশাকর বলিল, "আর সুস্বপ্নের মত মনোহর।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকর বলিল, "সে কথা ঠিক বলেছিস। আমারও এক এক সময়ে সেই রকমই মনে হয়। ওরে নিশা,

আমার কপালে এম.এ.-পাস-করা বউ রয়েছে আর তুই একটা ম্যাট্রিক-পাস-করা মেয়ে আমাকে গছিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলি। ম্যাট্রিক-পাস-করা মেয়ের সাধ্য কি যে আমার মত তিনবার-ফেল-করা মানুষকে সহ্য করে! তার জন্যে দরকার তোর বউদিদির মত এম.এ.-পাস-করা মেয়ে।”

এই নির্বিকল্প ক্ষমাশীলতার সাদর বাক্য শুনিয়া পুনরায় যূথিকার দুই চক্ষু সজল হইয়া আসিল। অবাধ্য চক্ষুকে দিবাকর এবং নিশাকরের দৃষ্টিপথের অন্তরাল করিবার জন্য সে নতমস্তকে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা-গুলা গুছাইতে আরম্ভ করিল।

“বউদিদি!”

মুখ না তুলিয়াই মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, “কি ঠাকুরপো?”

“আজ আর-একবার আমি তোমাকে আবাহন করব। এবার কিন্তু লক্ষ্মীরূপে নয়; এবার সরস্বতীরূপে আমার পড়বার ঘরে।”

অবাধ্য অশ্রু যূথিকার নেত্রে অবাধ্য হইয়া উঠিল।

“কিন্তু তার আগে চট্ ক'রে একবার আমি ঘুরে আসতে চাই।”

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, “এখন আবার কোথায় যাবি নিশা?”

নিশাকর বলিল, “বউ দেখবার জন্যে বিজয়দাদাদের নিমন্ত্রণ ক'রে আসি, আর মাধুরী-বউদিদিকে ব'লে আসি, আমার কপালে এম.এ.-পাস-করা বউদিদি রয়েছে মাধুরী-বউদিদি, আর আপনি একটা ম্যাট্রিক-পাস-করা বউদিদি গছিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন!”

নিশাকরে কথা শুনিয়া দিবাকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, এবং সেই অবসরে যূথিকার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বৃহত্তর হইয়া ভূমির উপর ঝরিয়া পড়িল।

১২

নিশাকরের নিকট হইতে দুইখানি পত্র লইয়া সেই দিনই সন্ধ্যাকালে বসন্ত মনসাগাছা রওনা হইল, এবং পরদিন প্রাতে তথায় পৌঁছিয়া সমস্ত গ্রামবাসীকে একেবারে চকিত করিয়া দিল। পত্র দুইটি ম্যানেজার রাসবিহারী দত্ত এবং প্রসন্নময়ীর নামে। উভয় পত্রের বক্তব্য প্রায় একই,—বরবধূর অভ্যর্থনার জন্য যেন বিশেষরূপ সমারোহের ব্যবস্থা করা হয়।

সে সময়ে ম্যানেজার মনসাগাছায় ছিল না; একটা বিস্তৃত জমির নূতন বন্দোবস্তের জন্য ক্রোশ দেড়েক দূরবর্তী নন্দীপুর কাছারিতে অবস্থান করিতেছিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাড়াতাড়ি স্নান এবং জলযোগ সারিয়া নিশাকরের চিঠিসহ বসন্ত দ্রুতগতিতে নন্দীপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। যাইবার সময়ে একটা চরকি-বাজির মত সমস্ত গ্রামের ভিতর দিয়া আঁক-বাঁকা পথে চক্র দিতে দিতে এবং বাক্যের ধূমোদ্গার ছাড়িতে ছাড়িতে দেখিতে দেখিতে সে গ্রামের সীমান্তদেশে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। সদর নায়েব মধুসূদন ঘোষাল পথশ্রমক্লান্ত বসন্তর পরিবর্তে একজন পাইক দ্বারা ম্যানেজারের নিকট চিঠি পাঠাইবার সংকল্প করিতেছিল। কিন্তু ম্যানেজারকে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত করিয়া দিবার বাহাদুরি হইতে বসন্ত নিজেকে কিছুতেই বঞ্চিত করিল না। নন্দীপুরে ম্যানেজারকে চিঠি দিয়া অদূরবর্তী বালিচক গ্রামে ভগ্নীপতির গৃহে উপস্থিত হইবে এবং তথায় সমস্ত দিনমান অতিবাহিত করিয়া রাত্রের গাড়িতে ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তাহার কার্যকল্পনা। দুইজন চাকর এবং যূথিকার জন্য একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করাইয়া সে আসিয়াছে।

গৌরীদের কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্বেই তাহাকে তথায় পৌঁছিতে হইবে। এস্টেটের বহুদিনের সে বিশ্বস্ত ভৃত্য; নিশাকর বিদেশে একা থাকে বলিয়া সে কলিকাতায় তাহার কাছে থাকে।

দিবাকরের আকস্মিক বিবাহের সংবাদের সহিত গ্রামে এ কথাও রটিয়া গেল যে, যে-কন্যা প্রায় বিনা নোটিসে মনসাগাছার জমিদার-গৃহের জ্যেষ্ঠা পুরলক্ষ্মী হইয়া আসিতেছেন, তিনি বঙ্গদেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসিনী এবং ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ.-পরীক্ষোত্তীর্ণা।

মনসাগাছার ইতিবৃত্তে এ পর্যন্ত কোন গৃহস্থকন্যা অথবা গৃহস্থবধূ ম্যাট্রিকুলেশনও পাস করে নাই। পাস করিতে পারিলে পুরুষদেরও মধ্যে নিশাকরই এবার সর্বপ্রথম বি. এ. পাস করিবে। সুতরাং এরূপ অননুকূল পরিসরের মধ্যে সহসা একজন এম.এ.-পাস-করা মেয়ের জমিদারবধূ হইয়া আসা সমস্ত গ্রামবাসীর নিকট এমন বে-আন্দাজভাবে খাপছাড়া ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল যে, তাহারা যে বেশ-একটু জুৎ করিয়া বিস্মিত হইবে তাহারও ঠিক বাগ পাইতেছিল না। তথাপি ম্যানেজারের আপিস হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতিরত্নদের খিড়কির পুকুর পর্যন্ত সর্বত্র কথাটা অন্দোলিত হইতে লাগিল; এবং সেই সকল আন্দোলনের মধ্যে কোন এক সময়ে এমন কথাও শুনা গেল যে, বাংলা ভাষা এবং বাংলা শাড়ির ব্যবহারে পাঞ্জাব দেশের মেয়েটি প্রায় ততখানিই অনভ্যস্তা, যতখানি অনভ্যস্তা মনসাগাছার মেয়েরা উর্দু ভাষা এবং পেশোয়াজের ব্যবহারে। কেহ কেহ এ কথা বলিতেও ছাড়িল না যে, প্রয়োজনস্থলে মেয়েটি উর্দুর পরিবর্তে ইংরেজীতে কথা বলে এবং পেশোয়াজের পরিবর্তে বিলাতী গাউন পরিধান করে।

এই সকল কথার সত্যতার প্রমাণে উৎসুক হওয়া অপেক্ষা নির্বিবাদে বিশ্বাস করার মধ্যে এমন একটা সহজ পুলকের আস্বাদ আছে যে,

গ্রামবাসীদের মধ্যে কে কত বিস্মিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে যেন একটা প্রতিযোগিতা পড়িয়া গেল।

কিন্তু কয়েক দিন পরে আলোকে বাদ্যে আতশবাজিতে সমস্ত গ্রামকে চকিত করিয়া উজ্জ্বল আলোকমালা-শোভিত জমিদার-গৃহের পুরদ্বারে উপনীত হইয়া যূথিকা যখন তাহার বিচিত্র কারুকার্যখচিত শিবিকা হইতে নির্গত হইল, তখন তাহাকে অবলোকন করিয়া সেই গ্রামবাসীরাই একটা উগ্রতর বিস্ময় এবং নৈরাশ্যের নূতন আঘাতে বিমূঢ় হইয়া গেল। হাই-হীল্ বিলাতী জুতার পরিবর্তে তাহার শুভ্র নগ্নপদে অলক্তকরাগ, মুখে উর্দু অথবা ইংরেজী বাক্যের পরিবর্তে সুমিষ্ট হাস্যবিধৌত খাঁটি বাংলা ভাষা এবং পরিধানে পাঞ্জাবী পেশোয়াজের পরিবর্তে হালকা হেলিওট্রোপ রঙের মূল্যবান বেনারসী শাড়ি—দেহ-মনের পরিপূর্ণ প্রকাশে উচ্ছলিত বাংলা দেশের কল্যাণী বধূর কমনীয় শ্রী।

এম.এ.-পাস-করা পাঞ্জাবী বধূর প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া প্রসন্নময়ীর উদ্বেগপীড়িত মন কতকটা আশ্বস্ত হইল।

পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী হেমেন্দ্রনাথ সপরিবারে লাহোর হইতে কলিকাতায় আসিয়া মিলিত হইয়া বরবধূর সহিত মনসাগাছায় উপনীত হইয়াছিল।

বরণ সমাপ্ত হইলে এক সময়ে গৌরী জনান্তিকে প্রসন্নময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বউ পছন্দ হয়েছে তো পিসিমা?"

প্রসন্নময়ী বলিলেন, "এমন ঘর-আলো-করা সুন্দরী বউ পছন্দ হবে না আবার! খুব পছন্দ হয়েছে; কিন্তু—"

স্মিতমুখে গৌরী বলিল, "তা হ'লে আর 'কিন্তু' কি পিসিমা?"

প্রসন্নময়ীর মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, "এম.এ.-পাস-করা বিদ্বান মেয়ে, মুখ্খু পাড়াগেঁয়ে পিস্‌শাশুড়ীকে পছন্দ করবে কি-না সেই কথাই ভাবি।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া গৌরী বলিল "না না পিসিমা, সে ভয় ক'রো না। তোমাকে যদি পছন্দ না করে, তা হ'লে বৃথাই যূথিকার এ ঘরে আসা আর বৃথাই তার এম.এ. পাস করা। কিন্তু যূথিকা আমার জানা মেয়ে, ওকে আমি বেশ চিনি; ওর আকৃতি দেখে আজ তুমি যেমন খুশি হয়েছ, ওর প্রকৃতি দেখেও ঠিক তেমনি খুশি হবে।"

এই কথার সত্যতার সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রমাণ লাভ করিতে প্রসন্নময়ীর বিলম্ব হইল না; এবং যে প্রমাণ তিনি লাভ করিলেন, তাহা অপর কোনো ব্যক্তির প্রসঙ্গে নহে, নিজেরই ব্যাধিবিধুর দেহের নিরলস পরিচর্যা লাভের মধ্যে। কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি গৌরীকে বলিলেন, "মিছে ভয় করছিলাম গৌরী, বউমার প্রকৃতি অমন সুন্দর আকৃতিকেও হার মানায়। ব্যবহার দেখলে কে বলবে, ও মেয়ে এম. এ. পাস করেছে!"

প্রসন্নময়ীর কথা শুনিয়া খুশি হইয়া গৌরী বলিল, "তা নয় পিসিমা, ব্যবহার দেখলে কে বলবে, ও মেয়ে এম. এ. পাস করে নি!" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

গৌরীর কথার মর্ম উপলব্ধি করিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "তাই বটে। বউমাকে দেখে লেখাপড়ার ওপর শুধু ভয়ই গেল না, শ্রদ্ধাও হ'ল।"

এইরূপ দেখিতে দেখিতে দিকে দিকে যূথিকার বিজয় অভিযান আরম্ভ হইল। আত্মীয়-কুটুম্বেরা পরিতুষ্ট হইল, দাস-দাসীগণ বশীভূত হইল, পাড়া-প্রতিবেশীগণ প্রসংসা করিল, শত্রুপক্ষীয়েরা মুখ লুকাইল এবং আশ্রিত অনুগতের দল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। গভীর রাত্রে দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের ঘর হইতে এসরাজ ও সেতারের সুনিবিড় ঐকতান প্রতিদিন দিবাকরের অকুণ্ঠিত প্রসক্তির সাক্ষ্য দিতে লাগিল। উৎসবান্তে সংসার যখন ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল, যূথিকাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে প্রসন্নতা উচ্ছল হইয়াছে।

একই দিনে একত্রে হেমেন্দ্র, গৌরী এবং নিশাকর লাহোর এবং কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইল।

যাইবার পূর্বে নিশাকর এক সময়ে দিবাকরকে একান্ত বলিল, "দাদা, আর তো গোলমাল থাকবে না, এখন থেকে প্রতিদিন বউদিদির কাছে একটু ইংরিজী প'ড়ো।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে কৌতুকের প্রসন্ন হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "ঠাট্টা করছিস নিশা?"

গভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নিশাকর বলিল, "না না, ঠাট্টা করছি নে, সত্যিই বলছি। এত বড় জমিদার তুমি, ক্রমশ জজ ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার,—এমন কি কখনো হয়তো বা লাট সাহেবের সঙ্গে কথা কইতে হবে, ইংরিজী না জানলে চলবে কেন তোমার?"

দিবাকর বলিল, "তুইও তো জমিদার,—তুই কথা কইবি।"

"আমি কেন জমিদার হ'তে গেলাম! আমি তো জমিদারের ছোট ভাই। না না, ঠাট্টা নয় দাদা,—বউদিদির মত একজন মাস্টার রাখতে গেলে মাসে মাসে তোমার দুশো আড়াইশো টাকা খরচ পড়ত। এমন সুযোগ ছেড়ো না; প'ড়ো।"

দিবাকর বলিল, "তুই পড়িস।"

নিশাকর বলিল, "আমি তো পড়বই। বউদিদির সঙ্গে চুক্তি হ'য়ে গেছে, এবার পূজোর ছুটিতে এসে অনার্সের বইগুলো একসঙ্গে প'ড়ে একবার ভাল ক'রে ঝালিয়ে নিতে হবে।"

দিবাকর বলিল, "তা নিস। আমার কিন্তু পড়তে নেই। স্ত্রীর কাছে লেখাপড়া শিখলে মানুষ ভেড়া হয়, তা বুঝি জানিস নে?"

"না, তা জানি নে; কিন্তু বউদিদির মত স্ত্রীর কাছে শিখলে ভেড়া মানুষ হয়, তা জানি।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া দিবাকরের চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।—"তুই

আমাকে ভেড়া বলছিস না কি নিশা ?” অধরপ্রান্তে কিন্তু কৌতুক-হাস্যের অনাবিল দীপ্তি।

সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, “তা কখনো বলতে পারি তোমাকে! ভেড়ার তুলনা দিয়ে শুধু বউদিদির শক্তির তুলনা করছিলাম।”

ঠিক সেই সময়ে অপর এক কক্ষে যূথিকার নিকট বিদায়গ্রহণকালে হেমেন্দ্রনাথ বলিতেছিল, “যদিও অনুমানে বুঝতে বিশেষ বাকি নেই, তবুও যাবার দিন তোমার কাছ থেকে কথাটা পাকাভাবে জেনে যেতে চাই যূথিকা।”

সকৌতূহলে যূথিকা বলিল, “কি কথা দাদা ?”

“তোমার এম. এ. পাস এখন সম্পূর্ণভাবে নিষ্কণ্টক হয়েছে তো ? দিবাকরের ম্যাট্রিমোনিয়াল পীনাল্ কোডে এখন তো আর তা অপরাধ ব'লে স্থান অধিকার ক'রে নেই ?”

হেমেন্দ্রের প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ আরক্ত মুখে মৃদু কণ্ঠে যূথিকা বলিল, “মনে তো হয়, নেই।”

প্রসন্ন মুখে হেমেন্দ্র বলিল, “তোমার যখন মনে হয়—নেই, তখন নিশ্চয়ই নেই। এ বিষয়ে আমার চেয়ে গৌরীর বিশ্বাসের জোর অনেক বেশি। তোমার এম. এ. পাস করা লুকিয়ে রেখে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে আমি যখন মনে মনে ভয় পেতাম, গৌরী তখন জোরের সঙ্গে বলত, বিয়ে হ'য়ে গেলে তুমি অনায়াসে দিবাকরকে দিয়ে তোমার এম. এ. পাস করা হজম করিয়ে নিতে পারবে।”

কিন্তু সেই দিন রাত্রে শয্যাগ্রহণ করিবার পূর্বে দিবাকর যখন কথায় কথায় বলিল, “যূথিকা, নিশা আজ আমাকে উপদেশ দিয়ে গেল, প্রত্যহ তোমার কাছে একটু ক'রে ইংরিজী শিখতে। আর বলছিল, তোমার মত স্ত্রীর কাছে লেখাপড়া শিখলে ভেড়াও মানুষ হয়,”—তখন সহসা যূথিকার মনে হইল, কিছু পূর্বে অপরাহ্নকালে হেমেন্দ্রনাথের প্রশ্নে 'মনে

তো হয়, নেই' বলিয়া সে যে আশ্বাস দিয়াছিল, হয়তো তাহা নির্ভুল হয় নাই। কোন কোন কঠিন রোগ বাহ্যত একেবারে সারিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও কখনো কখনো যেমন তাহার বীজ দেহের মধ্যে দমিত হইয়া থাকে, কিন্তু লুপ্ত হয় না,—মনে হইল, হয়তো আমার স্বামীর মানসিক ব্যাধিও ঠিক সেইভাবে একেবারে লুপ্ত না হইয়া মনের কোনো গভীর গোপন কোণে দমিত হইয়া আছে।

যূথিকার নির্বাক বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া দিবাকর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "অত চিন্তিত হবার কারণ নেই তোমার। ঠিক ভেড়া বলে নি, ভেড়ার মত বলছিল।" তাহার পর নিশাকরের সহিত তাহার যে সকল কথা হইয়াছিল, যথাযথ বিবৃত করিয়া বলিল, "তোমার উপর নিশার যে-রকম শ্রদ্ধা আর ভক্তি, তাতে বোধ হয় তুমি তাকে লক্ষ্মণ দেওর বলতে পার।"

যূথিকা বলিল, "নিশ্চয় পারি। ঠাকুরপোর মধ্যে লক্ষ্মণের অনেক লক্ষণ আছে।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "আর আমার মধ্যেও রামচন্দ্রের কতক লক্ষণ আছে। প্রথমত লক্ষ্মণের আমি বড় ভাই; দ্বিতীয়ত, হাতে ধনুর্বাণের বদলে টোটা-বন্দুক; আর তৃতীয়ত বুদ্ধিতে রামচন্দ্রের মতই বোকা।"

যূথিকা বলিল, "রামচন্দ্র তো বোকা ছিলেন না।"

দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় ছিলেন। বিনা অপরাধে যিনি স্ত্রীকে অগ্নি-পরীক্ষা করিয়ে নির্বাসন দেন, তারপর সতীত্বের নিখুঁত প্রমাণ পেয়ে বাড়ি ফিরিয়ে এনে কয়েকজন প্রজার অন্যায় আবদারে আবার নূতন ক'রে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে ব'লে পাতাল-প্রবেশ করান, তিনি বোকা ছিলেন না তো কি? সেইজন্যেই তো বোকা মানুষকে লোকে বোকারাম বলে।"

ফিকা হাসি হাসিয়া যূথিকা বলিল, আমার রামচন্দ্র কিন্তু তেমন নন। অপরাধিনী স্ত্রীকে তিনি নির্বাসন দিয়ে আসেন নি, ক্ষমা ক'রে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।"

কিছুক্ষণ হইতে আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা বড় রকম বৃষ্টি-বাদলের আয়োজন চলিতেছিল। দিবাকর বলিল, "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে, জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ রভসে, ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা। এখন থামাও যূথিকা রামায়ণের তুলনা। চল, শুয়ে শুয়ে বর্ষার গান শোনা যাক।"

"চল।"

রামায়ণের তুলনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া যূথিকা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

১৩

আশ্বিন মাস। পূজার ছুটিতে নিশাকর বাড়ি আসিয়াছে।

দুর্গাপূজার পর একদিন দিবাকর তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিল, এমন সময়ে নিশাকর এবং যূথিকা প্রবেশ করিয়া দুইখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

বইখানা টেবিলের উপর উলটাইয়া রাখিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কি মতলব তোমাদের? বনভোজন, সঙ্গীত-বৈঠক, নৌকা-ভ্রমণ, না, অন্য কিছু?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "অন্য কিছু।"

নিশাকর বলিল, "এ অন্য-কিছু কিন্তু বেশ-কিছু দাদা। এ আর চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার কথা নয়। এর মূলধন হবে আপাতত পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে দিবাকর বলিল, "পঞ্চাশ হাজার টাকায় কি হবে রে নিশা? ধানের কল, না, চিনির কারখানা?"

নিশাকর বলিল, "বিদ্যের কারখানা। মেয়েদের জন্যে মনসাগাছায় ল তো দূরের কথা, একটা ভাল পাঠশালাও নেই। মনসাগাছার পরম সৌভাগ্যক্রমে বউদিদির মত একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা মনসাগাছা-জমিদারবাড়ির বড় বউ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি এ ত্রুটির প্রতিকার না করি, তা হ'লে আমার মতে, সে আচরণের দ্বারা আমরা গভীরভাবে নিজেদের অপমানিত করব।"

নিশাকরের কথা শুনিতে শুনিতে দিবাকরের মুখে কৌতুকে নিঃশব্দ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "বাপ রে। তোর মুখে যে সাধু ভাষার

খৈ ফুটছে! লিখে মুখস্থ ক'রে এসেছিস না-কি? কি চাস, সাদা বাংলায় বল্ না?"

"সাদা বাংলায়, আমরা একটা প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় চাই। আর তার জন্যে চাই পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা।"

কথাটা দিবাকরের একেবারে অবিদিত ছিল না। কিছুকাল পূর্বে যূথিকা একদিন এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিল, এবং কথা হইয়াছিল, পূজার ছুটিতে নিশাকর আসিলে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে।

দিবাকর বলিল, "বুঝলাম। কিন্তু এভাবে আমরা যদি মনসাগাছার ত্রুটির প্রতিকার করি, তা হ'লে আমরা নিজেদের সম্মানিত করব তো?"

নিশাকর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না না, তা হ'লে আমরা বউদিকেই সম্মানিত করব।"

এবার দিবাকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ কারবার কিন্তু তোমার পক্ষে মন্দ নয় যূথিকা। কেউ যদি অপমানিত হয় তো সে আমরা, আর কেউ যদি সম্মানিত হয় তো সে তুমি।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমি যে এ কারবারে শূন্য বখরাদার; লোকসানের ভয় নেই কিন্তু লাভের ভাগ আছে।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া নিশাকর বলিল, "না না বউদিদি, শূন্য বখরাদার কেন তুমি হবে? তুমি হচ্ছ ষোল আনার মালিক। সব টাকাটা তুমিই দেবে। আমরা দু ভায়ে শুধু টাকাটা তোমাকে যোগাব। পঁচিশ হাজারের অঙ্ক পড়বে দাদার অংশে আর বাকি পঁচিশ হাজারের পড়বে আমার অংশে।"

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এই ছোট গ্রামে একটা মেয়ে-স্কুলের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা কি হবে রে? পঞ্চাশ হাজার টাকায় যে একটা কলেজ হয়।"

নিশাকর বলিল, "এ স্কুল তো প্রকৃতপক্ষে কলেজের সূত্রপাতই হবে। প্রথম যে-মেয়েরা ম্যাট্রিক পাস করবে তাদের নিয়েই আমরা কলেজের প্রতিষ্ঠা করব।"

দিবাকর বলিল, "কলেজ যখন হবে তখনকার কথা তখন। এখন স্কুল করতে পঞ্চাশ হাজার টাকার কিসের দরকার শুনি?"

পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া নিশাকর বলিল, "রীতিমত স্কীম তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করা যাবে, উপস্থিত আমরা দুজনে মিলে এই খসড়াটা তৈরি করেছি।" দিবাকরের সম্মুখে কাগজখানা স্থাপিত করিয়া বলিল, "এটা তুমি সময়মত প'ড়ে দেখো। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা থাকবে রক্ষিত পুঁজি, যার আয়ের সাহায্যে চালাতে হবে স্কুলের নিয়মিত খরচ। কারণ, ছাত্রীর সংখ্যা এমন কিছু হবে না, যার মাইনে থেকে সব খরচ চলতে পারবে। বাকি দশ হাজার খরচ হবে লাইব্রেরি, আসবাবপত্র, স্কুলের বাড়ি, হস্টেল আর চার-পাঁচখানা পালকি তৈরি করতে।"

"অতগুলো পালকি কি হবে?"

নিশাকর বলিল, "কাছাকাছি দু-তিনখানা গ্রাম থেকে মেয়েরা পালকি ক'রে আসা-যাওয়া করবে। আর দূরের গ্রামের মেয়েরা থাকবে টীচারদের সঙ্গে হস্টেলে। মোটামুটি এই হ'ল স্কুলের পরিকল্পনা। তারপর পাঁচ-ছ বছর পর যখন কলেজের পত্তন হবে তখন আবার নূতন উদ্যমে নূতন কল্পনা নিয়ে লাগা যাবে। সে কলেজের বউদিদি হবেন প্রিন্সিপাল, আমি হব লেকচারার, আর তুমি হবে—"

নিশাকরকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া দিবাকর বলিল, "দফতরি।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিশাকর বলিল, "বা রে! তুমি দফতরি হবে

কোন্ দুঃখে? তুমি হবে অধিনায়ক—ডিরেক্টার। আমরা চালাব মেয়েদের, আর তুমি চালাবে আমাদের।"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে তোরা ভুল পথে চলবি। তার চেয়ে আমি দফতরিই হব।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি তোমার প্রিন্সিপালের খাস-কামরায় ব'সে দুবার বেল টিপে আমার নম্বরে আমাকে ডাক দেবে। আমি সাদা চাপকান প'রে কোমরে লাল-সবুজ রঙের পাকানো দড়া এঁটে বারান্দায় টুলে ব'সে ঝিমোতে ঝিমোতে টপ ক'রে লাফিয়ে উঠে 'হুজুর' ব'লে সাড়া দিয়ে ছুটে তোমার ঘরে হাজির হব। তুমি কড়া চোখে আমার দিকে চেয়ে বলবে, 'চার নম্বর আলমারিতে তিনটে বই উলটে পালটে রেখেছ কেন? খুঁজে বার করতে অসুবিধে হয় যে।' দু হাত কচলাতে কচলাতে আমি বলব, 'এখনি ঠিক ক'রে দিচ্ছি মেমসাহেব, কসুর মাফ করতে আজ্ঞা হয়'।"

দেখা গেল, দিবাকরের কথা শুনিতে শুনিতে সহসা কোন্ মুহূর্তে যূথিকার মুখ হইতে পূর্বের উৎসাহ-উদ্দীপনার দীপ্তি খানিকটা অন্তর্হিত হইয়াছে। ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল, "তা নয়। তুমি তোমার ডিরেক্টারের ঘরে ব'সে বেল টিপে দফতরিকে ডেকে বলবে, 'প্রিন্সি-পালকে সেলাম দাও।' অসময়ে হঠাৎ তোমার ডাক পেয়ে ভয়ে ভয়ে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তুমি আমার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলবে, 'দেখুন, আপনার কাজকর্মে তেমন আর সন্তুষ্ট হ'তে পারছি নে। আপনার চেয়ে যোগ্য লোক আমি পেয়েছি। আসছে মাস থেকে আর আমাদের আপনাকে প্রয়োজন হবে না।' তোমার হুকুম শুনে দুঃখে আর অপমানে মাথা হেঁট ক'রে আমি ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসব।"

নিশাকর বলিল, "তার আধ ঘণ্টার মধ্যে অগ্নিমূর্তি ধ'রে ঝড়ের

বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে ক্রুদ্ধ স্বরে আমি বলব, 'শুনুন ডিরেক্টার মশায়, যূথিকা ব্যানার্জির মত সুযোগ্য প্রিন্সিপালকে অকারণে অযোগ্য ব'লে যেখানে অপমানিত করা হয় সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি কোনো সংস্রব রাখতে চাই নে। যূথিকা ব্যানার্জি যখন ইচ্ছা ইস্তাফা দেবেন, আমি কিন্তু আমার ইস্তাফাপত্র লিখে এনেছি, এই নিন। কাল থেকে এ কলেজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে না'।"

দিবাকর বলিল, "আমি ধীরে ধীরে কলমে টুপি লাগিয়ে, দেরাজে চাবি দিয়ে, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলব, 'যখন দেখছি আমার প্রতি আপনাদের এই রকম আস্থার অভাব, তখন আমিই আপনাদের ডিরেক্টরের পদে ইস্তাফা দিয়ে চললাম। এর পরও যদি আমাকে আপনাদের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করেন, তা হ'লে আপনাদের গৌরী সেনের পদে আমাকে নিযুক্ত করবেন। টাকার প্রযোজন হ'লে স্মরণ করবেন আমাকে'।"

নিশাকর বলিল, "গৌরী সেনের পদে তো তুমি আজ থেকেই নিযুক্ত হচ্ছ, ডিরেক্টারের পদ থেকেও তোমাকে ইস্তাফা দিতে দেওয়া হবে না।"

"অর্থাৎ আমাকে জরিমানাও দিতে হবে, কারাদণ্ডও ভোগ করতে হবে।" বলিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিল। তাহার পর সম্মুখ হইতে নিশাকরদের খসড়াখানা তুলিয়া দেখিয়া বলিল, "নাম করেছিস শুধু বালিকা-বিদ্যালয়? 'মনসাগাছা' কিংবা অন্য কোনো কথা ওর সঙ্গে যোগ থাকবে না?"

নিশাকর বলিল, "নিশ্চয় থাকবে। শুধু 'বালিকা-বিদ্যালয়'—ন্যাড়া নাম কখনো হয়? নামটা তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করার পর পুরোপুরি লেখা হবে। যদিও মনে মনে নাম আমি স্থির ক'রে ফেলেছি।"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দিবাকর বলিল, "চমৎকার তো! আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রেও স্থির করতে হবে, অথচ মনে মনে স্থির ক'রেও ফেলেছিস ?"

"কিন্তু সে নাম যে তোমার নিশ্চয় পছন্দ হবে।"

"সর্বনাশ! সে কথাও মনে মনে জেনে রেখেছিস ?" তার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "তোমার পছন্দ হয়েছে যূথিকা ?"

যূথিকা হাসিয়া বলিল, "কি ক'রে হবে বল ? ঠাকুরপো এখনও সে নাম আমাকে বলেন নি।"

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কেন রে ? নাম নিয়ে এত লুকোচুরি কিসের ?"

নিশাকর বলিল, "তুমি ডিরেক্টার, শুনে মঞ্জুর নামঞ্জুর করবে। তোমার আগে বউদিদিকে ব'লে কি হবে ?"

"তা বেশ, আমাকেই বল্ ?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া নিশাকর বলিল, "যূথিকা-বালিকা-বিদ্যালয়।"

"যূথিকা-বালিকা-বিদ্যালয়!" সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "বেশ নাম রেখেছিস। খাসা নাম।"

বিস্ফারিত নেত্রে যূথিকা বলিল, "ও! এই জন্যেই তুমি কিছুতে আমাকে বলছিলে না!" তাহার পর প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "না না ঠাকুরপো, ও-নাম কিছুতেই হতে পারে না,—ও-নাম হবার কোনো কারণই নেই।

দৃপ্ত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "কেন নেই, শুনি ?

যূথিকা বলিল, "তোমাদের বাড়িতে আসার এ পর্যন্ত তিন মাসও হয় নি, এরই মধ্যে আমার নাম স্মরণীয় করতে যাওয়ার কি

কারণ থাকতে পারে বল? তার চেয়ে, আমি যে-নাম মনে মনে স্থির করেছি, সেই নাম খসড়ায় লিখে নাও।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিশাকর বলিল, "তুমি আবার কি নাম স্থির করেছ?"

যূথিকা কথা কহিবার পূর্বে দিবাকর সকৌতুকে,বলিল, "বোধ হয় 'নিশাকর বালিকা-বিদ্যালয়'।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া নিশাকর এবং যূথিকা উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

যূথিকা বলিল, "'নিশাকর-বালিকা বিদ্যালয়'ও নয়। আমার নাম হচ্ছে 'যোগমায়া-বালিকা-বিদ্যালয়'।"

বিস্মিত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "মার নামে?"

"হ্যাঁ, মার নামে। কেন, নাম পছন্দ হয় না তোমার?"

উৎসাহভঙ্গের স্তিমিত স্বরে নিশাকর বলিল, "পছন্দ হয় না, তা বলি নে; তবে নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তোমার নাম যোগ হওয়ার বেশি সার্থকতা আছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। মার নামের স্মৃতিতে আমরা তো অন্য কিছুও করতে পারি।"

যূথিকা বলিল, "কিন্তু ঠাকুরপো, স্মৃতিরক্ষা যে সব সময়ে ব্যক্তিগত দাবির হিসেবেই করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। তা ছাড়া, পিসিমার মুখে শুনেছি সন্ধ্যের পর পাড়ার গিন্নী-বান্নী বউ-ঝিয়েদের নিয়ে মা নিয়মিত রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করতেন। সুতরাং মনসাগাছায় স্ত্রী-শিক্ষাদানের দিক দিয়ে মার নামের দাবিও তো কম নয়।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকরের দিকে চাহিয়া নিশাকর বলিল, "তুমি কি বল দাদা?"

দিবাকর বলিল, "তোরা দুজনে একমত হ'তে পারছিস নে, তার মধ্যে আমি কি বলব?"

নিশাকর বলিল, "বা রে! আজকের এ মীটিং-এর তুমি তো প্রেসিডেণ্ট। কাস্টিং ভোট তো তোমার।"

দিবাকর বলিল, "তা যদি বলিস তা হ'লে তোর বউদিদির দিকেই আমার ভোট।"

ঈষৎ অভিমানের সুরে নিশাকর বলিল, "তোমার ভোট তো বউদিদির দিকে হবেই।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি করি বল, তোমার জেদের কাছে হার স্বীকার করতেই হ'ল। কিন্তু পাঁচ-ছ বছরের পরে যখন কলেজ হবে, তখন কারো কথা শুনব না, কলেজের নাম হবে 'যূথিকা-গার্লস্-কলেজ'।"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে যূথিকা বলিল, "বেশ তো, তখন যদি এ জগতে কোথাও আমাকে খুঁজে না পাওয়া যায়, তা হ'লে ঐ নামই দিয়ো। কিন্তু দোহাই তোমার, অসময়ে আমার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে বেঁচে থাকার লজ্জা আমাকে দিয়ো না।"

নিশাকর বলিল, "স্মৃতিরক্ষার পক্ষে বেঁচে থাকার সময় অসময়—এ তোমার একটা কুসংস্কার।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "কিন্তু এ-সব কুসংস্কারকে কাটিয়ে ওঠাও ভারি কঠিন ঠাকুরপো।"

সপুলক আনন্দে দিবাকর স্ত্রী এবং সহোদরের কপট বিবাদ উপভোগ করিতেছিল; খসড়ার কাগজখানা যূথিকার হস্তে তুলিয়া দিয়া সে বলিল, "আজ কিন্তু এই পর্যন্তই। ঐ পূবদিকের বাগানে বকুলগাছের তলায় বেঞ্চে ব'সে যতক্ষণ ইচ্ছে তোমরা ঝগড়া করগে,—আপাতত আমি একটু পড়ায় মন দিই।" বলিয়া টেবিলের উপর হইতে বইটা তুলিয়া লইল।

খসড়াটা দিবাকরের দিকে আগাইয়া ধরিয়া যূথিকা বলিল, "এটা তোমার কাছেই থাক্ না।"

দিবাকর বলিল, "না না, তোমাদের কাছেই থাক্, দরকার হ'লে চেয়ে নিলেই হবে। অন্যমনস্ক মানুষ, হঠাৎ কান চুলকে উঠলে হয়তো খসড়ারই খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে পাকিয়ে ফেলব।"

যূথিকার হস্ত হইতে কাগজখানা লইয়া দিবাকরের সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিশাকর বলিল, "তা হ'লে স্কুলের পুরো নামটা তুমি লিখে দাও।"

"তাতে অবশ্য আপত্তি নেই।" বলিয়া দিবাকর একটা কলম খুলিয়া 'বালিকা-বিদ্যালয়ে'র পূর্বে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিল 'যোগমায়া'। তখন সম্পূর্ণ নাম হইল 'যোগমায়া-বালিকা-বিদ্যালয়'।

এম.এ., পি-এইচ. ডি.।"

১৪

নিশাকর

পরদিন হইতে বর্ধিত উৎসাহে বিদ্যালয়ের গঠনকার্য দুরে হইয়া গেল। অট্টালিকার এক প্রান্তের একটা কোণের ঘর খালি করিয়া অফিস ঘর করা হইল। তাহাতে পড়িল একটা আলমারি, গোটা দুই হোয়াট্নট্, পাঁচ-ছয়খানা চেয়ার. ডিরেক্টার দিবাকরের জন্য একটা সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল এবং সেক্রেটারি যূথিকা ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি নিশাকরের জন্য দুইটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের টেবিল। কাজ করিয়া সেক্রেটারি পরিশ্রান্ত হইলে বিশ্রাম লইবার জন্য নিশাকর নিজের ঘর হইতে একটা ভাল ঈজি-চেয়ার আনিয়া সেক্রেটারির টেবিলের এক পার্শ্বে স্থাপন করিল।

খুচরা খরচ-পত্র চালাইবার জন্য আপাতত পাঁচ শত টাকার একটা ক্ষুদ্র হিসাব খোলা হইল; এবং সেই হিসাব রাখবার ভার পড়িল উপস্থিত জমিদার-সেরেস্তার একজন কর্মচারীর উপর। কলিকাতা হইতে অর্ডার দিয়া আসিল দশ-বারোখানা নানা আকারের বাঁধানো খাতা এবং তাহার সহিত কালি কলম কাগজ পেন্সিল ইত্যাদি স্টেশনারির যাবতীয় সরঞ্জাম। রোকড়ের খাতায় বিশ হাজার টাকার অঙ্ক পড়িল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খোলা হইল, খতিয়ানের খাতা প্রস্তুত হইল, এবং জমা-খরচের খাতা পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠায় বাড়িয়া চলিল।

ইহার পর সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি যখন-তখন ডিরেক্টার এবং সেক্রেটারিদের বৈঠক বসিতে লাগিল; এবং সেই সকল ঘন-ঘন আহূত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী বৈঠকে কল্পনা-জল্পনা বিবাদ-বিতর্কের অন্ত রহিল না।

দিবাকর বলিল, "না না, সে সকল আলাপ-আলোচনায় কতকটা চেয়ে নিলেই হবে। কিন্তু ক্রমশই যেন সে উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া খসড়ারই খাচ্ছি। এখন সে সাধ্যমত অফিস-ঘর হইতে দূরে দূরে পলাইয়া যূথিকারকিন্তু অক্ষীয়মাণ তৎপরতার সহিত নিশাকর এবং যূথিকা করিয়া দীর নূতন নূতন গুপ্ত আশ্রয় হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আসনে আনিয়া বন্দী করে।

একদিন দুইঘণ্টাব্যাপী বিস্তৃত আলোচনার পর যূথিকার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "দোহাই যূথিকা, ম্যাট্রিক পাস না করতে পারা অপরাধের যথেষ্ট শাস্তিভোগ হয়েছে; এবার থেকে একটু ক'রে আমাকে অব্যাহতি দিতে আরম্ভ কর।"

নিশাকর বলিল, "এ কথার মানে কি দাদা?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "ওরে, গাঁথনি যদি শক্ত করতে চাস তা হ'লে মরা চুনের মসলা দিয়ে চলবে না। আমি হচ্ছি মরা চুন।"

তীক্ষ্ণ নেত্রে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর বলিল, "ও! তুমি হচ্ছ মরা চুন?—আর, আমরা?"

"তোরা? তোরা হচ্ছিস বালি আর সুরকি। তুই বরাকরের বালি আর তোর বউদিদি লাল-টুকটুকে সুরকি। বালি সুরকি অবশ্য উচ্চশ্রেণীর; কিন্তু তা হ'লে কি হয়, তার সঙ্গে মরা চুনের মিশেল হ'লে মসলা হবে দুর্বল।"

নিশাকর বলিল, 'আর, মরা চুন বাদ দিলে শুধু বালি আর সুরকিতে খুব জোরালো মসলা হবে তো?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "তাই কখনো হয়ে থাকে? আমি কলকাতা থেকে তোদের জন্যে উৎকৃষ্ট চুন আনিয়ে দেবো,— একেবারে খাস সিলেট লাইম।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, ডক্টার সুনীথনাথ চ্যাটার্জি এম্.এ., পি-এইচ. ডি.।"

"কে ? সুনীথদাদা ?"

"হ্যাঁ, সুনীথদা'। কেন ?—খুব ঝাঁঝালো চুন নয় কি ?"

সে বিষয়ে অবশ্য অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তথাপি নিশাকর আপত্তির প্রবল সুরে বলিল, "মনসাগাছায় স্কুল, আর দুশো মাইল দূরে কলকাতায় সুনীথদা, চমৎকার কাজ চলবে !"

দিবাকর বলিল, "চলবে রে, চলবে, চমৎকারই চলবে। জানিস নে সেকরার ঠুক্‌ঠাক্ আর কামারের এক ঘা। আমি মনসাগাছায় ব'সে প্রতিদিন ঠুক্‌ঠাক ক'রে যা করব, ন-মাসে ছ-মাসে কলকাতা থেকে একদিনের জন্য সুনীথদা এসে এক ঘায়ে তার দশগুণ ক'রে দিয়ে যাবে। বিদ্যের থৈ নেই, অগাধ টাকা, যথেষ্ট সময় ;—এমন লোক আর পাবি কোথায় ?"

নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "সুনীথদাদাকে তুমি এ বিষয়ে কিছু লিখেছ না-কি ?"

দিবাকর বলিল, "না, এখনো লিখি নি কিছু। মেয়ের অসুখের পর মেয়েকে নিয়ে শিলং-এ ছিল ব'লে বিয়ের সময়ে তো সুনীথদাদা আসতে পারে নি, বড়দিনের সময়ে স্কুল-প্রতিষ্ঠার উৎসবে আসতে লিখব।"

"তা একশোবার লিখো ; কিন্তু স্কুল-কমিটিতে সুনীথদাদাকে নেওয়ার প্রস্তাব আমার একটুও ভাল লাগছে না। তোমার কি মত বউদি ?"

যূথিকা বলিল, "আমি তো এ ব্যবস্থার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখছি নে।" তাহার পর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সুনীথবাবু কে ? তোমাদের কোনো আত্মীয় ?"

দিবাকর বলিল, "সাধারণ অর্থাৎ আত্মীয় বললে বোধ হয় ভুল বলা

হবে; তবুও সুনীথদা আমাদের পরমাত্মীয়। ব'সো, বুঝিয়ে বলছি, তার আগে চুরুটটা একটু ধরিয়ে নিই।" বলিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইতে প্রবৃত্ত হইল।

দিবাকরের পিতামহ ছিলেন সুনীথের পিতামহর সহোদর ভ্রাতার ভায়রাভাই। সুতরাং, সম্পর্কের হিসাব কষিলে আত্মীয়তার মূল্য বিশেষ কিছু দাঁড়ায় না। কিন্তু কিছুকাল নিবিড়ভাবে কাছাকাছি বাস করিবার ফলে এই অকিঞ্চিৎকর আত্মীয়তাকে অবলম্বন করিয়া যে প্রগাঢ় সৌহৃদ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার মূল্য সামান্য নহে। কলেজে পড়িবার সময়ে সুনীথ দুই-তিনটা পূজার এবং গ্রীষ্মের ছুটি মনসাগাছায় মাতুলালয়ে অতিবাহিত করে। সেই অবসরে দিবাকরদের সহিত, বিশেষত দিবাকরের সহিত, সাধারণ পরিচয় হইতে ক্রমশ তাহার গভীর অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়। কালক্রমে মনসাগাছার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সুনীথের মাতুলেরা অন্যত্র চলিয়া গেলেও সে কয়েকবার মনসাগাছায় আসিয়া দিবাকরদের গৃহে বাস করিয়া গিয়াছে; এবং দিবাকরও কয়েকবার কলিকাতায় গিয়া সুনীথের গৃহে বাস করিয়া পাল্টা থাকিয়া আসিয়াছে। সুনীথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র। দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনার জন্য কলিকাতার একটি বিশিষ্ট কলেজ কর্তৃক বৎসর দুই পূর্বে সে আমন্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় সে প্রত্যাখ্যান করে।

সেই দিন রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে যূথিকা দিবাকরকে বলিল, "শোন, মেয়ে-স্কুলের কল্পনা তোমার যদি ভাল না লাগে তো ছেড়ে দেওয়া যাক।"

হাসিমুখে দিবাকর বলিল, "কেন বল দেখি? তোমাদের কমিটি ছেড়ে দেবো বলছিলাম ব'লে অভিমান হয়েছে?"

যূথিকা বলিল, "না, অভিমান কেন! তোমার ভাল না লাগলে আমারও ভাল লাগবে না।"

দুই আঙুলে যূথিকার নাসিকাগ্র ঈষৎ নাড়িয়া দিয়া প্রগাঢ়ভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "সত্যি ?"

"সত্যি।"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "বেশ তো, ছাড়তে চাইলে কি হয়? তোমরা তো কম্‌লি হ'য়ে আমাকে ধ'রে রাখতে পার। কিন্তু একটা কথা বলি। মূর্খ স্বামীকে স্কুল-কমিটির ডিরেক্টর ক'রে কি লাভ হবে তোমাদের? মাটির পুতুলকে রাংতা দিয়ে মুড়লেই কি দেবতা হয়?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যূথিকা বলিল, "আবার ঐ সব কথা?"

ব্যস্তভাবে দিবাকর বলিল, "না না, অপরাধ হয়েছে। মূর্খ স্বামী নয়, খুব বিদ্বান স্বামী। এখন চল, শোবার আগে একটু সিন্ধু-রাগিণী বাজানো যাক।"

যূথিকা বলিল, "আর একটা কথা আছে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দিবাকর বলিল, "আবার কি কথা? তোমার কথা আছে শুনলেই আমার ভয় করে।"

যূথিকা হাসিয়া বলিল, "ভয়ের কথা একবারই বলেছিলাম। এ কথায় কোনো ভয় নেই।"

"কি কথা তা হ'লে বল?"

"আমাদের স্কুল-কমিটিতে সুনীথবাবুকে ঢুকিয়ো না।"

সবিস্ময়ে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি? এ বিষয়ে তোমাদের দুজনের এত আপত্তি কেন? সুনীথদাদার মত পণ্ডিত লোককে পাওয়া তো মহা সৌভাগ্যের কথা।"

যূথিকা বলিল, "আমাদের সামান্য মেয়ে-স্কুলের পক্ষে খুব বেশি পণ্ডিত লোকের দরকার নেই। অত বেশি পণ্ডিত লোকের কাছে হাঁপিয়ে উঠতে হবে।"

যূথিকার কথা শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দিবাকর

বলিল, "যত সব বাজে কথা বললেই আমি বিশ্বাস করব কি-না! আমার মত লোক তোমার কাছে দিব্যি সহজেই নিশ্বেস ফেলে কাটাচ্ছে, আর তুমি অত ভাল ক'রে এম.এ. পাস ক'রে সুনীথদার কাছে হাঁপিয়ে উঠবে ?"

যূথিকার মুখে শান্ত আনন্দের সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, "সব সমর্পিয়া প্রাণ-মন দিয়া নিশ্চয় হয়েছি দাসী, আর তুমি আমার কাছে সহজে নিশ্বাস ফেলবে না ? আমাদের কথার সঙ্গে সুনীথবাবুর কথার কখনো তুলনা হয় ?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে দিবাকর বলিল, "আরে, খেয়াল করি নি এতক্ষণ! তখন থেকে তুমি সুনীথদাকে অনায়াসে 'সুনীথবাবু' 'সুনীথবাবু' ব'লে চলেছ ? আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়—সুনীথদা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সুনীথদাদাই।" বলিয়া হাসিমুখে যূথিকা সেতার ও এসরাজ আনিতে উঠিয়া গেল।

১৫

পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া নিশাকরের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যূথিকা দেখিল, ইতিপূর্বেই নিশাকর নিদ্রাভঙ্গের পর নামিয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া প্রথমেই ফুলবাগানে প্রবেশ করার অভ্যাস নিশাকরের, এ কথা তাহার জানা ছিল। বাগানের এক নিভৃত অঞ্চল হইতে সে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। কয়েকটি পুরাতন গোলাপগাছের অনাবশ্যক ডাল কাঁচি দিয়া নিশাকর কাটিতেছিল। নিঃশব্দে তার পিছন দিকে উপস্থিত হইয়া যূথিকা বলিল "সুপ্রভাত ভাই লক্ষ্মণ!"

কাঁচি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে নিশাকর বলিল, "সুপ্রভাত। কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে আমি সীতা ব'লে সম্বোধন করলাম না বউদিদি।"

সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, "সীতা সম্বোধনের আমি যোগ্য তা অবশ্য বলছি নে; কিন্তু কেন করলে না, সে কথাও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

নিশাকর বলিল, "কারণ আমি ইচ্ছে করি নে যে, সীতার মত তুমি দুর্বলচরিত্র হও। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস, সীতার চেয়ে তোমার চরিত্রবল অনেক বেশি। সুতরাং সীতা ব'লে সম্বোধন করলে একদিক দিয়ে তোমাকে খাটো করাই হয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "সীতাকে তুমি দুর্বলচরিত্র বলছ ঠাকুরপো!"

নিশাকর বলিল, "বলব না? নিজেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ জেনেও

স্বামীর অন্যায় আবদারে যিনি নিজের নিষ্কলুষতার পরীক্ষা দিতে রাজী হয়েছিলেন, তিনি দুর্বলচরিত্র নন তো কি ?"

ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত যূথিকা বলিল, "না না ঠাকুরপো, একে তুমি দুর্বলচরিত্র বলছ কি ক'রে ? আমার তো সীতা চরিত্রের এই দিকটাই খুব চমৎকার লাগে। নিজের স্বাধীন মত স্বাধীন সত্তা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করতে সামান্য স্ত্রীলোকেও পারে। কিন্তু স্বামীর ইচ্ছার মধ্যে নিজের সত্তাকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে দরকার চরিত্রের বল আর অবিচল ভালবাসা।"

কুঞ্চিত চক্ষে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাকর বলিল, "আর অচপল ভক্তি নয় ?"

দিবাকরের গত রাত্রের সদয় ব্যবহারের স্মৃতিতে মনটা তখনো কৃতজ্ঞ হইয়া ছিল, সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ, অচপল ভক্তিও।"

বিস্মিত কণ্ঠে নিশাকর বলিল, "কি আশ্চর্য বউদিদি ! তুমি না একজন উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মেয়ে ? পতিভক্তির এই সেকেলে পুরোনো ভঙ্গীকে এমন অসঙ্কোচে প্রশংসা করতে তুমি একটুও কুণ্ঠা বোধ করছ না ?"

তেমনি স্মিত মুখে যূথিকা বলিল, "আমি তো আধুনিক মেয়ে নই ঠাকুরপো, আমি আলট্রা-আধুনিক মেয়ে; তাই যে কথা আধুনিক মেয়েরা প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করে আমি তা অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করি।"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া নিশাকর বলিল, "না না বউদি, তুমি আমাকে বেশ একটু ভাবিয়ে তুললে। খুব বেশি পৌরাণিক হ'লে কিন্তু তোমার চলবে না। তোমার ঐ রামচন্দ্র পতিটির মধ্যে ত্রেতা-যুগের রামচন্দ্রের অনেক কিছু দৃঢ়তা আর দুর্বলতা আছে।" এ কথা

নিশ্চয়ই জেনো, ও-ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে তোমাকে ফাইট্ দিতেই হবে, আর জয়ী হতেও হবে।"

যূথিকার মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "কাল রাত্রেই তো ফাইট্ দিয়েছি।"

উল্লসিত হইয়া নিশাকর বলিল, "সাধু! সাধু! কিন্তু স্কুলের বিষয়েই ফাইট্ তো?

"তা নইলে আর কোন্ বিষয়ে?"

আগ্রহসহকারে নিশাকর বলিল, "বল বল, সমস্ত কথা খুলে বল!"

যূথিকা বলিল, "অনেকক্ষণ তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, কাজ শেষ কর। চা খাওয়ার পর বলব অখন।"

নিশাকর বলিল, "সে ধৈর্য থাকলে এতদিন অনেক কিছু করতে পারতাম। চল, ঐ বেঞ্চে ব'সে সব কথা শুনি।"

উভয়ে গিয়া বেঞ্চে উপবেশন করিল।

সেতার ও এসরাজের ঐকতানবাদনের পরও গত রাত্রে দিবাকর এবং যূথিকার মধ্যে স্কুল-পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। যূথিকা সংক্ষেপে সে সকল কথা নিশাকরকে শুনাইল।

খুশি হইয়া নিশাকর বলিল, "সাধে কি আমি সেদিন তোমাকে স্টীম্-লাঞ্চ আর দাদাকে গাধা-বোট বলছিলাম। তুমি তো একেবারে চ'টেই লাল!"

সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "চটি নি ঠাকুরপো, আপত্তি করেছিলাম। কারণ, আমি তো জানি, তোমার স্টীম-লাঞ্চ কতবার তোমার দাদার আগে আগে চলে আর কতবার পিছনে পিছনে যায়।"

নিশাকর বলিল, "কিন্তু আমি চাই যে স্টীম-লাঞ্চ কখনো দাদার পিছনে পিছনে না যায়। হয় আগে আগে চলে, নয় পাশে পাশে। হে আর্যপুত্র, আপনার মত ছাড়া দাসীর আর দ্বিতীয় মত নেই—এ

কথা আর আধুনিক স্ত্রীর মুখে চলে না। 'তোমার গরবে গরবিণী'র যুগ গত হয়েছে।"

যূথিকা বলিল, "আচ্ছা, আসুক আগে উর্মিলা এ সংসারে, তারপর তার কানের মধ্যে এই মন্ত্রগুলো ঢুকিয়ে দেবো। তখন চ'লো তাকে স্টীম-লাঞ্চ ক'রে তার পিছনে পিছনে গাধা-বোট হয়ে।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

স্মিতমুখে নিশাকর বলিল, "স্টীম-লাঞ্চের যোগ্যতা নিয়ে যদি উর্মিলা কখনো আসে, তা হ'লে তার পিছনে পিছনে চলার সৌভাগ্যকে তোমার আজকের আশীর্বাদের সুফল ব'লে মনে করব। কিন্তু শোন বউদি, দাদার মতিগতি যখন ফিরেছে, তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে চ'লে স্কুল প্রতিষ্ঠা শেষ ক'রে তারপর নিশ্বাস ফেলা।"

বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যূথিকা বলিল, "এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত।"

সেই দিনই বৈকালে কুলপুরোহিত বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থের তলব পড়িল উদ্বোধনের শুভদিন স্থির করিবার জন্য। পাঁজি দেখিয়া নানাপ্রকার বিচার-বিবেচনা করিয়া বাণীকণ্ঠ স্থির করিলেন, ১১ই পৌষ—২৮শে ডিসেম্বর।

পরদিন সকালবেলা দিবাকর, নিশাকর এবং যূথিকা অফিস-ঘরে মিলিত হইয়া যথাবিধি শাসন-সংসদ অর্থাৎ গভর্নিং বডি গঠিত করিল। সংসদের অধিনায়ক অর্থাৎ ডিরেক্টর হইল দিবাকর, যূথিকা হইল সেক্রেটারি অর্থাৎ সম্পাদিকা এবং নিশাকর হইল সহযোগী সম্পাদক অর্থাৎ জয়েন্ট সেক্রেটারি।

অল্প সময়—মাস আড়াইয়ের মাত্র দুই চার দিন বেশি; ইহারই মধ্যে সকল ব্যবস্থা শেষ করিতে হইবে। স্থির হইল, উপস্থিত বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র গৃহ নির্মিত না করিয়া জমিদার-ভবন হইতে অল্প পূর্বে একই প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা যে একতলা পাকা বাড়ি আছে, প্রয়োজনমত পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত করিয়া আপাতত তাহাতেই কাজ চালাইতে হইবে। রাজসাহী হইতে পুরাতন কণ্ট্রাক্টর ও হেড মিস্ত্রি আসিয়া কাজ বুঝিয়া ইট বালি চুন প্রভৃতি মাল-মসলার হিসাব করিয়া দিয়া গেল। কলিকাতার এক পরিচিত বড় কাঠের কারখানায় স্কুলের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্র ও পাঁচখানা পালকি ফরমাস দেওয়া হইল। পাঠ্য-পুস্তক ও পঠনসূচী প্রস্তুত হওয়ার পর কলিকাতা হইতে এক বিখ্যাত পুস্তকালয়ের কর্মচারী আসিয়া বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী মিলাইয়া প্রায় দুই হাজার টাকার মূল্যের পুস্তকের অর্ডার লইয়া গেল। কয়েকটা প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে স্কুলের প্রধান এবং অপরাপর শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। চতুর্দিকে নানাবিধ কর্মপরতার আলোড়ন জাগিয়া উঠিল।

গ্রামের কয়েকজন মহিলাকে লইয়া একটা কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত করিয়া যূথিকা প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়া দিল। সে স্বয়ং পালকি চড়িয়া মনসাগাছার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসিল, এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে কার্য-নির্বাহক সমিতির অপর সদস্যাদিগকে পাঠাইতে লাগিল। ফলে, বালিকারা উৎফুল্ল হইল, জননীরা সন্তুষ্ট হইল, বৃদ্ধারা পরিহাস করিল, এবং অভিভাবকেরা ব্যয়বৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইল।

ছুটির শেষে কলিকাতায় ফিরিবার দিন নিশাকর বলিল. "খুব খুশি হ'য়ে চললাম বউদি, চমৎকার কাজ এগোচ্ছে। ২৪শে ডিসেম্বর ফিরে এসেও যদি এই রকম খুশি হই, তা হ'লে চাই-কি, সেক্রেটারির পদ থেকে তোমাকে বরখাস্ত ক'রে জয়েণ্ট ডিরেক্টারের পদে বসিয়ে দিতেও পারি।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া যূথিকা হাসিতে লাগিল।

দিবাকর বলিল, "তবু ভাল, জয়েণ্ট ডিরেক্টারের পদে! তা নইলে যূথিকাকে ডিরেক্টারের পদে বসিয়ে আমাকে ডিগ্রেড ক'রে সেক্রেটারির পদে বসালেই গিয়েছিলুম আর কি! পাথরের ঠাকুর হ'য়ে তবু এক রকম চ'লে যাচ্ছে। পুরুত ঠাকুর হ'লে আর রক্ষে ছিল না।"

নিশাকর বলিল, "এ কথা আমি স্বীকার করি নে দাদা। ডিরেক্টরের কাজ তুমি যে রকম চালাচ্ছ তাতে তোমাকে—"

নিশাকরের কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল, "তাতে আমাকে শ্রীযুক্ত তথাস্তু বলাও চলে। যা কিছু তোরা দুজনেই তো করিস, আমি শুধু করি তথাস্তু—এই বই তো নয়।"

যূথিকা বলিল, "কিন্তু আমাদের সঙ্গে মতের অমিল না হ'লে তথাস্তু করা ছাড়া আর উপায় কি আছে বল?"

দিবাকর বলিল, "তোমাদের সঙ্গে মতের মিল না ক'রেও তো উপায় নেই; না করলেই যে ভুল করব। কিন্তু সে কথা যাক।" নিশাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কলকাতা গিয়েই সভাপতি

—কিন্তু ঐ পর্যন্তই আর কোনো কথা নেই। আবার ডাকলাম, 'যূথিকা', এবার উত্তর দিলে, অ্যাঁ'—কিন্তু এবারও ঐ একটি মাত্র অক্ষর, ঘাড় নীচু ক'রে পড়তে লাগল। তখন বেশ-একটু জোরে ডাক দিলাম—'যূথিকা!' এবার একটু অপ্রতিভ হ'য়ে 'বলো' ব'লে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, মুখ আমার দিকে থাকলেও মন তখনো বাইরের দিকেই আছে। এখন, এ রকম অবস্থায় বন্দুক খুলে সাফ করতে বসা ছাড়া আর কি করা যায় বল?" বলিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

স্মিতমুখে নিশাকর বলিল, "তা সত্যি।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে পুনরায় বিদ্যালয়ের সোপানের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল। দিবাকর বলিল, "এতক্ষণে তোর বউদিদি নিশ্চয় এসে বইয়ের ক্যাটালগ করার কাজে লেগেছে।"

নিশাকর বলিল, "চল না দাদা, পা টিপে টিপে গিয়ে দেখা যাক কোন্ কাজে বউদিদি আপাতত ব্যস্ত আছেন,—ক্যাটালগ করার কাজে, না, বই পড়ার কাজে!"

সন্তর্পণে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কক্ষে পদার্পণ করিয়া উভয়েই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া চেয়ার হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "কি ব্যাপার! এত হাসি কিসের ঠাকুরপো?"

নিশাকর হাসিতে হাসিতে বলিল, "'যূথিকা—উঁ, যূথিকা—অ্যাঁ, যূথিকা—বলো'র চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া আরক্ত-স্মিতমুখে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, "বেশ! এর মধ্যে সে কথাও হয়ে গেছে?"

কোনো কথা না বলিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

নিশাকর বলিল, "শুধু সে কথাই নয়, এমন অনেক কথাই

হয়েছে। তোমার কীর্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমার কথা বাদ দেবার উপায় আছে বউদি ?"

প্রতিবাদের সুরে যূথিকা বলিল, "না না, ঠাকুরপো, এরই মধ্যে অত বড় বড় কথা ব'লে ভয় দেখিয়ো না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত যদি কীর্তিই দাঁড়ায়, তা হ'লে সে কীর্তি তোমাদের দু ভাইয়েরই হবে। আমি তো একজন সামান্য কর্মী মাত্র!"

নিশাকর বলিল, "কিন্তু ঐ সামান্য কর্মীর মুখের দিকে তাকিয়েই তো দু ভাই যা-কিছু প্রেরণা পেয়েছি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

নিশাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার সহসা মনে পড়িয়া গেল, সুনীথ-নাথের অভিভাষণের একটা অংশ, যেখানে সুনীথ তাহার বিষয়ে ঠিক এই কথা না লিখিলেও, এই ধরনের কথাই লিখিয়াছিল। দিবাকরদের অনুরোধে অভ্যর্থনা-পক্ষের সভাপতি হইয়া সুনীথ তাহার অভিভাষণ লিখিয়া দিবাকর ও যূথিকার দেখিবার জন্য মনসাগাছায় প্রূফ পাঠাইয়াছিল। অভিভাষণে তাহার প্রতি প্রযুক্ত প্রশস্তির অংশটুকু লাল পেন্সিল দ্বারা চিহ্নিত করিয়া যাহাতে সুনীথ উক্ত অংশ পরিবর্জন করে, সেজন্য বিশেষভাবে অনুরোধপূর্বক যূথিকা নিশাকরকে পত্র লিখিয়াছিল।

ব্যস্ত হইয়া যূথিকা বলিল, "শোন ঠাকুরপো, প্রূফে যে জায়গাটা আমি লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিয়েছিলাম, সে জায়গাটা সুনীথ-দাদা বাদ দিয়েছেন তো ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিবার ভান করিয়া নিশাকর বলিল, "যতদূর মনে পড়ছে, তার একটি কথাও বাদ দেন নি ; উপরন্তু, তোমার চিঠি প'ড়ে অতিশয় খুশি হ'য়ে আরও দু-চার লাইন যোগ ক'রে দিলেন। সেই জন্যেই বোধ হয় অ্যাড্রেস ছাপাতে দেরি প'ড়ে গেল ব'লে আমার সঙ্গে আসতে পারলেন না।"

ব্যগ্রকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "তুমি আমার সে চিঠি সুনীথদাদাকে দেখিয়েছিলে ?"

"সগর্বে। অমন চমৎকার একখানা চিঠি দেখাবার সৌভাগ্য বাংলা দেশে কজন দেওরের ভাগ্যে ঘটে বল দেখি? আমি বাজি রেখে বলতে পারি, শতকরা পাঁচ জনেরও নয়।"

হতাশামিশ্রিত বিহ্বল কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "নাঃ, তোমরা দেখছি সেদিন সভায় আমার মুখ দেখাবার পথ রাখবে না।"

দিবাকর বলিল, "চল যূথিকা, সেদিন সকালবেলা তোমাতে আমাতে কোথাও পালিয়ে যাই,—দুজনেই নিজের নিজের মুখ লুকোবার উদ্দেশ্যে।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বাহিরে চুড়ির ঠুনঠুন শব্দ শুনিয়া বারান্দায় উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিয়া দিবাকর বলিল, "বউদি, আনন্দ তোমাকে কিছু বলবে ব'লে মনে হচ্ছে।" নিশাকর

আনন্দ যূথিকার খাস পরিচারিকা।

যূথিকা বলিল, "বলবে না কিছু। ও এসেছে আলমারিতে বই গুছিয়ে রাখবার কাজে আমাকে সাহায্য করতে।"

"বুঝেছি। আমরা তা হ'লে এখন স'রে পড়ি ?"

স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "আচ্ছা।"

উচ্ছ্বাসের সহিত নিশাকর বলিল, "কি আশ্চর্য! একেবারে সরাসরি ব'লে দিলে 'আচ্ছা'? ভদ্রতার খাতিরে আর পাঁচ মিনিটও সবুর সইল না? কি দারুণ কাজের লোক হয়েছ তুমি বউদি!"

সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, "বউদি নয়, সেক্রেটারি। ১১ই পৌষ পর্যন্ত বউদিদিকে দাবিয়ে রেখে এই রকম সংক্ষিপ্ত ভদ্রতা করবে তোমাদের সেক্রেটারি। তারপর ১২ই পৌষ থেকে, যখন সেক্রেটারি পিছনে স'রে দাঁড়াবে, তখন পাঁচ মিনিট কেন, পাঁচ দিন সবুরও সইবে।"

"আচ্ছা, আপাতত তা হ'লে মাননীয়া সেক্রেটারি মহাশয়াকে নমস্কার।" বলিয়া স্মিতমুখে নিশাকর দিবাকরের সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৭

উৎসবের পূর্বদিন সন্ধ্যার সময়ে সুনীথনাথ কলিকাতা হইতে মনসাগাছায় পৌঁছিল।

প্রথম অভ্যর্থনা তাহাকে দিল যূথিকা। নত হইয়া প্রণাম করিয়া সলজ্জ স্মিতমুখে বলিল, "আসুন দাদা, আসুন। কিন্তু এত দেরি ক'রে আসতে হয়?"

"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" বলিয়া সহাস্যমুখে সে কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া নিশাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুনীথ বলিল, "ইনি যে তোর বউদিদি, সে কথা বোধ হয় জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই নিশা?"

নিশাকর বলিল, "না, নিশ্চয়ই নেই। ইনিই বউদিদি।"

"অত বেশি প্রশংসা ক'রে ভয় দেখিয়েছিলি ভাই,—চোখে দেখে সে ভয় কাটল।"

সকৌতুকে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের ভয় সুনীথদা?"

সুনীথ বলিল, "ডিস্অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের,—নৈরাশ্যের। কোনো কিছুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলেই ভয় হয়, সাক্ষাৎ পরিচয়ে হয়তো নৈরাশ্যের আঘাত ভোগ করতে হবে। জানিস দিবা, আগ্রায় তাজমহল দেখেও প্রথমটা আমি সেই আঘাত অনুভব করেছিলাম, যদিও পরে ক্রমশ তা কেটে গিয়েছিল।"

সুনীথের কথা শুনিয়া মনে মনে অতিশয় খুশি হইয়া সহাস্যমুখে নিশাকর বলিল, "বউদিদিকে দেখে কি মনে হ'ল শুনি?"

"কি মনে হ'ল?" যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থানের পর সুনীথ বলিল, "মনে হ'ল, যেমন আধেয়, তেমনি আধার; ঠিক যেন গোলাপ ফুলের মধ্যে জুঁই ফুলের গন্ধ।"

যূথিকা বলিল, "দোহাই দাদা, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলে শুধু

আপনারই ভয় হয় না, আমারও হয়। নওগাঁ থেকে মনসাগাছা তিন ক্রোশ পথ আসতে কি রকম কষ্ট হয়, তা সকলেরই জানা আছে। সুতরাং এ সব বাজে কথা ছেড়ে একেবারে সোজা গোসলখানায় গিয়ে ঢুকুন;—সেখানে আপনার জন্যে গরম জল, ধুতি, তোয়ালে, সাবান, মাজন—সব তৈরি আছে। আমি চললাম আপনাদের চা-পানের ব্যবস্থা দেখতে। চা খেতে খেতে আবার কথাবার্তা হবে, কিন্তু দোহাই আপনার, দয়া ক'রে তখন আর এ-ধরনের বাজে কথা বলবেন না।"

কিন্তু আধ ঘণ্টাটাক পরে চায়ের আসরে সুনীথনাথ কথায় কথায় এই ধরনের কথাই পুনরায় উত্থাপিত করিল। দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি তোকে গভীরভাবে অভিনন্দিত করছি দিবা। একাধারে এই লক্ষ্মী-সরস্বতীর সংযোগ কি ক'রে লাভ করলি, তখন থেকে তাই শুধু ভাবছি।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "সৌভাগ্যের জোরে সুনীথদা,—আর কোনো রকমে নয়। ঠিক যেমন, দুর্ভাগ্যের জোরে যূথিকা আমাকে লাভ করেছে। সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য—দুই খুব জোরালো জিনিস।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথ বলিল, "বাজে কথা বলিস নে দিবা। মনে নেই, এবারকার চায়ের বৈঠকে বাজে কথা বলতে নিষেধ আছে।" তাহার পর যূথিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, যদিও-বা আমি যৎসমান্য বাজে কথা ব'লে থাকি, আপনার স্বামী তার তুলনায় অনেক বেশি বলেছেন। সুতরাং সামলান আপনার স্বামীকে।"

যূথিকা কোনো কথা বলিবার পূর্বে বিস্ময়চকিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "আপনার স্বামী কি বলছ সুনীথদা!"

ততোধিক বিস্মিত কণ্ঠে সুনীথ বলিল, "তবে কার স্বামী বলব?"

সুনীথের কথা শুনিয়া যূথিকা ও নিশাকর একযোগে হাসিয়া উঠিল।

দিবাকর বলিল, "আহা-হা। সে কথা নয়। 'তোমার স্বামী' বলবে। আমাকে 'তুই' ব'লে সম্বোধন ক'রে যূথিকাকে 'আপনি' বললে মনে করব, তুমি একটা অঙ্ক কষেছ।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথনাথ বলিল, "সর্বনাশ! কিসের অঙ্ক রে?"

দিবাকর বলিল, "ত্রৈরাশিকের। ম্যাট্রিক ফেলের সম্বোধন যদি 'তুই' হয়, তা হ'লে এম.এ. পাসের সম্বোধন কি হবে? উত্তর—'আপনি'। এই অঙ্ক। ম্যাট্রিকের অঙ্কে ফেল করতাম ব'লে মনে ক'রো না—এ অঙ্কেও ফেল করব।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুনীথনাথ বলিল, "না, এ অঙ্কেও তুই ফেল করেছিস।"

এবার কথা কহিল যূথিকা। সুনীথনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমারও একটা অঙ্কের কথা বলবার আছে দাদা। ওঁকে 'তুই' ব'লে সম্বোধন ক'রে আমাকে 'আপনি' বললে, আমিও মনে করব, আপনি একটা অঙ্ক কষেছেন।"

গভীর কৌতূহলের স্বরে সুনীথ বলিল, "সত্যি না-কি? সে আবার কিসের অঙ্ক কষলাম শুনি?"

যূথিকা বলিল, "ঐ ত্রৈরাশিকেরই। গভীর স্নেহের সম্বোধন যদি 'তুই' হয়, তা হ'লে 'আপনি' কি রকম স্নেহের সম্বোধন হবে? উত্তর—'অল্প স্নেহের'। এই অঙ্ক।"

যূথিকার কথা শুনিয়া সুনীথ, দিবাকর এবং নিশাকর তিনজনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

নিশাকর বলিল, "নির্ভুল অঙ্ক। একেবারে নির্ভুল।"

সুনীথ বলিল, "দেখা যাচ্ছে, শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই নয়, যুক্তি-

তর্কের শাস্ত্রেও তোমার যথেষ্ট বুৎপত্তি আছে। সুতরাং আর তোমাকে 'তুমি' না বলবার পথ খুঁজে পাচ্ছি নে যূথিকা।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল,"আরও আগেই সে পথ হারানো উচিত ছিল।"

চা-পান করিতে করিতে এক সময়ে সুনীথ জিজ্ঞাসা করিল, "শিক্ষয়িত্রীদের তোমাদের পছন্দ-হয়েছে তো যূথিকা?"

যূথিকা বলিল, "আপনি বাছাই ক'রে দিয়েছেন, পছন্দ হবে না আবার? প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে তো খুবই উপযুক্ত মনে হ'ল, অন্য দুটিও বেশ ভাল।"

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের ফলে যে-সকল আবেদন আসিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে দেখিয়া শুনিয়া তিনজনকে সুনীথ মনোনীত করিয়াছিল।

সুনীথ জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে তোমরা কজন নিযুক্ত করলে?"

যূথিকা বলিল, "তিনজন। দুজন রাজসাহী থেকে, আর দিনাজ-পুর থেকে একজন। ছাত্রী তো সবে চল্লিশটি; উপস্থিত ছজন শিক্ষয়িত্রীতেই চ'লে যাবে।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

সুনীথ বলিল, "দু শো ছাত্রীর পক্ষেও ছজন শিক্ষয়িত্রী যথেষ্ট।"

কথায় কথায় চা-পানের সুপ্রচুর পর্ব শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রসন্নমনে দিবাকর বলিল, "কথা আছে, চা খাওয়ার পর তোমার সম্মানে আজ একটু ঐকতানবাদন হবে সুনীথদা। যূথিকা বাজাবে এসরাজ, আর আমি সেতার।"

"আর নিশা কিছু বাজাবে না?"

সুনীথের কথায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। দিবাকর বলিল, "নিশার বাজাতে হ'লে একমাত্র খাতা-পেন্সিলই বাজাতে হয়; কারণ, তা ছাড়া তো আর কোনো জিনিসের চর্চা ও করে নি।"

স্মিতমুখে নিশাকর বলিল, "পরীক্ষার পর এ দুর্নামের শেষ করব বউদিদির কাছে এসরাজ শিখে।"

নিশাকরের মুখে সুনীথনাথ সংগীত বিষয়ে যূথিকার পারদর্শিতার কথা শুনিয়াছিল। নিজে সংগীতজ্ঞ না হইলেও চিরদিন সে সংগীতের অনুরাগী শ্রোতা। দিবাকরের প্রস্তাবে অতিশয় প্রীত হইয়া বলিল, "তোরা দুজনে আমাকে সেতার আর এসরাজ শোনাবি —এর চেয়ে আনন্দ আর সম্মানের ব্যবস্থা আমার পক্ষে আর কিছু হ'তে পারে না দিবা। কিন্তু তার আগে সামান্য একটু কাজ সেরে নিই।"

সকৌতূহলে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ সুনীথদা?"

"এমন কিছু নয়।—" বলিয়া সুনীথ কলিকাতা হইতে তাহার সহিত নন্দ নামে যে পরিচারক আসিয়াছিল, তাহার দ্বারা পুরু ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা লম্বা আকারের প্যাকেট আনাইল। তাহার পর ফিতা খুলিয়া কাগজ ছিঁড়িয়া বাহির করিল একটা সুদৃশ্য মূল্যবান স্টীল-কেস, তাহার মধ্যস্থলে উজ্জ্বল পালিশ করা নিকেলের মোটা মোটা ইংরেজী অক্ষরে লেখা—যূথিকা ব্যানার্জি।

সবিস্ময়ে যূথিকা বলিল, "এ কি ব্যাপার দাদা?"

সুনীথ বলিল, "অতি সামান্য ব্যাপার। এর মধ্যে কিছু ফল এনেছি তোমার জন্যে। কিন্তু আমার বাগানে যে ফল ফলে, সেই ফলই এনেছি। তোমার বাগানে যে ফল ফলে, সে ফল আনি নি। এ তোমার মিষ্টি লাগবে কি-না জানি নে।"

শুনিয়া ফলের স্বরূপ জানিবার জন্যে যূথিকা হইতে নিশাকর পর্যন্ত কাহারও কৌতূহলের অবধি রহিল না।

দিবাকর বলিল, "ও ফলে আমি যদি ভাগ বসাই, তা হ'লে আমারও মিষ্টি লাগবে তো সুনীথদা?"

স্মিতমুখে সুনীথ বলিল, "কি ক'রে জানব ভাই? এক-আধটা চেখে দেখিস, তা হ'লেই বুঝতে পারবি।"

মানিব্যাগ হইতে রিং-এ গাঁথা এক জোড়া চাবি বাহির করিয়া স্নীথ যূথিকার হস্তে প্রদান করিল।

চাবি লইয়া যূথিকা বলিল, "খুলব ?"

স্নীথ বলিল, "নিশ্চয় খুলবে।"

বাক্স খুলিয়া বাহির হইল ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রের এক সেট্ বাছাই-করা পুস্তক; মূল্যবান লাল মরক্কো চামড়ায় প্রত্যেকটি বাঁধানো এবং প্রত্যেকটিতে স্বর্ণাক্ষরে যূথিকার নাম মুদ্রিত।

আনন্দোৎফুল্ল মুখে একখানা বই হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে যূথিকা বলিল, "ফলই বটে! ঠিক যেন লাল টুক্টুকে বিলিতী আপেল।"

দিবাকরের হাতেও একখানা বই ছিল, সে বলিল, "দেখতে বিলিতী আপেল হ'লেও কাজে কিন্তু আমার পক্ষে কাবলী অখরোট। সাধ্য কি যে দাঁত বসাই!" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিবাকরের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "আমার পক্ষেও তাই।" তাহার পর স্নীথের দিকে চাহিয়া বলিল, "গেট তো খুলে দিলেন দাদা, কিন্তু বাগানে পা দিতে ভয় পাচ্ছি।"

বিস্মিতকণ্ঠে স্নীথ জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের ভয় ?"

যূথিকা বলিল, "অনধিকার প্রবেশের।"

মাথা নাড়িয়া স্নীথ বলিল, "না না, অনধিকার প্রবেশের তোমার কোনো ভয় নেই ;—যেখানে তুমি পদার্পণ করবে, দেখবে সেখানেই তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

নিশাকর বলিল, "কিন্তু দোহাই বউদি, উপস্থিত দিন দুই যেন বেশি ক'রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ো না। ও-বাগানে একবার তোমাকে হারালে কালকের কাজে সমূহ ক্ষতি হবে।"

স্নীথ বলিল, "সর্বনাশ! সে ভয় যখন আছে, তখন আপাতত

আমি বাগানের গেট বন্ধ ক'রে দিই, শেষকালে নিশাকর না বলে—বাগানের ফল অতীব কুফল।" বলিয়া যে কয়খানা বই হাতে হাতে অবস্থান করিতেছিল এবং টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল, কেসের মধ্যে ভরিয়া ফেলিয়া চাবি লাগাইয়া রিংটা যূথিকার হস্তে দিয়া বলিল, "এবার আরম্ভ কর তোমাদের ঐকতানবাদন। কে সেতার, আর কে এসরাজ?"

দিবাকরের আদেশে একজন পরিচালক সেতার ও এসরাজ নিকটে রাখিয়া গিয়াছিল; সেতারটা তুলিয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "আজ আমি সেতার।"

যূথিকা এসরাজ তুলিয়া লইল।

সুনীথ বলিল, "বেশ। কি রাগিণী বাজাবে?"

দিবাকর বলিল, "কেদারা।"

"উত্তম!" বলিয়া সুনীথ পার্শ্ববর্তী ফরাসে উঠিয়া গিয়া একটা তাকিয়া টানিয়া জুৎ করিয়া বসিল।

পূর্ব হইতে সুর বাঁধাই ছিল; অল্প-স্বল্প মিলাইয়া লইয়া উভয়ে বাজাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে যূথিকা কিছুক্ষণ কেদারা রাগের আলাপ করিল; তাহার পর করিল দিবাকর; তৎপরে পুনরায় যূথিকা; তৎপরে দিবাকর। এইরূপে কয়েকবার পর্যায়ক্রমে আলাপের পর সহসা এক সময়ে একটা বিশেষ ইঙ্গিতে উভয়ের চক্ষু মুহূর্তের জন্য মিলিত হইল এবং পর-মুহূর্তেই সমস্বরে আরম্ভ হইয়া গেল কেদারা রাগের গৎ।

মুগ্ধচিত্তে তন্ময় হইয়া সুনীথ বাজনা শুনিতেছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া বাজিয়া বাদ্য শেষ হইলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া অবশেষে সে বলিল, "বেশি আর কি বলব ভাই, আশীর্বাদ করি তোমাদের দুজনের জীবনও যেন এই দুটি বাজনার মত এমনি একসুরে এই রকম মাধুর্যের সঙ্গে চিরদিন একত্রে বাজে।"

প্রসন্নমুখে দিবাকর বলিল, "তোমার এ আশীর্বাদের চেয়ে আর কোন আশীর্বাদই আমাদের পক্ষে বড় হতে পারে না সুনীথদা, কারণ এই দুটি বাজনাই প্রথম-কারণ হয়ে আমাদের দুজনের মিলন ঘটিয়েছিল। তা নইলে, দুজনের মধ্যে এতবড় একটা বাধা ছিল যে, সাধারণভাবে অগ্রসর হ'লে আমাদের দুজনের বিয়ে বোধ হয় কিছুতেই সম্ভব হ'ত না।"

যূথিকার চক্ষে মৃদু ভর্ৎসনার কুঞ্চিত দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া দিবাকর হাসিয়া বলিল, "এ কথায় রাগ করছ কেন যূথিকা? এ কথা তো বাজে কথা নয়।"

উত্তর দিলে সুনীথনাথ; বলিল, "না, এ কথাও বাজে। নিশার মুখে আমি সব শুনেছি। জানিস তো কলম বাঁধতে হ'লে দুটো কলমের গাছে বাঁধা হয় না,—কলমের গাছে আর আঁটির গাছে বাঁধতে হয়। তোদের মিলনের ফলও কলম বাঁধার মতই শুভ হবে।"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে মনে রেখো যূথিকা, একজন মস্ত বড় পণ্ডিত মানুষের মতে তুমি হচ্ছ কলমের গাছ, আর আমি হচ্ছি আঁটির।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি বাড়িয়া গিয়াছিল, আহারের জন্য প্রসন্নময়ীর নিকট হইতে তলব আসিয়াছিল, সুতরাং সেদিনের মত নৈশ বৈঠক সেইখানেই শেষ হইল।

অনুকরণের চমক তাহাতে যথেষ্ট, কিন্তু জীবনের রসায়নে ইহা সরল। লালপাড় গরদের শাড়ির মহিমা, দেহের সুমিষ্ট সঙ্কোচ, মুখের ইংরেজী ভাষা—সমস্ত মিলিয়া একটা যেন অপরূপের ঝলমলানি।

ধূলা-পায়ে ক্লান্তদেহে একটা সংক্ষিপ্ত চা-পানের ব্যবস্থা ছিল, তাহার পর স্নান; তৎপরে বেলা একটার সময়ে লাঞ্চে ভূরিভোজনের আয়োজন।

রাজসাহী হইতে সদ্য-উপনীত পাঁচজন অতিথি এবং সুনীথ ও নিশাকর—এই সাতজনের একত্রে লাঞ্চে বসিবার কথা। সাহেব এবং মেম সাহেবদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দিবাকর গিয়াছিল অপর নিমন্ত্রিতদের দলে যোগ দিতে।

ভোজন-টেবিলের চতুর্দিকে আটখানা চেয়ার পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে একটা চেয়ারের সম্মুখে ছুরি কাঁটা চামচ প্লেটের অভাব। যথাকালে বোঝা গেল, সেই বিশেষ চেয়ারটা যূথিকার জন্য অভিপ্রেত।

সবিস্ময়ে মিস্টার ফরেস্টার বলিল, "এ কি ব্যাপার! আপনি খাবেন না মিসেস্ ব্যানার্জি?"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "আমি পরে খাব।"

"কেন? পরে কেন?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিল সুনীথনাথ, বলিল, "আমি জানি তার কারণ। আমাদের আহারপর্ব যাতে অব্যাহত হয়, আপাতত তিনি শুধু সেই দিকেই আত্মনিয়োগ করতে চান। তাই তিনি এখন খাবেন না।"

মিস্টার উইলসন বলিল, "কিন্তু সে কাজটা তিনি তো আমাদের সঙ্গে খেতে ব'সেও করতে পারতেন ডক্টার চ্যাটার্জি।"

সুনীথ বলিল, "তা হয়তো পারা উচিত। কিন্তু মিস্টার উইলসন, সংসারে যদি এমন একদল মিসেস্ ব্যানার্জি থাকেন যাঁরা খাওয়ার চেয়ে খাওয়ানোতেই বেশি তৃপ্তি পান, তা হ'লে আমরা কি করতে পারি বলুন?"

মিসেস্ উইলসন বলিল, "কিন্তু সংসারে আবার যদি এমন একজন মিসেস্ উইলসনও থাকে যে অভুক্ত হোস্টেসকে পিছন ফেলে খাওয়ার চেয়ে সঙ্গে নিয়ে খেতেই বেশি তৃপ্তি পায়, তা হ'লেই বা আপনারা কি করতে পারেন বলুন ?"

মিসেস্ উইলসনের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

সুনীথ বলিল, "তা হ'লে মিসেস্ ব্যানার্জি এবং মিসেস্ উইলসনদের যথাসম্ভব শীঘ্র একটা মীমাংসায় উপনীত হবার জন্যে অনুরোধ ক'রে ক্ষুধা চাপতে থাকা ছাড়া আর আমরা কিছুই করতে পারি নে।"

সুনীথনাথের কথায় আর একটা উচ্চতর হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

এবার কথা কহিল ভবতোষ মিত্র ; বলিল, "অভুক্ত অবস্থায় অতিথি-সৎকার করা হিন্দু কল্পনায় একটা পুণ্যাচরণ। মিসেস্ ব্যানার্জি যদি আজ সেই পুণ্য অর্জন করবার সঙ্কল্প ক'রে থাকেন তা হ'লে তাঁকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত না ক'রে আমাদের ব'সে পড়াই বোধ হয় সমীচীন।"

ঠিক এই যুক্তির দ্বারাই প্রবর্তিত না হইলেও, ভবতোষ মিত্রের উপদেশ পালন করিয়া সকলে খাইতে বসিয়া গেল এবং কখনও চেয়ারে বসিয়া গল্প করিয়া করিয়া, কখনও বা ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকের প্রয়োজন দেখিয়া দেখিয়া যূথিকা সকলকে খাওয়াইতে লাগিল।

ইউরোপীয় আহার-টেবিলে ঠিক এরূপ উপরোধ-অনুরোধের প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও ইংরেজ অতিথিগণ ইহার দ্বারা পরিতুষ্টই হইল। এমন কি, অভুক্ত হোস্টেসকে পিছনে ফেলিয়া আহারকার্যের মধ্যে মিসেস্ উইলসনের ক্ষেত্রেও তৃপ্তির কিছুমাত্র অল্পতা লক্ষ্য করা গেল না।

বেলা তিনটা হইতে সভা আরম্ভ হইবার কথা,—তাহার মিনিট দশেক পূর্বেই স্থানীয় এবং স্থানান্তরের দর্শকমণ্ডলীতে সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সভাবেদীর উপরে বিশিষ্ট সদস্যগণের আসন। তাহা হইতে কিছু দূরে দক্ষিণ দিকে শুভ্র সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরালে মনসাগাছা এবং সন্নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের ভদ্রমহিলাদিগের বসিবার স্থান।

আড়াইটা হইতে তোরণ-মঞ্চে সানাই বাজিতেছে। ঠিক বেলা তিনটার সময়ে উৎসব-সভা হইতে কিয়দ্দূরে বোমা বিদারণের একটা প্রচণ্ড শব্দ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপের ভিতর আরম্ভ লইয়া গেল উদ্বোধন-সঙ্গীত। সঙ্গীত শেষ হইলে সুনীথনাথের প্রোগ্রামের কপিতে যেরূপ দেখা গিয়াছিল, স্বস্তিবাচন হইতে আরম্ভ হইয়া তদনুক্রমে সভার কার্য অগ্রসর হইল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে সুনীথ তাহার ইংরেজী অভিভাষণের পাঠ শেষ করিয়া ইংরেজী-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বুঝিবার জন্য বাংলা ভাষায় তাহার সারমর্ম বিবৃত করিল। তৎপরে উপস্থিত হইল বালিকা-বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার পালা।

ফিকা নীল রঙের বস্ত্রের উপর শ্বেতপুষ্পখচিত একটি সুদৃশ্য আবরণের দ্বারা স্কুল প্রবেশের প্রধান পথটি অবরুদ্ধ ছিল। মূল সভাপতি মিস্টার ফরেস্টার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মিসেস্ ফরেস্টার তথায় গমন করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে নিনাদিত সাতটি শঙ্খের সমবেত ধ্বনির মধ্যে একটা রেশমী ফিতার টানে আবরণটি অপসারিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল;—এবং তাহার পশ্চাতে অনুসরণ করিল সর্বোচ্চ ক্লাসের জন্য নির্বাচিত পাঁচটি ছাত্রীর সহিত প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ করুণা মিত্র,

অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীগণ, স্কুল-কর্তৃপক্ষ এবং মিস্টার ফরেস্টার প্রমুখ জন দশ-বারো বিশিষ্ট অভ্যাগত।

স্কুলের বিভিন্ন কক্ষগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করিয়া সকলে অবশেষে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কক্ষে সমবেত হইলে সেখানে ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীদিগের মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান আচরিত হওয়ার পর সকলে পুনরায় সভামণ্ডপে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর মিস্ করুণা মিত্র তাহার ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে সভাপতির আহ্বানে দর্শকমণ্ডলীর ভিতর হইতে রাজসাহী কলেজের একটি অধ্যাপক এবং মিস্টার উইলসন অল্প কিছু আলোচনা করিল।

আর কাহারও কিছু বলিবার লক্ষণ না দেখিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মিস্টার ফরেস্টার মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি কিছু বলুন না মিস্টার ব্যানার্জি ?"

প্রস্তাব শুনিয়া সঙ্কোচে ও ভয়ে দিবাকরের কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সে তাহার সুদৃঢ় অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

সভাপতির কানে কানে সুনীথ মৃদুস্বরে কিছু বলিতেই সভাপতি আর দিবাকরকে অনুরোধ করিল না। সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে দিবাকর বুঝিল, সুনীথের অনুকম্পায় সে রক্ষা পাইয়াছে।

পর-মুহূর্তে সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যূথিকার নিকট গমন করিয়া সুনীথ মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার শুধু নির্বাক হ'য়ে ফুটে থাকলে আর চলছে না যূথিকা,—সবাক হতে হবে।"

ত্রস্তকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কেন দাদা ?"

"সভাপতির অনুরোধ, তুমি কিছু বল।"

আরক্তমুখে যূথিকা বলিল, "না দাদা, সে আমি কিছুতেই পার্ব না। আপনি দয়া ক'রে সভাপতিকে বুঝিয়ে বলুন।"

সুনীথ বলিল, "ঐ দেখ, আগ্রহভরে সভাপতি তোমার দিকে চেয়ে আছেন।"

যূথিকা চাহিয়া দেখিতে একটু উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মিস্টার ফরেস্টার বলিল, "দয়া ক'রে আপনি কিছু বললে আমরা অতিশয় আনন্দিত হব মিসেস্ ব্যানার্জি। আপনি কিছু না বললে আজকের এ অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকবে।"

দূর হইতে ভবতোষ মিত্র বলিল, "অল্প ক'রে কিছু বলুন বউমা।" দক্ষিণ দিক হইতে মিসেস্ ফরেস্টার অনুরোধ করিল; বাম দিক হইতে মিসেস্ উইলসনের উপরোধ আসিল; পিছন দিক হইতে নিশাকর বলিল, "দোহাই বউদিদি, আমাদের মুখ রক্ষে কর।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কিছু ভাবিয়া, হয়তো বা কিছু না ভাবিয়াই, যূথিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, ঠিক যেরূপে ইহার পূর্বে অনেক সভায় অনেক ব্যক্তিই উপরোধ অনুরোধের পীড়নে নিরুপায় হইয়া কিছু বলিবার অভিপ্রায় না থাকা সত্ত্বেও কিছু বলিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক্ষণকাল মনে মনে নিজেকে যথাসাধ্য সংবিষ্ট করিয়া লইয়া একবার সম্মুখস্থ জনমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিতে আরম্ভ করিল, "শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমি—"

"ইংরিজীতে, ইংরিজীতে, ইংরিজীতে ?"

চতুর্দিকে রব উঠিল যূথিকাকে ইংরেজীতে বলিবার অনুরোধের। দৈবাৎ, অথবা ইচ্ছাবশেই হউক, যূথিকার দৃষ্টি মিলিত হইল স্বামীর দৃষ্টির সহিত। দিবাকরও ঘাড় নাড়িয়া সেই একই কথা বলিল, "ইংরিজীতেই বল।"

পুনর্বার এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া অবস্থান করিয়া যূথিকা ধীরে ধীরে

বলিতে আরম্ভ করিল, "মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, লেডিস্ অ্যাণ্ড জেন্‌ট্‌ল্‌মেন্" —তাহার পর তরল সুমার্জিত ইংরেজীতে প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাহার বক্তৃতা শেষ করিয়া দীর্ঘস্থায়ী করতালি এবং হর্ষোচ্ছ্বাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করিল।

যূথিকার বক্তৃতার প্রধান অংশের মর্ম কতকটা এইরূপ—বিধাতা মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যা দেন নাই। একমাত্র মানুষ ছাড়া যে পরমা বুদ্ধি হইতে জীব-জগতের অপর সকল প্রাণী বঞ্চিত, যে পরমা বুদ্ধি মানুষ বিধাতার বরপাত্ররূপে তাঁহার নিজ হস্ত হইতে পাইয়াছে, সেই শাণিত বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানের ক্ষেত্র কর্ষিত করিয়া করিয়া সে স্বয়ং বিদ্যার ফসল অর্জন করিয়াছে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কর্ষণের ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্র উর্বর হইয়া বিদ্যা সমৃদ্ধ হইয়াছে। যেখানে উপযুক্ত কর্ষণের অভাবে ভূমি যথেষ্ট উর্বরা নহে, যেখানে বিদ্যার স্বল্পতা, সেখানে মানুষের অসম্পূর্ণতা, সেখানে মানুষের পরাজয়, অপমান। কিন্তু আজ যদি বলি, মনসাগাছা অঞ্চলের বালিকাদের চিত্তভূমি অনুর্বর ক্ষেত্র, ঘাটতি জমি,—তাহা হইলে সত্যভাষণ হইবে, কিন্তু সে সত্যভাষণের মধ্যে অপমান নাই; কারণ আজ আমরা অনুর্বর ক্ষেত্রকে উর্বর করিবার জন্য উদ্যত। অভাবের মধ্যে দৈন্য আছে, কিন্তু অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৈন্য নাই। এইরূপ সংগ্রামে আমরা রত হইয়াছি বলিয়া ডক্টর চ্যাটার্জি তাঁহার অভিভাষণে আমাদিগকে প্রচুর বাহাদুরি দিয়াছেন। কিন্তু সহৃদয়তাবশত তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা আমাদের যথার্থ প্রাপ্য—এ ভুল যেন আমরা কদাচ না করি। আজ যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কর্তব্যপালনে গৌরব নাই, অপালনে অগৌরব আছে। আমাদের নিকটবর্তী আশপাশের মানুষের অসম্পূর্ণতা লাঘব করিবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা তদ্বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকি, তাহা হইলেই

কর্তব্যের আপালন। কারণ, বিদ্যা মানুষের অপরিহার্য অংশ বলিয়া, এক পক্ষে তাহা যেমন দাবি করিবার অধিকার আছে, অপর পক্ষেও ঠিক তেমনি তাহার যোগান দিবার দায়িত্ব। সৎকার্যের পথে বহু বাধা। আমাদের এ কার্য যে সৎকার্য, বাধার দিক দিয়াও আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি। আপনারা আজ আশীর্ব্বাদ করুন, বাধার মধ্যেই যেন বাধাকে অতিক্রম করিবার শক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই। ডক্টর চ্যাটার্জি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আজিকার এই গার্লস্ স্কুল, যাহা ফুল হইয়া আজ ফুটিল, পাঁচ বৎসর পরে গার্লস্ কলেজের ফলে পরিণত হইবে। আমাদের এই প্রচেষ্টার সফলতা ডক্টর চ্যাটার্জির সাঙ্কেতিক মূর্তিতেই যেন আমাদিগকে চরিতার্থ করে, এই আমার অন্তরের ঐকান্তিক কামনা।

যাহারা ইংরাজী বুঝে, যূথিকার ভাব এবং ভাষার পারিপাট্যে তাহারা চমৎকৃত হইল; যাহারা বুঝে না, তাহাদিগকে মুগ্ধ করিল যূথিকার শান্ত সুন্দর মূর্তি এবং সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। মিস্টার ফরেস্টার তাহার বক্তৃতাকালে যূথিকার বক্তৃতার প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলিল, "একটা কথা সুস্পষ্ট করবার জন্যে যদি আমাকে উপমার সহায়তা অবলম্বন করতে হয় তা হ'লে বলব, আজকের এই স্কুল এবং স্কুল প্রতিষ্ঠাকে যদি 'দেহ' ব'লে অভিহিত করি, তা হ'লে মিসেস্ ব্যানার্জিকে বলব তার 'প্রাণ', আর সেই প্রাণশক্তির মধ্যে যে সজীবতা এবং গতিবেগের প্রাচুর্য লক্ষ্য করছি তাতে দেহের ঋদ্ধি এবং বৃদ্ধি যে সুনিশ্চিত, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিভা যখন কার্যকরী শক্তির কর্ণধার হয়ে বসে, তখন সাফল্যের তীরভূমিতে উপনীত হ'তে বিলম্ব হয় না। মিসেস্ ব্যানার্জির মধ্যে প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের যে মণিকাঞ্চন যোগ দেখছি তাতে সাফল্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বন্ধন-রজ্জু হাতে নিয়ে তাঁকে ধরা দেবে—এ কথা আমি এখানে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ব'লে যাচ্ছি।"

সভাভঙ্গের পর দেখা গেল, প্রথম আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে যূথিকা। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে উৎসুক এবং আগ্রহশীল ব্যক্তির আবর্তন। প্রশ্নে প্রশ্নে এবং প্রশংসায় প্রশস্তিতে তাহার নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে যূথিকার নিকট লইয়া আসিয়া ভবতোষ মিত্র বলিল, "ইনি, শ্রীযুক্ত শিবনাথ চৌধুরী, রাজসাহীর একজন বড় উকিল। সারদাশঙ্কর গার্লস হাই ইংলিশ স্কুলের ইনি প্রেসিডেণ্ট। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এঁদের স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে। তার পরের যা কথা, তা শিবনাথবাবুর মুখ থেকেই শুনুন।"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "সেই উৎসবে আপনাকে যোগদান করতে হবে। যথাসময়ে আপনার কাছে আমাদের সাদর নিমন্ত্রণ পৌঁছবে, কিন্তু তার আগে আমি নিজ মুখে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি, আমাকে কথা দিন মিসেস্ ব্যানার্জি।"

ঈষৎ আরক্ত মুখে যূথিকা বলিল, "আপনি আমাদের উৎসবে যোগদান করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন চৌধুরী মশায় ;—কিন্তু যে ঋণে আমাদের আবদ্ধ করেছেন, আমার মত সামান্য মানুষ আপনাদের উৎসবে যোগদান করলে সে ঋণ শোধ হবে না। সুতরাং দয়া ক'রে আমাকে যদি ক্ষমা করেন তা হ'লে ভাল হয়।"

নির্বন্ধসহকারে শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "না না মিসেস্ ব্যানার্জি, অযথা কথা ব'লে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করবেন না। আপনাকে যেতেই হবে। আপনি দয়া ক'রে আমাকে কথা দিন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা না ক'য়ে আমি তো কিছু বলতে পারছি নে চৌধুরী মশায়। চিঠি লিখে পরে আপনাকে জানাব। কেমন ?"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "এর জন্যে চিঠি লেখালেখির অপেক্ষায়

থাকবার দরকার কি মিসেস্ ব্যানার্জি,—আমি এখনি দিবাকরবাবুর সঙ্গে কথা ক'য়ে তাঁর সম্মতি নিয়ে নিচ্ছি।"

অদূরে ফরেস্টারের নিকটে দাঁড়াইয়া নিশাকর, দিবাকর এবং সুনীথ কথোপকথন করিতেছিল। কয়েক পা আগাইয়া গিয়া শিবনাথ চৌধুরী একটু ইশারা করিতে দিবাকর আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুক্তকরে শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "একটা প্রার্থনা আছে দিবাকর-বাবু, দয়া ক'রে মঞ্জুর করতে হবে।"

ব্যগ্র কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "প্রার্থনা বলবেন না চৌধুরী মশায়, আদেশ বলুন।"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "আজ এখানে এসে এত আনন্দ পাব তা একবার কল্পনাও করি নি। আমাদের কালেক্টার সাহেবের ভাষাতেই বলি, এই স্কুল সংগঠন ব্যাপারে প্রাণশক্তির অপরূপ লীলা দেখে বিস্মিত হয়েছি। আমার এই পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের মধ্যে রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে ঐশ্বর্যে বাক্যে এমন একটি বাঙালী মেয়ে দেখি নি যার তুলনা মিসেস্ ব্যানার্জির সঙ্গে করা যেতে পারে। মিসেস্ ব্যানার্জি আমাদের রাজসাহী জেলার গৌরব। কিন্তু সেই গৌরবের বস্তুকে মনসাগাছা যদি শুধু নিজের চতুঃসীমার মধ্যে আটকে রাখে তা হ'লে কারাগার ব'লে মনসাগাছার আমরা নিন্দে করব।" বলিয়া শিবনাথ চৌধুরী হাসিতে লাগিল।

ঈষৎ আরক্ত মুখে প্রথমে স্বামীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে চৌধুরী মশায়, আপনার স্নেহ বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে আমি সমর্থ হয়েছি। কিন্তু—"

যূথিকাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "না না মিসেস্ ব্যানার্জি, শুধু স্নেহই নয়, শ্রদ্ধাও যথেষ্ট।

যে জিনিস আপনার অবশ্যপ্রাপ্য, তার জন্যে কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "কিন্তু চৌধুরী মশায়, আসল কথাটা শোনবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। কারাগার ব'লে মনসাগাছার নিন্দিত হবার আশঙ্কা কেন, সে কথা তো বুঝতে পারছি নে।"

তখন শিবনাথ চৌধুরী তাহার প্রকৃত বক্তব্য দিবাকরের নিকট সবিস্তারে প্রকাশ করিয়া বলিল।

সকল কথা শুনিয়া যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "চৌধুরী মশায়ের প্রস্তাব তো অসঙ্গত নয় যূথিকা।—এতে তুমি সম্মতই বা হচ্ছিলে না কেন, আর এর জন্যে আমার সঙ্গে পরামর্শের অপেক্ষায় থাকবারই কি দরকার ছিল?"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "দরকার হয়তো ছিল না, কিন্তু তবুও আপনার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে রাজী না হওয়ায় মিসেস্ ব্যানার্জির উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়েই গেছে।" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তা হ'লে নিশ্চয়ই আর আপত্তি নেই?"

কিছু না বলিয়া যূথিকা অল্প একটু হাসিল।

দিবাকর বলিল, "শাস্ত্রে বলে, মৌনং সম্মতি লক্ষণং,—আর এ মৌন যখন হাস্যের সহিত বর্তমান, তখন বোঝা যাচ্ছে মনসাগাছার দুর্নামের আর ভয় রইল না।"

দিবাকরের মন্তব্য শুনিয়া শিবনাথ চৌধুরী ও ভবতোষ মিত্র হাসিয়া উঠিল।

প্রসঙ্গ শেষ হইয়াছে মনে করিয়া দিবাকর পূর্বস্থানে যোগ দিবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে শিবনাথ চৌধুরী তাহাকে পুনরায় ডাক দিয়া বলিল, "একটা কথা বাকি র'য়ে যাচ্ছে দিবাকরবাবু।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকর বলিল, "বলুন?"

"বলা বাহুল্য, মিসেস্ ব্যানার্জির সঙ্গে আপনিও নিশ্চয়ই যাবেন।"

মনে মনে দিবাকর বলিল, 'মিস্টার বাহুল্য ব্যানার্জি হয়ে না-কি?' মুখে বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন চৌধুরী মশায়, আপনাদের উৎসব সভায় মিসেস্ ব্যানার্জি যাতে উপস্থিত থাকেন, সে ব্যবস্থা আমি নিশ্চয় করব।"

শিবনাথ চৌধুরী বলিল, "স্বধু সে ব্যবস্থা করলেই হবে না, সে ব্যবস্থার মধ্যে আপনার যাওয়ার ব্যবস্থাও নিশ্চয় থাকা চাই।"

"মিসেস্ বানার্জির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সে কথা স্থির করলেই হবে।" বলিয়া দিবাকর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর সাহেবদের ডিনার এবং অপর অভ্যাগতগণের ভোজন শেষ হইলে বিদায়ের পালা আরম্ভ হইল। যাহাদের রাত্রে যাওয়া অসুবিধাজনক, তাহারা পরদিনের অপেক্ষায় রহিয়া গেল।

কাজকর্ম চুকিয়া গেলে দিবাকর যখন তাহার শয়ন-কক্ষে যূথিকার সহিত মিলিত হইল, তখন রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্লান্ত দেহ একটা ঈজি-চেয়ারে এলাইয়া দিয়া সে বলিল, "উৎসব কেমন হ'ল যূথিকা? সাক্সেস্ফুল তো?"

প্রসন্নমুখে যূথিকা বলিল, "খুব সাক্সেস্ফুল।"

"খুশি হয়েছ?"

"নিশ্চয় হয়েছি। তুমি?"

"আমি তোমার দ্বিগুণ খুশি হয়েছি। একগুণ নিজের হিসাবে, আর একগুণ তোমাকে খুশি করছি। তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছিল যূথিকা।"

উৎফুল্ল স্বরে যূথিকা বলিল, "হয়েছিল? তোমার ভাল লেগেছে?"

দিবাকর বলিল, "খুব ভাল লেগেছে। জামাইবাবু এখানে একদিন যে বলছিলেন, কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে তুমি অনেক প্রফেসারের চেয়েও

ভাল ইংরিজী বলতে, আজ তার প্রমাণ পেলাম। তোমার ইংরিজী বক্তৃতার মধ্যে আমি আমার বাঙালী বউকে বারে বারে হারিয়ে ফেলছিলাম। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হচ্ছিল, মিসেস্ ফরেস্টারই বা বুঝি বক্তৃতা দিচ্ছে!"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "সে তুমি আমাকে ভালবাস ব'লে মনে হচ্ছিল। যতই ভাল বলুক, ময়না পাখী কখনো মানুষের কণ্ঠস্বরে পৌছতে পারে না।"

দিবাকর বলিল, "আমার ময়না পাখী কিন্তু আজ পৌছেছিল।" তাহার পর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আর না; ঘুমে চক্ষু হয়েছে ভারি, ক্লান্তিতে দেহ হয়েছে অলস,—এবার চললাম ময়না, তোমার নীড়ে আশ্রয় নিতে।"

"চল, আমিও আসছি।" বলিয়া জল খাইয়া আলো কমাইয়া যূথিকা হৃষ্টচিত্তে শয্যায় আসিয়া লেপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দিবাকর বলিল, "কার পাশে শুলে, বুঝতে পারছ যূথিকা?"

কপট বিহ্বলতার সুরে যূথিকা বলিল, "অন্ধকারে ঠিক ঠাওর পাচ্ছি নে তো! গলার শব্দে মনে হচ্ছে শেফালীর সেজ্ জামাইবাবুর পাশে।"

দিবাকর বলিল, "ঠিক ধরেছ। কিন্তু শেফালীর সেজ জামাইবাবু সর্বদা তোমার পাশে পাশে থাকে, নিতান্ত নিকটের লোক,—সুতরাং তাকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলবার ব্যবস্থা তুমি যদি না কর, তা হ'লে তোমার নিজের বক্তৃতা অনুসারে তোমার কর্তব্যের চ্যুতি হবে। এখন, কি ব্যবস্থা করবে বল?"

অকস্মাৎ কথোপকথনের ভঙ্গীর এমন তাল বদলাইয়া গেল যে, কি বলিলে দিবাকরের কথার সহজ অথচ সম্পূর্ণ প্রতিবাদ হয়, সহসা যূথিকা তাহা ভাবিয়া পাইল না। এ পর্যন্ত যে কথোপকথনের গতি

ছিল অবাধ এবং লীলায়িত, তাহাতে ছেদ পড়িল। অন্ধকারের মধ্যেই চিন্তার ছায়াপতে যূথিকার প্রসন্নতা হইল ম্লান।

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "প্রশ্ন যদি কঠিন মনে হয়, ভেবে চিন্তে পরে না হয় উত্তর দিয়ো।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে উত্তর দিতে হইলে প্রশ্নের কঠিনতাকে কঠিনতর করা হইবে। সুতরাং আর অধিক বিলম্ব না করিয়া যূথিকা বলিল, "শেফালীর সেজদিদি যদি শেফালীর সেজজামাইবাবুকে অসম্পূর্ণ মানুষই মনে করত, তা হ'লে কখনই তার মুখ দিয়ে অত সহজে ও-কথা বার হ'ত না।"

পূর্বের ন্যায় কৌতুকের ছন্দ অনুসরণ করিলেও যূথিকার নিজের কানেও উত্তরটা ঠিকমত সহজ সুরে বাজিল না। মনে হইল, যেন দুর্বল কৈফিয়তের বেসুর ধ্বনির দ্বারা তাহা অসরস। দিবাকরের প্রশ্নের ঠিক পিঠে পিঠে দিতে পারিলে হয়তো এই উত্তরটাই মানাইয়া যাইত। কিন্তু অতর্কিত বিমূঢ়তাজনিত ক্ষণস্থায়ী বাক্‌রোধ সমস্ত জিনিসটার রঙ বদলাইয়া দিয়াছে।

দিবাকর বলিল, "রাত হয়েছে যূথিকা, এবার ঘুমানো যাক।"

২১

কয়েকদিন বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া দুর্দান্ত শীত পড়িয়াছে। বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, ঘণ্টা দুই আড়াই সূর্যকরের উত্তাপ ভোগ করিয়াও তাহার প্রকোপ বিশেষ কমে নাই। গাছপালা পথঘাট তখনও হিমে আড়ষ্ট।

চৌধুরীপাড়ার পশুপতি ঘোষালের বাড়ির বাহিরের অঙ্গনে রৌদ্রের মধ্যে কম্বল-বিছানো তক্তাপোশের উপর পল্লীবৃদ্ধগণের আড্ডা বসিয়াছিল। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল যোগমায়া-বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন-উৎসব। এক সপ্তাহ হইল তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত গ্রামবাসীর মনে এমন অভিনব এবং সুগভীর ছাপ মারিয়া গিয়াছে যে, আজ পর্যন্ত তদ্বিষয়ে আলাপ-আলোচনার বেগ হ্রাস পাইল না। অবশ্য বৃষ্টি-বাদলের জন্য তিন-চার দিন এমন করিয়া একত্র হইয়া জটলা পাকাইবার সুবিধা ছিল না, সে কথাও সত্য।

দুই পুরুষ পূর্বে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জেদের অবস্থা যখন সমৃদ্ধ ছিল, তখন বাঁড়ুজ্জেদের বিরুদ্ধে একটা ভারী মামলা হারিয়া তাহাদের মনে যে অসূয়া উৎপন্ন হইয়াছিল, নির্বাপিত আতসবাজির পিছনে ভস্মরেখার ন্যায় আজ পর্যন্ত তাহা নিঃশেষিত হয় নাই। সেই ভস্মের খানিকটা অংশ উদ্‌গিরণ করিতে করিতে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিতেছিল, "এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয় হে ঘোষাল,—বিদ্যের ছদ্মবেশে এম.এ. পাস করা যে অবিদ্যে বাঁড়ুজ্জ্যে-বংশে প্রবেশ করেছেন, তাঁর দাপটে লক্ষ্মী-বিদায় পালা সাঙ্গ হবার বেশি দেরি হবে না, জেনো। বল কি হে! একটা পাঠশালা খুলতে পনেরো হাজার টাকা খরচ, আর চালাতে মাসে মাসে পাঁচ শো টাকা ব্যয়!"

করিল; বলিল, "যজ্ঞ তো বলছ ভৈরব, কিন্তু এ কোন্ যজ্ঞ তা বল? অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব বধ হ'ত; এ কি তা হ'লে কন্যামেধ যজ্ঞ?" বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ অবশ্য ভৈরবের সঙ্গে একটা পরিহাস করলাম, এটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু বাবাজি, যদি কিছু মনে না কর তো একটা কথা বলি।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "মনে করব, কি করব না, কথা শোনবার আগে কেমন ক'রে বলি? কিন্তু সে যাই হোক, আপনি বলুন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তুমি অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলে, কিন্তু এর দ্বারা দেশের মঙ্গল হবে ব'লে মনে কর কি বাবাজি? আমাদের এই অজ পাড়াগাঁ অঞ্চলে বিশ-পঁচিশখানা গ্রামের মধ্যে বারো আনা ছেলেই হয়তো ম্যাট্রিক পাস করাও নয়। এই মূর্খের দেশে মেয়েগুলোকে অযথা লেখাপড়া শিখিয়ে পাস করালে,—আর তুমি যে রকম বৃহৎ ব্যবস্থা করলে তাতে তো পাঁচ-ছ বছর পরে তারা আই. এ., বি. এ. পাস করতেও আরম্ভ করবে,—তখন কি আর তাদের বিয়ে-থাওয়া হ'তে পারবে ব'লে মনে কর?"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "কেন, না হবার কি কারণ আছে?"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "একেই তো আমাদের দেশে মেয়ের বিয়ে দেওয়া একটা অতিশয় কঠিন ব্যাপার, তার ওপর মূর্খ পাত্র দেখে মেয়েরাও যদি নাক সেঁটকাতে আরম্ভ করে তা হ'লে কি রকম ক'রে তাদের বিয়ে হয় বল? আর ও-রকম বিয়ে যদিও বা হয়, সুখের হবে না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।"

এবার কথা কহিল পশুপতি ঘোষাল। বাহ্যত দিবাকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে বলিল, "তাই ব'লে তুমি বলতে চাও যে, মূর্খ ছেলেদের খাতিরে মেয়েদের আরও মূর্খ ক'রে রাখতে হবে?"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "কথাটা ও-ভাবে বললে একটু কটু শোনাবে। আমি বলতে চাই, সমাজের মঙ্গলের খাতিরে যে-রকম ক'রেই হোক মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের উঁচু ক'রে রাখতে হবে। ছেলেদের দাবিয়ে রেখে মেয়েরা বড় হ'লে শুভ হবে না, এ নিশ্চয় জেনো।" তাহার পর তারিণী বরাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনি কি বলেন কবরেজ মশায়?"

স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইলে দিবাকরের প্রতিকূলে কোন কথা না বলাই উচিত ছিল; তথাপি একটু ইতস্তত করিয়া তারিণী বরাট বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কথা সমীচীন ব'লেই তো মনে হয়। নাড়ী সম্বন্ধে চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে, 'দুর্বলে সবলা নাড়ী সা নাড়ী প্রাণ-ঘাতিকা'। নারী সম্বন্ধেও তেমনি বলা যেতে পারে, 'দুর্বলে সবলা নারী সা নারী প্রাণঘাতিকা।' আর এই দুর্বলতা যদি বিদ্যার দুর্বলতা হয় তা হ'লে প্রাণঘাতিকার পরিবর্তে মানঘাতিকাও বলা যেতে পারে।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুযোগ পাইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে এবার কঠোরতর অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তারিণী বরাটের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নিরীহ মসৃণ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু তাই ব'লে সব ক্ষেত্রেই এ কথা বলা চলে না কবরেজ মশায়। এই আমাদের নিজেদের কথাটাই বিবেচনা করুন না কেন! আমাদের মা-লক্ষ্মী যে এম.এ.-পাস-করা মেয়ে,—আর আমাদের বাবাজি যে ম্যাট্রিক পাসও করেন নি, এ ক্ষেত্রেও কি আপনি মানঘাতিকা বলবেন?" বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় তারিণী বরাটের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রশ্ন শুনিয়া তারিণী বরাট সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কথাটা যে অকস্মাৎ এমন উৎকট আকার ধারণ করিয়া তাহারই উপর ফিরিয়া আসিবে তাহা জানিলে কখনই সে নাড়ী এবং নারী লইয়া ঐটুকু রসিকতা

করিবার চেষ্টা করিত না। শাস্ত্রীয় শ্লোক আওড়াইয়া এবং তাহার নূতন ভাষ্য করিয়া এখন দিবাকরের ক্ষেত্রে মানঘাতিকা শব্দ প্রযুক্ত হইবে না বলাও কঠিন এবং হইবে বলা কঠিনতর।

একপক্ষে তারিণী বরাটের মুখে নিঃশব্দ বিহ্বলতার আর্তি এবং অপরপক্ষে উত্তরের জন্য ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের দৃষ্টিতে নির্বাক অনিবার প্রতীক্ষা লক্ষ্য করিয়া দিবাকর প্রচুর কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "বলুন কবরেজ মশায়, যা বলবার আছে আপনার। সঙ্কোচ করছেন কেন?"

দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে তারিণীশঙ্কর বলিল, "আমি তো ও ভাবে কোন কথা বলি নি, আমি সাধারণভাবেই কথাটা বলেছিলাম।"

"সাধারণভাবে কথা আমাদের বিষয়েও বলা চলে, এ কথাটুকুই বা বলতে ইতস্তত করছেন কেন? আমরা তো আর সাধারণের বাইরে নই। কি বলুন জেঠামশায়?" বলিয়া দিবাকর ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "না বাবাজি, তোমরা নিশ্চয় সাধারণের বাইরে। কথায় বলে, অর্থে সর্বে বশাঃ। মা-লক্ষ্মীর কৃপায় সেই অর্থ তোমাদের এত প্রচুর আছে যে, তোমাদের সোনার শেকলে বাঁধা না পড়ে এমন কোন শক্তি নেই; তা সে শক্তি বিদ্যেরই বল বা অন্য কিছুই বল। লক্ষ্মীর দরজায় সরস্বতী চিরদিনই জোড়হস্ত। সুতরাং তোমাদের ক্ষেত্রে মানঘাতিকার কথা উঠতেই পারে না। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সেদিনকার সভায় আমাদের পক্ষে, অর্থাৎ মনসাগাছার সাধারণ অধিবাসীদের পক্ষে, ব্যাপারটা একটু মানঘাতক হয়েছিল।"

প্রসঙ্গটা প্রথম হইতেই দিবাকরের ভাল লাগিতেছিল না; কিন্তু

তাহার পক্ষে ভাল লাগিবার কথা নহে বলিয়াই সে ইহাকে বন্ধ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল ; বলিল, "কেন, আপনাদের পক্ষে মানঘাতক কেন হয়েছিল ?"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তুমি বাবাজি মনসাগাছা গ্রামের প্রধান পুরুষ, জমিদার-ঘরের তুমি হচ্ছ প্রথম সরিক,—সেদিনকার সভায় কালেক্টার সাহেবের ডান পাশে ব'সে সমস্তক্ষণ তুমি নিঃশব্দে কাটাল ; অথচ মেমসাহেবের বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে বউমা ইংরেজীতে আধ ঘণ্টা ধ'রে অনর্গল বক্তৃতা দিলেন। এতে আমরা কি ক'রে ঠিক খুশি হই বল ?"

দিবাকর কিছু বলিবার পূর্বে ভৈরব দত্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কেন চাটুয্যে মশায়, আমরা তো সেদিন খুবই খুশি হয়েছিলাম।"

ভৈরবচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ অকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তোমরা ?—না, তুমি ?"

নিজের সহিত আর কাহাদের নাম যোগ করিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া ভৈরব বলিল, "আমি তো নিশ্চয় খুশি হয়েছিলাম।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তোমাদের কথা স্বতন্ত্র হে ভৈরব, আমি সাধারণ লোকের কথা বলছি। কন্যাদায়ের উৎকট দুশ্চিন্তায় যার বোধশক্তি আচ্ছন্ন, আমি তাকে সাধারণ লোক বলি নে।"

এই তাড়নার মধ্যে যে গুপ্ত হুলটুকু বর্তমান ছিল তাহা বুঝিতে শুধু ভৈরবেরই নহে, অনেকেরই বিলম্ব হইল না। উত্তর দিলে পাছে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে অধিকতর নিষ্ঠুর অপমান করিবার সুযোগ পায় সেই ভয়ে সে চুপ করিয়া গেল।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিতে লাগিল, "ভৈরব যা বলছিল, এক হিসেবে তা অবশ্য নিতান্ত অন্যায় কথাও নয়। সেদিন খুবই একটা নতুন ব্যাপার দেখা গেল বলতে হবে। সে হিসেবে খুশি হওয়া একেবারে

যে চলে না, তা বলতে পারি নে। তোমাদের বাড়িতে ম্যাজিস্ট্রেট আসা এই প্রথম নয় বাবাজি। চাকরি নিয়ে বিদেশে থাকতাম, তবু আমি নিজেই কোন্-না বার তিন-চার দেখেছি। শুনেছি পালং-ঘাটার বিলে পাখী শিকার করতে এসে একবার না-কি কোন্ লাট সাহেবও তোমাদের কানাইডাঙার কাছারিতে ছাউনি করেছিল। তখনকার দিনে এ সব ব্যাপারে কর্তারা অগ্রণী হয়ে কার-কারবার করতেন; দরকার হ'লে মদদ দেবার জন্যে এস্টেটের উকিলরা পিছনে পিছনে থাকতেন। কোনো বারের দরবারে নাচ-গান আমোদ-প্রমোদের সমারোহ থাকলে বউঝিদের নিয়ে জমিদার-গিন্নীরা পুরু পর্দার আড়ালে এসে বসতেন। তাঁদের মুখদর্শন করতে হ'লে মেমসাহেবদের অন্দর মহলে ঢুকতে হ'ত। সে সব ছিল এক রকমের ব্যাপার, আর এ দেখলাম অবশ্য অন্য রকমের।"

দিবাকর বলিল, "জগৎ পরিবর্তনশীল, বেঁচে থাকলে এমন সব পরিবর্তন দেখতেই হয়। সুতরাং এ রকম আক্ষেপের কোনো কারণ নেই। আসলে আক্ষেপের কথা এই হচ্ছে যে, জগতের পরিবর্তন হয়, কিন্তু সে পরিবর্তনের হিসেবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় না।"

'আমাদের' শব্দ প্রয়োগের ছলে দিবাকর যে বিশেষ করিয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিল তাহা উপলব্ধি করিতে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের বিলম্ব হইল না। আঘাতটা সুদসুদ্ধ ফিরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে বলিল, "কিন্তু সে পরিবর্তনের ফলে পুরুষেরা যদি তাদের চিরদিনের জায়গা থেকে হ'টে গিয়ে মেয়েদের বাঁ পাশে এসে দাঁড়ায় তা হ'লে আক্ষেপের কথা হয় দিবাকর।" পাছে আঘাতটা ষোলো আনা গ্রহণ করিতে দিবাকর কোনো প্রকারে ভুল করিয়া বসে সেইজন্য মনে করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "অবশ্য তোমার কথা যে স্বতন্ত্র কথা, সে কথা পূর্বেই বলেছি।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য

ফুটিয়া উঠিল ; অনুচ্ছ্বসিত শান্ত কণ্ঠে সে বলিল, "আমার কথা স্বতন্ত্র, এ কথা বার বার ব'লে অর্থকে আপনি অন্যায়ভাবে মর্যাদা দিচ্ছেন জেঠা-মশায়। অর্থের জোরে বিদ্যাকে উপেক্ষা করা যায় না, আমাদের সামান্য যা অর্থ আছে তার দ্বারা তো কিছুতেই যায় না। পুরুষেরা ক্রমশ যদি মেয়েদের বাঁ দিকে যেতে আরম্ভই করে তা হ'লে তার জন্যে বৃথা আক্ষেপ না ক'রে তার প্রতিকারের উপায় করাই বোধ হয় ভাল। কিন্তু তাই ব'লে মেয়েদের জোর ক'রে পুরুষদের বাঁ দিকে আটকে রেখে নয়।" তাহার পর তক্তাপোশ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেলা বাড়ছে, এখন তা হ'লে আসি।"

দিবাকরের সহিত সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ; ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "এস। যদি কোন অন্যায় কথা ব'লে থাকি কিছু মনে ক'রো না বাবাজি।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথায় হাসিয়া ফেলিয়া দিবাকর বলিল, "অন্যায় কথা ব'লে থাকলেও কিছু মনে করব না জেঠামশায়? তা হ'লে কিসে মনে করব বলুন?"

তাহার কপট সহৃদয়তা প্রকাশ হইতে উদ্ভূত এই অপ্রত্যাশিত কূট প্রশ্নের উত্তরে কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে চুপ করিয়া রহিল।

কুকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দিবাকর তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিল ; তাহার পর চেন ধরিয়া অল্প একটু টান দিতেই কুকুরটা একবার বদ্ধ গভীর স্বরে গর্জন করিয়া উঠিল। এ গর্জনের অর্থ যে প্রতিবাদ অথবা ক্রোধ নহে, পরন্তু প্রভুর আহ্বান-সঙ্কেতের উত্তরে সানন্দ উৎসাহ-জ্ঞাপন দিবাকর তাহা নিঃসন্দেহেই জানে, তথাপি পশুপতি ঘোষালের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "কোন অপরাধ করি নি জেঠামশায়, তবু টবির অন্যায় রাগ দেখুন।"

দিবাকরের মন্তব্যে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; হাসিল না শুধু ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে। তাহার উচ্চারিত 'অন্যায় কথা' এবং দিবাকরের উচ্চারিত 'অন্যায় রাগে'র সূত্র ধরিয়া টবির সহিত নিজেকে কোনরূপে জড়িত করিয়া সে ক্রুদ্ধ হইল কি-না, তাহা সে-ই বলিতে পারে।

পশুপতি ঘোষাল বলিল, "তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল বাবাজি, কিন্তু টবির রাগ দেখে সাহস পাচ্ছি নে।"

দিবাকর বলিল, "টবি ভদ্রলোক চেনে, আপনাকে কিছু বলত না। কিন্তু দরকার নেই জেঠামশায়, আপনি বসুন।"

পথে বাহির হইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা মনে করিয়া দিবাকর ঈষৎ দুঃখিতই হইল। প্রকাশ্যে না হইলেও টবির প্রসঙ্গের ইঙ্গিতে সে তাহাকে একটু অপমানিত করিয়াই আসিয়াছে। অথচ অপরাধ তাহার কোথায়? সৌজন্যবশত অপরে যে কথা চাপিয়া গিয়াছে, পৈতৃক বিদ্বেষের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে না হয় তাহা খুলিয়াই বলিয়াছে, কিন্তু যাহা বলিয়াছে তাহা তো মিথ্যা নহে। যূথিকার দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে দিবাকর যে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্কুল প্রতিষ্ঠার দিবসেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মনে পড়িয়া গেল, তারিণী বরাটের আয়ুর্বেদীয় সূত্রের ছাঁচে ঢালা শ্লোক,—দুর্বলে সবলা নারী সা নারী মানঘাতিকা। অথচ, এই মানঘাতিকা নারী তাহার স্ত্রী, তাহার অর্ধাঙ্গিনী, অবিচ্ছেদ্য, অপরিত্যাজ্য যূথিকা,—যাহাকে সে ভালবাসিয়াছে এবং সম্ভবত যে তাহাকেও ভালবাসিয়াছে। দিবাকরের অস্থি-মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া যে বস্তু অদৃশ্য ছিল, যাহাকে অহম্ই বল, অথবা অহমিকাই বল, যাহা কোনো আকারের পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না, কোনো প্রকারের হীনতা সহ্য করিতে পারে

না, সেই তাহার দুর্মদ পৌরুষ ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইতে লাগিল।

গৃহে পৌঁছিয়া টবিকে তাহার পরিচারকের জিম্মায় লাগাইয়া দিয়া দিবাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। সুনীথ, নিশাকর অথবা যূথিকার মধ্যে কাহাকেও নীচে না দেখিয়া দ্বিতলে উপনীত হইয়া দেখিল, অদূরে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া সুনীথ একটা বই পড়িয়া শুনাইতেছে এবং সম্মুখে আর একটা চেয়ারে বসিয়া যূথিকা তদ্গতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছে। মধ্যে একটা গোল টেবিলের উপর সুনীথের উপহার দেওয়া লাল চামড়ায় বাঁধানো পাঁচ-ছয়খানা বই ইতস্তত পড়িয়া আছে। সুতরাং যে বই হইতে সুনীথ পড়িয়া শুনাইতেছে, বুঝা গেল, সেটা উপহৃত গ্রন্থাবলীর অন্তর্গতই দর্শন-শাস্ত্রের বই। পাঠে এবং শ্রবণে উভয়ে এত নিবিষ্ট যে, দিবাকরকে কেহ লক্ষ্যও করিল না।

মুহূর্তের জন্য দিবাকর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর যে পথে আসিয়াছিল অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই পথে ফিরিয়া গেল।

পূর্বাহ্নিক জমিদারী আপিস তখনও চলিতেছিল। সেরেস্তায় আসিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দিবাকর সদর নায়েব মধুসূদন ঘোষালের নিকট হইতে চলতি সালের কড়চা বহি এবং খতিয়ান তলব করিয়া পাঠাইল।

২২

পরদিন নিশাকর এবং সুনীথ উভয়ের একত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার কথা। তেসরা জানুয়ারী নিশাকরের কলেজ খুলিয়াছে, ইতিমধ্যেই কামাই হইয়া গিয়াছে তিন দিন; সুতরাং তাহাকে আর থাকিবার জন্য কেহ বলিল না। এমন কি, প্রসন্নময়ীও মাত্র একবার অনুরোধ করিয়াই নিরস্ত হইলেন।

নিশাকর চলিয়া গেল।

সুনীথকে কিন্তু দিবাকর কিছুতেই নিশাকরের সহিত যাইতে দিল না, বহুতর অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা তাহাকে আরও কয়েকদিনের জন্য আটকাইয়া রাখিল। যূথিকাকে লইয়া সম্প্রতি তাহার মনের মধ্যে যে বিক্ষোভ জাগ্রত হইবার উপক্রম করিয়াছে, সে দিক হইতে বিবেচনা করিলে দিবাকরের প্রকৃতির মধ্যে এমন কোন উপকরণ হয়তো আছে, যাহার জন্য সাধারণ লোকে সচরাচর এ অবস্থায় যাহা করিত সে ঠিক তাহার বিপরীত করিতে সমর্থ হইল।

স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে অবশ্য অবসর ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে অবসর প্রথম দেখা দিয়াছে তখন হইতেই সুনীথ এবং যূথিকা বহুবার সাধারণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে কথায় কথায়, কখনো ইংরেজী সাহিত্যের সূত্র ধরিয়া, কখনো ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া জ্ঞান এবং বিদ্যার যে সমুন্নত পরিবেশ রচিত করিয়াছে, তন্মধ্যে দিবাকর পাঁচ মিনিটও তিষ্ঠিতে পারে নাই। যেখানে তাহার প্রতিষ্ঠা অবিদ্যমান, যে ভূমির উপর তাহার স্থিতি প্রয়োজন অথবা অধিকারের দ্বারা সমর্থিত নহে, যেখানে তাহার উপস্থিতির যে কোনো মুহূর্তে বিস্মৃত হইবার আশঙ্কা আছে,—অযথা সেখানে টিঁকিয়া থাকিবার মত তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা নাই, দুর্বলতাও নাই। তাই অলক্ষিতে সে উঠিয়া গিয়াছে,

নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কদাচ অনুযোগ অথবা প্রতিবাদ করে নাই। দুঃখ যদি হইয়া থাকে তো নিজের অক্ষমতা স্মরণ করিয়াই হইয়াছে এবং অভিমান যদি করিয়া থাকে তো স্বীয় অদৃষ্টের প্রতিই করিয়াছে। কিন্তু যে বস্তু যূথিকাকে সে নিজে দিতে পারিতেছে না, সুনীথকে ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে প্রতিরোধক না হইলে প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তু হইতে যূথিকাকে বঞ্চিত করাই হইবে, হয়তো মনের মধ্যে এইরূপ একটা কোনো চেতনা বহন করিয়াই সে নিশাকরের সহিত সুনীথকে যাইতে দিল না।

তাই রাত্রে তাহাকে একান্তে পাইয়া যূথিকা যখন বলিল, "অত পীড়াপীড়ি ক'রে সুনীথদাদাকে আটকালে কেন?" দিবাকর বলিল, "তোমার জন্যে।"

বিস্মিত হইয়া যূথিকা বলিল, "আমার জন্যে? আমার জন্যে কেন?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "সে কথা বললে হয়তো আমাকে তুমি ভুল বুঝবে যূথিকা।"

যূথিকা বলিল, "ভুল যদি না বোঝাও তা হ'লে ভুল বুঝব কেন? বল কি জন্যে?"

"একটা উপমার সাহায্যে বলব?"

"তাতে যদি সুবিধে হয় তো তাই না-হয় বল।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া দিবাকর বলিল, "তোমাকে যদি পদ্ম বলা যায়, তা হ'লে সুনীথদাদা সূর্য। আমিও অবশ্য সূর্য। কিন্তু সে শুধু নামে; আসলে আমি চন্দ্র।"

"এ কথার মানে কি?"

"এ কথার মানে, সূর্য যেমন পদ্মকে বিকশিত করে, সুনীথদাদার কাছে তুমি তেমনি বিকশিত হও। সুনীথদাদার সঙ্গে যখনই তোমাকে লেখাপড়ার চর্চায় রত দেখেছি, প্রতিবারই আমার এই

উপমার কথা মনে হয়েছে। সুনীথদাদা তোমাকে ফোটাতে জানেন। কিন্তু তাই ব'লে তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই যূথিকা। যদি কোনো অভিযোগ থাকে তো নিজের প্রতি তা আছে।"

যূথিকা বলিল, "সে তোমার মহত্ত্ব। কিন্তু তোমার নিজের উপমা দিয়েই একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি যদি চন্দ্রই হও, তা হ'লে কখনো কি আমাকে কুমুদের মত তোমার কাছে ফুটতে দেখ নি? আমাকে ফোটাতে তো অনেকেই অনেক রকমে পারে। লেখাপড়ার চর্চা দিয়ে সুনীথদাদা যেমন পারেন, ধর, বাজি দেখিয়ে তেমনি একজন বাজিকরও হয়তো পারে। তাই ব'লে কি একজন বাজিকরকে আমার কাছে আটকে রাখবে তুমি?"

দিবাকর বলিল, "কিন্তু একজন বিদ্বান আর একজন বাজিকরের কথা এক নয় যূথিকা। যে মানুষ বাজিকর নয়, বাজিকর না হওয়ার জন্যে তার বিশেষ কোনো বিশেষণ নেই, কোনো বিশেষ অখ্যাতি নেই তার সে জন্যে। কিন্তু বিদ্বান যে নয়, তার বিশেষণ হচ্ছে মূর্খ, মূর্খ ব'লে তার বিশেষ একটা অখ্যাতি আছে। বল, সত্যি কি না?"

"তা হয়তো, সত্যি—কিন্তু তুমি মূর্খ নও।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এ তোমার বিচারবুদ্ধির কথা নয় যূথিকা, এ নিতান্তই পতিভক্তির কথা। সংসারে অনেক জিনিষই আপেক্ষিক। সেদিন ট্রেনে যতক্ষণ কথা কও নি তুমি, ততক্ষণ ইংরিজী ভাষা না-জানা সেই পশ্চিমা ভদ্রলোকটি আমাকে হয়তো ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত ব'লেই মনে করছিল। তুমি কথা কওয়ার পর কিন্তু ইংরিজী ভাষা না জানা সত্ত্বেও সে বুঝতে পেরেছিল, তোমার তুলনায় আমি মূর্খ। আমার তুলনায় আমাদের বাজার-সরকার বেণীমাধব হয়তো মূর্খ; কিন্তু তোমার তুলনায় আমি যে মূর্খ, বেণী-মাধবকে জিজ্ঞাসা করলে সে-ও সে কথা বলবে।"

যূথিকা বলিল, "তর্কে কোনোদিন তোমাকে হারাতে পারি নি, তর্ক থাক। কিন্তু সুনীথদাদাকে তুমি আটকে রেখো না। কালই যাতে তিনি কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন, সে ব্যবস্থা ক'রো।"

"সে ব্যবস্থা করতে হ'লে প্রথমে আমাদের দিক থেকেই তাঁর যাবার কথা তুলতে হয়। কিন্তু আজ তাঁকে চার-পাঁচ দিন থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি ক'রে আটকে রেখে কাল সকালে উঠে যদি বলি 'আজই যাও,' তা হ'লে তিনি কি আমাকে শুধু অব্যবস্থিতচিত্ত ব'লেই মনে করবেন না?"

"তা আমি জানি নে; কিন্তু আমার জন্যে তাঁর থাকবার একটুও দরকার নেই।"

"কিন্তু আমার জন্যে হয়তো একটু আছে।"

"কি তোমার দরকার?"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "সুনীথদাদাকে অবলম্বন ক'রে আত্মদর্শনের একটু সুযোগ পাই আমি। তোমার পাশে সুনীথদাদা যখন থাকেন তখন তোমাকে দেখে বুঝতে পারি, কি হওয়া আমার উচিত ছিল। কি হওয়া আমার উচিত, সে কথা ভাববার দুঃসাহস অবশ্য ঠিক পাই নে।"

এ কথার উত্তরে কোনো কথা না বলিয়া যূথিকা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দিবাকর বলিল, "আমার উপর রাগ করছ যূথিকা?"

শান্ত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "না, নিজের অদৃষ্টের উপর করছি।"

সহাস্য মুখে দিবাকর বলিল, "অদৃষ্ট তোমাকে মূর্খ স্বামী জুটিয়ে দিয়েছে ব'লে?"

"এ কথা কেন বলছ? তুমি তো জান যদি মূর্খ স্বামী বরণ ক'রে থাকি তো স্বেচ্ছায় জেনে শুনেই তা করেছি।"

সহনশীলতার আনন্দে অন্তরের সমস্ত রিক্ততা ভরিয়া উঠিল। দুঃখ হইল লঘু এবং চিত্ত হইল তরল। মনে পড়িল ইংরেজ কবির আশ্বাসময়ী বাণী—

The purest gold most needs alloy,
And sorrow is the nurse of joy.

জমিদার-পুরী তখনো ভাল করিয়া জাগ্রত হয় নাই, সবেমাত্র আড়া-মোড়া ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। সদর দেউড়িতে কিশোরী চৌবের ভজনগীতি এবং অন্দর মহলে আনন্দ পরিচারিকার কাশির শব্দ ভিন্ন জাগরণের আর বিশেষ কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আপন মনের গভীর প্রদেশে নিমজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যূথিকা নীচে নামিয়া আসিল।

স্নানাগারে প্রবেশ করিবার সময় দেখা হইল আনন্দের সহিত।

যূথিকার প্রত্যুষে স্নান করিবার অভ্যাস, আনন্দ তাহা জানে। কিন্তু এত বেশি প্রত্যুষে তাহাকে স্নানঘরে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনই স্নান করবেন না-কি বউরাণী-মা?"

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ।"

"এত সকালে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করিয়া যূথিকা বলিল, "কৈলাস জল ভরেছে আনন্দ?"

"হ্যাঁ বউরাণী-মা, একটু আগে ভ'রে দিয়েছে।"

স্নানঘরে প্রবেশ করিয়া যূথিকা দ্বার লাগাইতে উদ্যত হইলে আনন্দ বলিল, "তেল মাখিয়ে দিই তা হ'লে বউরাণী-মা?"

"যূথিকা বলিল, "থাক্, আমি নিজেই মেখে নোব।"

কুণ্ঠিত স্বরে আনন্দ বলিল, "কষ্ট হবে আপনার।"

"না, হবে না।"—বলিয়া যূথিকা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

মনসাগাছা বাঁড়ুজ্জে-বংশের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত রাখার সঙ্কল্পে যে সকল রীতি সুচিরকাল হইতে প্রচলিত আছে, তদনুযায়ী প্রধানা পুরস্ত্রীগণের প্রত্যেকের একটি করিয়া খাস পরিচারিকা থাকে, যাহাদের বিবিধ কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হইতেছে স্নানের পূর্বে নিজ নিজ কর্ত্রীদের অঙ্গে তৈল মাখাইয়া দেওয়া। নিজের দেহে নিজে তৈল মাখিয়া লওয়া বাঁড়ুজ্জেদের বিবেচনায় নিতান্ত মামুল চালের পরিচায়ক, সুতরাং তাহার দ্বারা আভিজাত্যের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

জমিদার-গৃহে প্রবেশের দিন হইতে এ পর্যন্ত যূথিকা, হয়তো কতকটা অনিচ্ছারই সহিত, উক্ত নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আজ কিন্তু সহসা ইহার ব্যতিক্রম কেন করিয়া বসিল, তাহার হিসাব তাহার নিজের কাছেও স্পষ্ট নহে। বর্তমানের লীলাবিহীন জীবন-ছন্দ অলক্ষিতে অগোচরে একটা যে পরিবর্তিত ছন্দের মধ্যে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে, হয়তো ইহা তাহারই একটা অভিব্যক্তি; যে অবস্থার মধ্যে, যে পরিবেশের ভিতর তাহার আত্মা গ্লানিবোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, হয়তো তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই ইহা একটা ভঙ্গী।

দিবাকরের প্রপিতামহ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহে মন্দির-নির্মাণপূর্বক গোবিন্দমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তদবধি নিত্য জমিদার-ভবনে ষোড়শোপচারে বিগ্রহসেবা চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান কালে কুলপুরোহিত বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থ প্রতিদিন পূজা করিয়া যান।

মন্দিরের পিছন দিকে অন্দর মহলের অন্তর্গত একটা ঘরে পূজার উপচারাদি প্রস্তুত হয়। সেই ঘর হইতে মন্দিরে যাতায়াত করিবার দ্বার আছে। আধ ঘণ্টাটাক পরে স্নানান্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া যূথিকা দেখিল, পরিচারকেরা যথারীতি কক্ষতল ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছে। যে আলমারিতে পূজার উপকরণাদি থাকে

তাহাতে তখনো তালা লাগানো, প্রসন্নময়ী আসিয়া তালা খুলিবেন।

অনতিবিলম্বে দুইজন মালী চারটা বড় বড় সাজি ভরিয়া প্রচুর ফুল লইয়া উপস্থিত হইল। যূথিকাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাজি রাখিয়া অবনত হইয়া উভয়ে অভিবাদন করিল।

যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "গোলাপ কত এনেছ বিপিন ?"

জন আষ্টেক মালীর মধ্যে বিপিন সর্বপ্রধান মালী। নম্রকণ্ঠে সে বলিল, "আজ্ঞে বউরাণী-মা, গোটা চল্লিশ হবে।"

"চন্দ্রমল্লিকা ?"

"চন্দ্রমল্লিকা গোটা দশেক হবে।"

"আমাদের জন্যে গোলাপ কি রকম রেখেছ ?"

একটু চিন্তা করিয়া বিপিন বলিল, "হুজুরের টেবিলের জন্যে গোটা পঁচিশেক, বড় হুজুরের টেবিলে গোটা কুড়িক, আর চাটুজ্জে মশায়ের টেবিলেও গোটা কুড়িক।"

"চন্দ্রমল্লিকা কি রকম দেবে ?"

"হুজুরের টেবিলে গোটা পাঁচেক, আর ওনাদের দুজনের টেবিলে গোটা চারেক ক'রে।"

"আচ্ছা, ওঁদের টেবিলে ঐ রকমই দিয়ো,—আর আমার টেবিলে দিয়ো অন্য ফুল। আর, যে গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকা আমার টেবিলে দিতে, তা এখানে দিয়ে যাও।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বিপিন বলিল, "এখানে আরও গোটা পঁচিশ গোলাপ আর গোটা পাঁচেক চন্দ্রমল্লিকা দিতে পারি। ফুল অনেক আছে বউরাণী-মা।"

যূথিকা বলিল, "না, আমার টেবিলে গোলাপ কিংবা চন্দ্রমল্লিকা কিছুই দিয়ো না,—একটাও নয়।"

"কাল থেকে ?"

"যতদিন না অন্যরকম বলি, এই নিয়মে চলবে।"

"যে আজ্ঞে, তাই হবে।" বলিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া বিপিন এবং অপর মালী প্রস্থান করিল।

গোলাপ এবং ক্রিসান্থিমাম উভয় পুষ্পই যে যূথিকার যৎপরোনাস্তি আদরের সামগ্রী, সে কথা বিপিন ভাল করিয়াই জানিত। সুতরাং যূথিকার আদেশ শুনিয়া বেশ-খানিকটা বিস্মিত হইয়া গেল। মনেমনে বলিল, বড়লোকের খেয়াল কখন কোন্ খাতে বয়, তা কেউ বলতে পারে না।

মিনিট দশেকের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা সাজিতে গোলাপ এবং চন্দ্রমল্লিকা লইয়া বিপিন প্রবেশ করিল।

সাজিটা ভূমিতে স্থাপন করিয়া সে বলিল, "এই সাজিতেই এ ফুলগুলো আলাদা রইল বউরাণী-মা।"

যূথিকা বলিল, "তাই থাক্।"

পুনর্বার নত হইয়া প্রণাম করিয়া বিপিন চলিয়া গেল।

বিপিন প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিলেন প্রসন্নময়ী।

যূথিকাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি এখানে এত সকালে ? আর, এ বেশে ?"

যূথিকার পরিধানে গরদের শাড়ি, পদদ্বয় নগ্ন, কেশ আলুলায়িত এবং দেহের কোনো স্থানে পাউডার স্নো অথবা অপর কোনো প্রসাধন-দ্রব্যের চিহ্নমাত্র নাই।

মৃদু হাসিয়া ঈষৎ কুণ্ঠা সহকারে যূথিকা বলিল, "আমাকে আপনার দেবসেবার কাজে ভর্তি ক'রে নিন পিসিমা।"

যূথিকার কথা শুনিয়া নিরতিশয় বিস্ময়ে প্রসন্নময়ী বলিলেন, "বল কি বউমা! দেবসেবার কাজে ?"

"হ্যাঁ, গোবিন্দজীর সেবায়।"

এ কথায় অবশ্য প্রসন্নময়ী আনন্দিত হইলেন যথেষ্ট; কিন্তু বিস্ময় সে আনন্দকেও ছাপাইয়া রহিল। সহাস্যমুখে বলিলেন, "এ খেয়াল হঠাৎ তোমার কেন হ'ল বউমা ?"

কোনো উত্তর না দিয়ে যূথিকা চুপ করিয়া রহিল।

উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ভগবান তোমাকে ডাক দিয়েছেন, বাধা দিয়ে অপরাধী হ'তে চাই নে; কিন্তু সময় তো তোমার সমস্তই প'ড়ে রয়েছে মা, এর জন্যে এমন কিছু তাড়া ছিল না। এই তো সবেমাত্র সংসারে ঢুকেছ; এখন হাসবে খেলবে, সংসারধর্ম পালন করবে, স্বামীসেবা করবে, তা হ'লেই ভগবানের সেবা করা হবে। তারপর ক্রমশ যখন তোমার ছেলেপিলে বউ-ঝিরা সংসারের ভার বেঁটে নিতে থাকবে, তখন তো ভগবান নিজেই তোমার হাত দিয়ে সেবা নিতে আরম্ভ করবেন। দিবাকরের মত নিয়েছ ?"

"না।"

"নেওয়া উচিত ছিল।"

"কিন্তু পিসিমা এ তো এমন কাজ নয়, যাতে তাঁর অমত হওয়া চলে।"

যূথিকার কথায় মৃদু হাসিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "না, এ কাজে অমত হওয়া সহজে চলে না, কিন্তু অমত হ'লে আবার এ কাজ করাও চলে না। সেই জন্যই তো সাধু লোকেরা সংসার-আশ্রমকে সকলের চেয়ে কঠিন আশ্রম বলেছেন। এ আশ্রমে দেবতার সেবা করলেই যে দেবতা প্রসন্ন হবেন, এমন কথা নেই। অনেক হিসেব ক'রে তবে দেবতাকে প্রসন্ন করতে হয়।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "তিনি যদি একান্তই অমত করেন, তা হ'লে না হয় পরে আর করব না।"

"তা ছাড়া, উপস্থিত সুনীথ এখানে রয়েছে। তাকে দেখা-শোনা, চা খাওয়ানো—এ সব কাজ তোমার রয়েছে বউমা।"

যূথিকা বলিল, "এর জন্যে সে-সব কাজ আটকাবে না পিসিমা,—এ কাজে আর কত সময় লাগবে? ভোলা সবই জানে; আনন্দকে দিয়ে ভোলাকে আমি ব'লে পাঠিয়েছি যে, চা খাওয়ার সময়ে আমি হাজির থাকতে পারব না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া প্রসন্নময়ী বুঝিলেন যে, তাহাকে নিরস্ত করা সহজ হইবে না, সুতরাং আর অধিক আপত্তি করিয়া ফল নাই। দৃষ্টি পড়িল পঞ্চম সাজিটার উপর। প্রত্যহ নিয়মিত চারখানা সাজিতে ফুল আসে; আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার জন্য যূথিকাই দায়ী। যূথিকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট সাজির ফুল তুমি আনিয়াছ বউমা?"

নিঃশব্দ মৃদু হাস্যের দ্বারা যূথিকা জানাইল, সে-ই আনাইয়াছে। এ ফুল যে তাহারই অংশের ফুল, যাহা হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিল না।

খুশি হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "তবে তো দেবসেবা তোমার আরম্ভই হ'য়ে গেছে বউমা। যে গাছের ফুলে দেবতাদের পূজো হয়, ভুলেও যদি কেউ সে গাছে এক ঘটি জল ঢালে, তাতেও তার দেবসেবার কিছু পুণ্য হয়।" এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে ভালই হয়েছে, তুমি আজ গোবিন্দজীর গলার মালা গাঁথো।"

চকিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আমি।"

"হ্যাঁ, তুমিই। বুঝতে পারছ না, আজ গোবিন্দজী তোমার হাতের মালাই চেয়েছেন। যে ফুল আনিয়েছ, পার তো তাইতেই মালা শেষ ক'রো। একান্ত যদি আর কিছু দরকার হয় তা হ'লে অন্য সাজি থেকে নিয়ো। তুলসীপাতার একটি স্তবক তৈরী ক'রে

মালার ধুক্‌ধুকিতে জুড়ে দিয়ো। তুলসীপাতা বিষ্ণুর প্রিয় জিনিস।"

কুণ্ঠিতস্বরে যূথিকা বলিল, "কিন্তু পিসিমা, গোবিন্দজীর মালা কি ক'রে গাঁথতে হয়, আমি তো তা জানি নে।"

সহাস্যমুখে প্রসন্নময়ী বলিলেন, "যে মালা তুমি গাঁথবে, সেই মালাই গোবিন্দজী প্রসন্ন হ'য়ে গলায় নেবেন। ভয় নেই তোমার।"

ইতিমধ্যে মানদা নামে একজন অল্পবয়স্কা বিধবা পল্লীরমণী উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "আজ বউমা মালা গাঁথবেন মানদা, তুমি বউমাকে মালার মাপজোপ দেখিয়ে দাও, আমি ততক্ষণে ভাঁড়ারটা দিয়ে আসি।" বলিয়া আলমারিটা খুলিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পূজার উপাচারাদি প্রস্তুতকার্যে এবং ভোগরন্ধনে যে-তিনজন ব্রাহ্মণ পল্লীরমণী প্রসন্নময়ীকে নিয়মিত সাহায্য করে, মানদা তাহাদের অন্যতম। পারিশ্রমিক স্বরূপ ইহারা প্রত্যেকে প্রতিদিন একটি করিয়া সিধা এবং ভোগের অংশ পাইয়া থাকে।

যূথিকার বসিবার জন্য একটা গালিচা পাতিয়া দিয়া মানদা আলমারি হইতে ছুঁচ, রেশমী সুতার গুলি এবং কাঁচি আনিয়া দিল। তাহার পর ফুলের সাজি এবং বড় একটা পিতলের ট্রে লইয়া আসিয়া যূথিকার নিকট স্থাপন করিয়া সুতার গুলি হইতে খানিকটা সুতা বাহির করিয়া বলিল, "এইটে দু ফের করলেই ঠিক মাপ হবে বউরাণী-মা। আপনি কাঁচি দিয়ে কেটে নিন।"

যথানির্দেশ যূথিকা কাঁচি দিয়া সুতা কাটিয়া লইল।

"আর কিছু চাই আপনার?"

"কিছু তুলসীপাতা।"

ইতস্তত চাহিয়া দেখিয়া মানদা বলিল, "ঐ যে চক্কোত্তি কখন্ রেখে

গেছে।" তাহার পর তুলসীপত্রপূর্ণ তাম্রপাত্রটা লইয়া আসিয়া যূথিকার সম্মুখে ধরিল।

বোঁটাসুদ্ধ কয়েকটা তুলসীপাতার গুচ্ছ বাছিয়া যূথিকা বলিল, "আর আমার কিছু দরকার নেই মানদা। এখন তুমি কি করবে?"

"চন্দন বাটব।"

"আচ্ছা, বাটো গে।"

গোলাপগুলা পিতলের ট্রের উপর রঙ মিলাইয়া ভাগ করিয়া রাখিয়া যূথিকা পাঁচটা চন্দ্রমল্লিকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটা রাখিল ধুক্‌ধুকির জন্য। তাহার পর বাকি চন্দ্রমল্লিকা ও গোলাপগুলার বর্ণানুযায়ী মনে মনে একটা পরিকল্পনা করিয়া লইয়া সে মালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইল।

ঘুম ভাঙিয়া দিবাকর দেখিল, যূথিকা পাশে নাই, অজ্ঞাতসারে কখন্ উঠিয়া গিয়াছে। একটু বিস্মিত হইল, কারণ এমন সে কোনো দিনই করে না। পূর্বে ঘুম ভাঙিলেও দিবাকরের ঘুম ভাঙা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিয়া থাকে কিংবা তাহাকে জাগাইয়া দেয়; তাহার পর কিছুক্ষণ তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া তবে কক্ষ পরিত্যাগ করে।

গত রজনীর কথা মনে পড়ায় মনে হইল, হয়তো সেই জন্যই যূথিকা রাগ করিয়াছে অথবা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। যে কথোপকথন উভয়ের মধ্যে হইয়াছিল তাহা মনে করিয়া সে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে লাগিল যে, তন্মধ্যে এমন কোনো কথা সে বলিয়াছিল কি-না যাহা যূথিকাকে আঘাত দিতে পারে। তেমন কোনো কথা মনে পড়িল না। মনে মনে যূথিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, গত রাত্রির আলোচনার জন্যে তুমি যদি আমার প্রতি রাগ অথবা অভিমান ক'রে থাক, তা হ'লে ভুল করেছ যূথিকা। কাল তোমার বিরুদ্ধে আমি কোনো অনুযোগ করি নি। যে কথা তোমাকে কাল বলেছিলাম তা সম্পূর্ণ সত্য। তোমার লঘু অপরাধ বহু পূর্বে আমি ক্ষমা করেছি, কিন্তু আমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি নে। তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে, তাই আমাকে না পাবার আশঙ্কায় আমার কাছে তোমার কথা প্রকাশ করতে সাহস কর নি—এ কথা আমি বুঝি। কিন্তু তোমার কথা সম্পূর্ণ ক'রে জানবার আগে কেন তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম আর কেনই বা তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, আমার দিক থেকে তার কোনো কৈফিয়ৎ দেবার নেই। এ অপরাধের, এ ভুলের কোনো প্রতিকার খুঁজে পাই নে; অথচ সারা জীবন ধ'রে হীনতার একটা গ্লানিকর অস্তিত্ব টেনে চলার দুঃখই বা কেমন ক'রে…

চিন্তাসূত্রে সহসা বাধা পড়িল। বারান্দায় কাহার কাশির মৃদু শব্দ শোনা গেল।

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

"আজ্ঞে হুজুর, আমি ভোলা।"

"কি বলছিস ? ভিতরে আয়।"

দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া করজোড়ে প্রণামপূর্বক ভোলা বলিল, "আজ্ঞে, চাটুজ্জে মশায় মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হ'য়ে ব'সে আছেন।"

ভোলার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি লেপ ঠেলিয়া ফেলিয়া পালঙ্কের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া দিবাকর বলিল, "সর্বনাশ! কটা বাজল রে ?"

ঘরের ভিতর বৃহৎ ক্লক্ দীর্ঘবিলম্বিত পেণ্ডুলাম দোলাইয়া নিঃশব্দে চলিতেছিল। যেখানে ভোলা দাঁড়াইয়া ছিল, তথা হইতে একবার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিলেই সময় দেখা যাইত; কিন্তু 'টাইম্' ধরিয়া তাহাকে কাজ করিতে হয় বলিয়া একমাত্র নিজের ঘড়ি ব্যতীত অন্য কোনো ঘড়ির উপর সে নির্ভর করে না। বাঁ হাতের কব্জি ঘুরাইয়া রিস্ট-ওয়াচ দেখিয়া বলিল, "আজ্ঞে আটটা বাজতে বাইশ মিনিট।"

পালঙ্ক ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দিবাকর বলিল, "এত বেলা হ'য়ে গেছে! তোর ঘড়ি ঠিক চলছে তো রে ভোলা ?"

ঘড়ির নির্ভুলতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে দেখিয়া ভোলার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল; বিস্ময়-চকিত কণ্ঠে বলিল, "হুজুরের দেওয়া ঘড়ি, বেঠিক চলবে কেমন ক'রে!"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "তাও তো বটে! মনে ছিল না সে কথা।" মনে মনে বলিল, হুজুর নিজেই তো ভারি ঠিক চলছেন যে, হুজুরের দেওয়া ঘড়ি বেঠিক চলতে আপত্তি করবে!

"গোসলখানায় গরম জল দিয়েছিস ?"

"সব ঠিক আছে।"

"আচ্ছা, চায়ের যোগাড় কর্‌গে, আমি আটটার মধ্যেই আসছি।"

শীতকালে দিবাকরের গৃহে বেলা আটটায় চা-পানের সময়।

ভোলা চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া দিবাকর বলিল, "বউরাণী-মা কোথায় আছেন?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভোলা বলিল, "আজ্ঞে, যোগাড়-ঘরে।"

যে কক্ষে পূজোর উপচারাদি প্রস্তুত হয় সেই ঘর বাঁড়ুজ্জে-পরিবারে যোগাড়-ঘর বলিয়া খ্যাত।

বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "যোগাড়-ঘরে কি করছেন?

"মালা গাঁথছেন।"

ততোধিক বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল, "মালা গাঁথছেন! কিসের জন্যে মালা গাঁথছেন?"

"আজ্ঞে, গোবিন্দজীর জন্যে।"

"তবু ভাল। চা খাবার সময়ে আসবেন না?"

"আজ্ঞে, বোধ হয় আসতে পারবেন না,—আমাকে থাকতে বলেছেন।"

বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে দিবাকর বলিল, "তুই কোন্ দিন না থাকিস!" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা যা, আমি আসছি।"

দক্ষিণ দিকের বারান্দার পূর্বপ্রান্তে চায়ের টেবিলে বসিয়া সুনীথ সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া দিবাকর তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "এরই মধ্যে কাগজ এসে গেল না-কি সুনীথদা?"

মৃদু হাসিয়া সুনীথ বলিল, "না, এ কালকের কাগজ; চর্বিত-চর্বণ করছি।"

দিবাকর বলিল, "তবু ভাল। আমি ভাবলাম, দেরি করেছি ব'লে একেবারে দু ঘণ্টাই দেরি করলাম না-কি।"

মনসাগাছায় বেলা দশটার সময়ে ডাক আসে।

প্রতিদিনই চায়ের সময়ে সকলের পূর্বে যূথিকা উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধান করে। দুই জনের চায়ের ব্যবস্থা দেখিয়া সুনীথের প্রথম খেয়াল হইল যে, যূথিকার আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সম্ভবত সে আজ আসিবে না। সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "দুজনের যোগাড় দেখছি, যূথিকা কোথায়?"

দিবাকর বলিল, "তিনি আজ পবিত্রতর কার্যে ব্যস্ত আছেন।"

বিস্মিত হইয়া সুনীথ বলিল, "অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, মালা গাঁথছেন।"

"মালা গাঁথছেন? কার জন্যে মালা গাঁথছেন?"

"মর্ত্যলোকের কোনো ভাগ্যবানের জন্য নয়, স্বয়ং গোবিন্দজীর জন্যে।"

"হঠাৎ?"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "ব্যাপারটা আমার পক্ষেও এতই হঠাৎ যে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে আমিও তাঁকে ঠিক এই প্রশ্নই করব। আপাতত এস, চা পানে মন দেওয়া যাক। আজকের মেনুতে তোমার প্রিয় জিনিস নলেন গুড়ের পায়েস যোগে সরুচাকলির ব্যবস্থা আছে। কাল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছিলেন, আজ নিজে উপস্থিত থেকে খাওয়াবেন, তা আর হ'ল না; গোবিন্দজী বাদ সাধলেন।"

সুনীথ বলিল, "তা হ'লে এখনকার চা-পান থেকে এই প্রিয় জিনিস দুটি বাদ দিয়ে বৈকালিক চা-পানের অন্তর্গত ক'রে আমরাও গোবিন্দজীকে আউটগোবিন্দ করি, আর শ্রীমতী যূথিকাকেও বুঝিয়ে দিই যে, প্রিয় জিনিস সুধু তৈরি করলেই প্রিয় হয় না।"

দিবাকর বলিল, "কিন্তু নষ্ট হ'য়ে যাবে স্নীথদা।"

"এই শীতে? একটুও নষ্ট হবে না; বরং আরও বেশি মজবে।"

চা-পানের প্রাথমিক পেয়ালা শেষ হইয়া আসিয়াছিল। আস্ত চায়ের জন্য স্টোভে জল চড়াইয়া দিয়া ভোলানাথ খাবার পরিবেশনে রত হইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে রেকাব পেয়ালা প্রভৃতি নামাইয়া লইয়া টেবিল-ক্লথটা বদলাইয়া দিয়া চা-পানের সাজ-সরঞ্জামাদি সহ ভোলা প্রস্থান করিল। প্রত্যহ চা-পানের পর দিবাকররা দক্ষিণ দিকের বারান্দায় সূর্যকরোষ্ণ পূর্বপ্রান্তে চা-টেবিলের ধারে বসিয়া গল্পগুজবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে। আজও স্নীথ ও দিবাকরের মধ্যে সেইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল।

কথায় কথায় যূথিকার মালা গাঁথিবার কথা পুনরায় আসিয়া পড়িল। প্রসঙ্গের মধ্যে স্নীথ এক সময়ে বলিল, "মানুষের মনে ধর্মভাব যখন বিনা নোটিশে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়, তখন প্রায়ই দেখা যায় কোনো বাহনের উপর সওয়ার হয়ে তা এসেছে। যূথিকার ক্ষেত্রে তেমন কোনো বাহনের ঠাওর করতে পারিস দিবা?"

দিবাকর বলিল, "যে রকম সোঁ ক'রে উড়ে এসে বসেছে, তাতে মনে হয়, বাহনটি পক্ষী কিংবা পক্ষিরাজ জাতেরই হবে।"

স্নীথ বলিল, "সে কথা নয়; বাহনটির কি নাম তাই জিজ্ঞাসা করছি। অবশ্য বলতে যদি কোনো আপত্তি থাকে তা হ'লে নিশ্চয় বলবি নে।"

দিবাকর বলিল, "তোমাকে বলতে আপত্তি হবে এমন কথা আমার মনে এখনো দেখা দিতে আরম্ভ করে নি,—নিশ্চয় বলব। বাহন বলতে তুমি ঠিক কি বলতে চাও, আগে সেটা স্পষ্ট ক'রে বল।"

স্নীথ বলিল, "এই ধর্—দুঃখ কষ্ট বেদনা অভিমান, এই ধরনের কোনো জিনিস?"

সুনীথের কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দুঃখ কষ্ট বেদনা—এ তিনটের মধ্যে কোনটাই নয় ব'লে আমার বিশ্বাস। আর অভিমানটা এমন গোলমেলে জিনিস যে, অভিমানও যে নয়, সে বিষয়ে আমার ধ্রুব বিশ্বাস নেই।"

"তা হ'লে ?"

"তা হ'লে কি, তা একটু পরে আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু তার আগে ধৈর্য ধ'রে আমার কথা শুনে তোমাকে একটু ওয়াকিব-হাল হ'তে হবে। তুমি আমার শুধু আত্মীয়ই নও সুনীথদা, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু; তোমার উপর আমার নির্ভর আছে। আশা করি সব শুনে তুমি আমাকে সদুপদেশ দেবে।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথ বলিল, "সর্বনাশ! হালকা জিনিসকে ক্রমশ ভারি ক'রে তুলছিস যে দিবা! কাল রাত্রে ঝগড়া করেছিলি বুঝি ?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "ঝগড়া করলে তো সহজ হ'ত সুনীথদা, তা হ'লে তোমার সাহায্যের দরকার হ'ত না, নিজে নিজেই মিটিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু একান্তই যদি কিছু ক'রে থাকি, তা হ'লে ঝগড়ার চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর কিছু করেছি। কারণ, তা হ'লে বলতে হবে হয়তো তারই জের গোবিন্দজীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছেছে। সব কথা তোমাকে বলছি; কিন্তু তার আগে শেষ-কথাটা তোমাকে শুনিয়ে দিই—যূথিকাকে নিয়ে আমি সুখী নই।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া সুনীথ চমকিত হইল। ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে সে বলিল, "বাজে কথা বলিস নে দিবাকর। যূথিকাকে নিয়ে যে মানুষ সুখী নয়, সুখ কাকে বলে তা সে জানে না।"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে সুখ কাকে বলে তা আমিও জানি নে। কিন্তু স্বস্তি কাকে বলে তা বোধ হয় জানি। যূথিকাকে নিয়ে আমার স্বস্তি নেই। আর সকলের চেয়ে দুঃখের কথা কি জান? এই অস্বস্তিকর অবস্থার জন্যে যূথিকা ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী আমি।"

"কিসের অস্বস্তি?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "মিস্‌ফিটের (misfit) অস্বস্তি। যূথিকা আমার জীবনে ঠিক খাপ খায় নি সুনীথদা, তাই তাকে নিয়ে আমার স্বস্তি নেই। গলায় কলার মিস্‌ফিট করলে ঠিক স্বস্তি পাওয়া যায় না তা জান তো? যূথিকাকে নিয়ে আমার সেই অস্বস্তি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া চিন্তিত মুখে সুনীথ বলিল, "যূথিকাও এই রকম মিস্‌ফিটের কথা মনে করে না-কি?"

দিবাকর বলিল, "মনে করে কি-না বলতে পারি নে, মুখে কিন্তু যা বলে তা থেকে মনে হয়, আমি তার জীবনে সম্পূর্ণ ফিট করেছি। কিন্তু সুনীথদা, একজন হিন্দু মেয়ের পক্ষে স্বামী বস্তুটি এমনি এক অচ্ছেদ্য অত্যাজ্য ব্যাপার যে, প্রকৃতিপক্ষে মিস্‌ফিট করলেও মুখে সে কথা বলা তো দূরের কথা, মনে মনেও বোধ হয় তা ভাবতে পারে না।"

সুনীথ বলিল, "আর, একজন হিন্দু পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-বস্তুটি অচ্ছেদ্য অত্যাজ্য ব্যাপার নয় ব'লেই মনে মনে ভাবিস নাকি তুই?"

"না, ঠিক তা ভাবি ব'লে মনে করি নে। কিন্তু এ তর্ক তোমার সঙ্গে অন্য সময়ে না হয় করব, আপাতত তুমি আমার কাহিনী শোন। তুমি একজন বিজ্ঞ দার্শনিক মানুষ,—তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সহৃদয়,—তোমার উপদেশ আমি সহজে অমান্য করব না।"

তির্যকভাবে খানিকটা সূর্যকিরণ আসিয়া সুনীথের মুখের এক দিকে পড়িয়াছিল, একটু সরিয়া বসিয়া সে বলিল, "কি বলতে চাস বল্?"

তখন দীর্ঘকাল ধরিয়া দিবাকর ধীরে ধীরে মোটামুটি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। মাস ছয়েক পূর্বে লাহোর যাইবার পথে কলিকাতায় সেই ম্যাট্রিকুলেশন-পাস সুন্দরী মেয়েটির কথা হইতে আরম্ভ করিয়া সুনীথের কলিকাতা যাওয়া নিবারণ সম্পর্কে গত রজনীতে যূথিকার সহিত তাহার যে সকল বাদানুবাদ হইয়াছিল, কিছুই বাদ দিল না।

নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশের সাহত সকল কথা শুনিয়া সুনীথ মনে মনে বিশেষভাবে দুঃখিত এবং চিন্তিত হইল। বিরক্তিমিশ্রিত ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে সে বলিল, "না না দিবাকর, তুই দেখছি নিতান্তই ছেলেমানুষ। জীবন নিয়ে এ রকম খেলা খেলতে নেই ভাই। বহু সৌভাগ্যে তুই যূথিকার মত স্ত্রী পেয়েছিস,—নিজের বুদ্ধির দোষে সে সৌভাগ্য যদি ভেঙে দিস তা হ'লে এ কথা বলতে আমি বাধ্য হব যে, যূথিকা সত্যি-সত্যিই বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা হয়েছে।"

এই তীব্রমধুর ভর্ৎসনার মধ্যে গভীর সহানুভূতির অসংশয়িত আবেগ উপলব্ধি করিয়া দিবাকরের দুই চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। ম্লান হাসি হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "প্রতিবাদ করছি নে তোমার সুনীথদা। আমারও মনে হয়, যূথিকা সত্যিই বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা হয়েছে। আমার মনে আজকাল কোন্ সুর কোন্ গান সর্বদা ধ্বনিত হয় জান? রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান,—

এ মণিহার আমার নাহি সাজে,
এরে পরতে গেলে লাগে,
এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে!

আশ্চর্য হয়ে যাই যখন ভাবি যে-গান রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে কোনো এক দিন নিজের চিন্তায় নিজের প্রয়োজনে রচিত করেছিলেন, নিয়তি কখন্ নিঃশব্দে অগোচরে ঠিক সেই গানটা আমার জীবনে সার্থক করবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া তীব্রকণ্ঠে সুনীথ বলিল, "নিয়তি ব্যবস্থা ক'রে রাখে নি দিবাকর, তুই নিজেই নিজের দুর্ভাগ্য গ'ড়ে তোলবার চেষ্টায় আছিস। কিন্তু শুধু এই অপরাধই নয়, এর চেয়েও গুরুতর অপরাধ তোর আছে।"

"কি, বল?"

"বিনা অপরাধে যূথিকার জীবনটাও বিপন্ন ক'রে তুলতে চাচ্ছিস।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "একটা নৌকা যখন কোন কারণে প্রবল আবর্তের সৃষ্টি ক'রে জলের মধ্যে তলিয়ে যায়, তখন পাশের নৌকাটাও সেই আবর্তের মধ্যে প'ড়ে অকারণে ডুবে মরে। পাশাপাশি থাকার বিপদই এই। কিন্তু আমি একেবারে পয়লা নম্বরেরই অপরাধী নই সুনীথদা,—আমার পরতে গেলেই শুধু লাগে না, ছিঁড়তে গেলেও বাজে।"

দিবাকর কথা শুনিয়া সুনীথের দুই চক্ষে ভ্রূকুটি জাগিয়া উঠিল; তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "ছিঁড়তে যাবার কথাও মনে মনে ভাবিস নাকি দিবাকর?"

মৃদুকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "তুমি অতবড় দার্শনিক, তোমার কাছে মনের কার্যকলাপের কথা বলতে যাওয়া নিশ্চয় ধৃষ্টতা। কিন্তু আমাদের মত মূর্খ লোকেরাও তাদের প্রতিদিনকার জীবনের ভাবনা-চিন্তা থেকে এ কথা লক্ষ্য করতে ভোলে না যে, অদ্ভুত বস্তু মানুষের এই মন। যে কল্পনা যে কথা মানুষের পক্ষে ভয়াবহ দুশ্চিন্তা, সে কথাও মনে মনে ভাবতে সে ছাড়ে না। কিন্তু তুমি যে চিন্তার কথা জিজ্ঞাসা করছ সে দিকটা এতই ঝাপসা আর অস্পষ্ট যে, সেদিকের কোনো সঠিক খবর তোমাকে উপস্থিত দিতে পারলাম না। এটা বললাম অবশ্য চেতন মনের কথা। তুমি সেদিন যে নিশ্চেতন মনের কথা বলছিলে, সেই

নিশ্চেতন মনের অতলে তেমন কোনো চিন্তা যদি তলিয়ে থাকে তো বলতে পারি নে।"

"সাবধান দিবাকর।"

পিছনে পদশব্দে দিবাকর চাহিয়া দেখিল, নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে যূথিকা আসিতেছে। সুতরাং এ কথা সুনীথ ভর্ৎসনার ছলে অথবা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

একদিন করিয়া পিছাইয়া পিছাইয়া দিবাকর পাঁচ দিন সুনীথকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। আরও কয়েকদিন সুনীথ থাকিয়া যায় সেই চেষ্টা তাহার ছিল, কিন্তু আজ আর সুনীথ কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা দিবাকরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরদিন প্রত্যূষে সুনীথের কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

মহাদেবপুর যাইবার কাঁচা সড়ক দিয়া পদব্রজে খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর দিবাকর এবং সুনীথ অন্দরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দুইখানা গদি-আঁটা আরাম-চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। পার্শ্বে বিস্তৃত ফরাসের উপর একটা বক্স-হারমোনিয়াম এবং সেতার ও এসরাজ রহিয়াছে। কথা আছে, আজিকার শেষ সান্ধ্য বৈঠকে সুনীথকে ভাল করিয়া গান বাজনা শুনাইতে হইবে।

কিছুক্ষণ পরে দুই পেয়ালা কফি লইয়া ভোলানাথ প্রবেশ করিল। ট্রে হইতে উভয়ের সম্মুখে ছোট ছোট টিপয়ের উপর পেয়ালা দুইটি স্থাপিত করিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, দিবাকর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বউরাণী-মাকে বল, আমরা এসেছি।"

ভোলা বলিল, "আজ্ঞে হুজুর, বউরাণী-মা সে কথা জানেন। আপনাদের কফি দিতে ব'লে তিনি আরতি দেখতে গেছেন। আরতি শেষ হ'লেই এখানে আসবেন।"

ভোলা প্রস্থান করিলে সুনীথ বলিল, "সাবধান দিবাকর, যূথিকাকে গোবিন্দজী যে-রকম টানতে আরম্ভ করেছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত তোকে বেদখল না হ'তে হয়।"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "দখল রাখবার মত যথেষ্ট শক্তি যার নেই সে বেদখল হবে, তাতে আর কথা কি আছে বল ?"

সুনীথ বলিল, "দখল করবার অত শক্তি লাহোরে যে দেখিয়েছিল, দখল রাখবার উপযুক্ত শক্তি তার নেই, এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। এ খেয়াল তোর মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়,—একটা মানসিক ব্যাধি বললেই বোধ করি ঠিক হয়।"

সুনীথের কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল; বলিল, "এ কথা তো তুমি নতুন বলছ না, পরশুও এই ধরনের কথাই বলেছিলে। কিন্তু ব্যাধি তো নিতান্ত সামান্য জিনিসও নয় সুনীথদা, অনেক সময়ে ব্যাধি মারাত্মকও হয়।"

সুনীথ বলিল, "অঙ্কুরে বিনাশ না করলে এ ধরনের ব্যাধি সব সময়ে মারাত্মক হয়। তুই একটা আকাট মূর্খ, তাই বিদ্যার ওপর তোর অযথা বিদ্বেষ।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে দিবাকর বলিল, "না না সুনীথদা, তুমি ভুল করছ। বিদ্যার ওপর আমার একটুও বিদ্বেষ নেই, বরং যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। এই যে তুমি এত বড় বিদ্বান, তার জন্যে কি তোমার উপর আমার এক বিন্দুও বিদ্বেষ আছে বলতে পার? নিশ্চয়ই পার না। এ কথা আমি তোমাদের দুজনকে কিছুতে বুঝিয়ে উঠতে পারছি নে যে, একমাত্র মূর্খ স্বামী ছাড়া আর কারো উপর আমার বিদ্বেষ নেই। শুধু আমার কথাই বা কেন বলি, মূর্খ স্বামীর উপর ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে কোম্পানির যা মনোভাব তা তুমি আমার কাছে সবিস্তারে শুনেছ। তা ছাড়া, এ কদিনে একে একে পাঁচ-ছখানা দৈনিক আর সাপ্তাহিক কাগজে যোগমায়া-বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের রিপোর্ট পড়তেও তোমার বাকি নেই। আচ্ছা, তা হ'লে অপরাধ কি শুধু আমারই তুমি বলতে চাও?"

ঈষৎ ঔৎসুক্যের সহিত সুনীথ বলিল, "কেন, উদ্বোধন রিপোর্টের অপরাধ কি?"

দিবাকর বলিল, "আমি তো অপরাধ বলি নে। কিন্তু একান্তই যদি অপরাধ বলতে হয়, তা হ'লে সত্যি কথা বলবার অপরাধই বলতে হবে।"

"কি সত্যি কথা?"

সুনীথনাথের প্রশ্ন শুনিয়া দিবাকরের মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "আমি মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জি এম.এ.র স্বামী—এই সত্যি কথা।"

"কেন, এ কথা তুই অস্বীকার করিস নাকি?"

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "না, অস্বীকার করি নে, কিন্তু ভারি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করি। আচ্ছা সুনীথদা, অতগুলো খবরের কাগজ তো পড়লে, কিন্তু তার মধ্যে একটাতেও একমাত্র মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জি এম.এ.র স্বামী ছাড়া আমার আর অন্য কোনো পরিচয় পেয়েছ কি? মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জির স্বামী এই পরিচয় ধারণ ক'রে জীবন বহন করার মধ্যে আমি স্বস্তিও পাই নে, গৌরবও বোধ করি নে। একে তুমি পাগলামি বলতে পার; কিন্তু তাই যদি বল, তা হ'লে এর প্রতিকার কি, তাও তোমাকে ব'লে দিতে হয়। তুমি হয়তো বলবে, পাগলামির প্রতিকার পাগলা গারদ ছাড়া আর কিছু নেই। আমিও ঠিক তাই মনে করি। বাইরের সংসারের সঙ্গে সব কিছু কার-কারবার বন্ধ ক'রে দিয়ে নিজের ঘরে বন্দী হ'য়ে আমাকে বসতে হবে, যেখানে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে তারিণী বরাটের দল পাত্তা পাবে না, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের উপস্থিত হবার কোনো কারণ ঘটবে না, এমন কি নিশাকর-সুনীথনাথদেরও প্রবেশ পাওয়া শক্ত হবে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথ বলিল, "যা-তা ব'কে চলেছিস; সত্যি সত্যিই পাগল হ'লি নাকি তুই দিবাকর?"

সুনীথের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া দিবাকর বলিল, "এখনো ঠিক হই নি। ভয় পেয়ো না সুনীথদা, শুনতে ভাল লাগবে ব'লে একটু উপন্যাসের ঢঙে রঙ চড়িয়ে কথাগুলো বলছি। জান, কয়েকদিন আগে যূথিকাও গিরিবালা নামে এক পাগলের কথা আমাকে বলছিল?"

"কে সে গিরিবালা?"

"লাহোরের কোন্ এক শুচিবেয়ে স্ত্রীলোক,—দুশো বার কুলকুচো ক'রেও যার মুখ পরিষ্কার হয় না, অবশেষে খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে রক্তপাত ক'রে তবে ছাড়ে। আমার খুঁতখুঁতেমি যূথিকা বরদাস্ত করতে পারে না। সে মনে করে, শুধু গিরিবালারাই দাঁত খুঁটতে জানে; কিন্তু দিবাকরও যে মন খুঁটতে পারে, এ কথা সে মানতে চায় না।"

কিছুক্ষণ হইতে গোবিন্দজীর মন্দিরে আরাত্রর কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ শুনা যাইতেছিল। শব্দ বন্ধ হইলে সুনীথ বুঝিতে পারিল, আরতি শেষ হইয়াছে সুতরাং অনতিবিলম্বে যূথিকা উপস্থিত হইবে। তখন দিবাকরের সহিত এই প্রসঙ্গে আর কোনো কথা কহিবার সুযোগ না হইতে পারে মনে করিয়া সে বলিল, "না না দিবাকর, তোর জন্যে ক্রমশ আমি বেশ একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়ছি। তুই দেখছি অতিশয় সেণ্টিমেণ্টাল। এ বিষয়ে আমার যা-কিছু বলবার ছিল সমস্তই পরশু তোকে বলেছি; আজ শুধু তোকে এই কথাটা সর্বদা মনে রাখতে অনুরোধ করি যে, লাঠালাঠির বিরোধই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় বিরোধ নয়, মনের বিরোধ তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। মাথা ভাঙলে যত সহজে মাথা জোড়া লাগে, মন ভাঙলে মন তত সহজে লাগে না।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "সে কথা বুদ্ধি দিয়ে বুঝি, কিন্তু মন দিয়ে

বুঝি নে। সেইজন্যেই তো সেদিন তোমাকে বলছিলাম, অদ্ভুত জিনিস মানুষের এই মন। তুমি কিন্তু আরও কয়েকদিন থেকে গেলে ভাল হ'ত সুনীথদা।"

মাথা নাড়িয়া সুনীথ বলিল, "না, তা তো হ'তই না. বরং আরও কিছু আগে চ'লে গেলেই হয়তো ভাল হ'ত। তাদের দুজনের সর্বদা এখন একসঙ্গে থাকা দরকার। তাতে দুজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ঝগড়া-ঝাঁটি হয় সেও ভাল, কিন্তু একজন সহৃদয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধু উভয়ের মধ্যে সর্বদা বর্তমান থেকে মিলন ব্যাপারে উভয়কে উৎসাহিত করলেই যে ভাল হবে, তা বলা যায় না। তুই যে বলছিলি, অদ্ভুত জিনিস মানুষের মন, সে কথা সত্যি। অনেক সময়ে দুজন মানুষ নির্বিবাদে পরস্পরের কাছ থেকে যতটা পৃথক হ'য়ে থাকতে পারে, বিবাদ-বিসংবাদ ক'রে ততটা পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নির্বিবাদ বিরোধের মত কঠিন অবস্থা দ্বিতীয় আর কিছু নেই।"

সুনীথের কথার কোনো উত্তর না দিয়া ক্ষণকাল দিবাকর নিজের চিন্তাজালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

"দিবাকর!"

সুনীথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "বল।"

"আমি নাস্তিক নই, কিন্তু ধর্মের আতিশয্যকে আমি ভয় করি। পরলোকের মঙ্গলচিন্তায় মানুষ যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, তখন ইহলোকের কল্যাণ পদে পদে উপেক্ষিত হ'তে থাকে। বিশ্বপতির পিছনে ধাওয়া করার ফলে ইহলোকের পতিকে পিছনে ফেলে গেছে, এমন স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সংসারের মধ্যে আন্দামান দ্বীপ কোন্ জায়গাকে বলে জানিস?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "না, তা তো জানি নে।"

"ঠাকুর-ঘরকে—যেখানে অনেক সময়ে অনেক লোক নিজে-নিজেই দ্বীপান্তরিত হয়।"

সুনীথের কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

সুনীথ বলিয়া চলিল, "ঝগড়া ক'রে, বিবাদ ক'রে যূথিকাকে নিজের কাছে আটক রাখিস, তবুও নির্বিবাদে তাকে গোবিন্দজীর মন্দিরে দ্বীপান্তরিত হ'তে দিস নে। গোবিন্দজী অবুঝ লোক নন, এতে রাগ করবেন না। যূথিকার এই আকস্মিক ধর্মানুরাগ সময়ের জিনিসও নয়, খাঁটি জিনিসও নয়। খুব সম্ভবত এ হচ্ছে তোর সঙ্গে অহিংস-অসহযোগ। আর অহিংস হ'লেও অসহযোগ যে একটা বেয়াড়া জিনিস—এ কথা কিছুতে ভুলিস নে।"

খুট করিয়া দ্বার খুলিয়া যূথিকা কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাড়াতাড়ি খুব গম্ভীর করিয়া সুনীথ বলিল, "এদিকে অতিথি-নারায়ণ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।"

হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া যূথিকা বলিল, "কেন দাদা?"

"দৈব-নারায়ণের প্রতি এ রকম পক্ষপাত দেখে।"

সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, "ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'লে দৈব-নারায়ণ কতটা ক্ষমা করেন, তা ঠিক বুঝতে পারি নে; অতিথি-নারায়ণ কিন্তু ষোল আনাই করেন। তাই অতিথি-নারায়ণের বিষয়ে মনে মনে একটু সাহস আছে।"

"কিন্তু শুধু অতিথি-নারায়ণই তো নয়,—এদিকে পতি পরম গুরুও রয়েছেন যে।" বলিয়া সুনীথ দিবাকরের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইল।

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "এ ক্ষেত্রে পরম গুরু নয়, তিনবার ম্যাট্রিক-ফেল পরম গরু।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীথ বলিল, "যে পতি নিজেকে পরম গুরু বলে,

তাকে আমি গাধা বলি। শাস্ত্রের অনুশাসন হচ্ছে, নাত্মানমবমন্যেত—নিজেকে অপমান ক'রো না। খবরদার দিবা, কখনো যেন এমন ক'রে নিজেকে মিছামিছি খাটো করিস নে। কিন্তু সময় আমাদের অল্প, এখন আর কোনো কথা নয়, শুধু গান-বাজনা হোক।" যূথিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "প্রথমে তুমি একটি গান দিয়ে আরম্ভ কর যূথিকা।"

ফরাসের উপর যূথিকা উপবেশন করিলে দিবাকর যূথিকার সম্মুখে হারমোনিয়ামটা সরাইয়া দিল।

বেলা দুইটার সময়ে স্কুলগৃহে ডিরেক্টরের কক্ষে শাসন-সংসদের এক অধিবেশন বসিয়া ছিল। দিবাকর এবং যূথিকা ভিন্ন তাহাতে যোগ দিয়াছিল প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ করুণা মিত্র। স্কুল খোলার অব্যবহিত পরেই প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে শাসন-সংসদের একজন সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছে।

মীটিং হইতে ফিরিবার পথে যূথিকা এবং দিবাকরের মধ্যে মীটিং সংক্রান্ত আলোচনাই চলিতেছিল। তাহার মধ্যে এক সময়ে দিবাকর বলিল, "তিন-চার দিন আগে এ মীটিং করতে পারলে খুব ভাল হ'ত যূথিকা।"

ঔৎসুক্যভরে যূথিকা বলিল, "কেন?"

"তা হ'লে পরামর্শদাতারূপে সুনীথদাদাকে আমরা সভায় পেতে পারতাম। তিনি থাকলে খুব সুবিধে হ'ত।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া যূথিকা বলিল, "তা হ'ত কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু তিনি না থাকাতেও কোনো অসুবিধে হয় নি। তুমি যা সিদ্ধান্ত করলে তার চেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত আর কি হ'তে পারত বল?"

বক্র দৃষ্টিতে যূথিকার দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "উৎসাহিত করছ আমাকে?"

মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না না, উৎসাহিত করবার কোনো দরকার নেই; আমার যা মনের ধারণা তাই তোমাকে বলছি।"

কথায় কথায় উভয়ে দেউড়ির পথ পরিহার করিয়া খিড়কির দিক দিয়া অন্দর-মহলে প্রবেশ করিয়াছিল। সংসার তখনো আপ্রত্যূষ কর্ম-সংগ্রামের পর বিশ্রাম-নিদ্রায় কতকটা নিমগ্ন। দ্বিতলে উপনীত হইয়া

দক্ষিণ দিকের বারান্দায় গোল টেবিলের ধারে দুইটি চেয়ার অধিকার করিয়া উভয়ে উপবেশন করিল।

যূথিকার হস্তে একটা বই দেখিয়া দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি বই যূথিকা?"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "ব্যাকরণ-কৌমুদী।"

"পড়বে না-কি?"

"মনে করছি পড়ব। আচ্ছা, তুমি তো সংস্কৃত জানো,—একটু একটু শেখাবে আমাকে?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দিবাকর বলিল, "ব্যাকরণ-কৌমুদী? তা হ'লেই হয়েছে! অকপটে স্বীকার করছি সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞান অন্ধকারের ওপর ব্যাকরণ-কৌমদী বিশেষ কিছু কৌমুদী বর্ষণ করতে পারে নি। নারীশব্দের রূপের চেয়ে নারীদেহের রূপ আমার কাছে অনেক সহজ জিনিস। নারীশব্দের রূপ কি রকম হবে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর তা হ'লে হয়তো বলতে পারব না, কিন্তু নারীদেহের রূপ কি রকম হওয়া উচিত জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয় বলব, তোমার মত হওয়া উচিত।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

নিঃশব্দ মৃদু হাস্যের দ্বারা এ পরিহাসের অল্প একটু নির্বাক প্রতিবাদ করিয়া যূথিকা বলিল, "শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়ার' পড়েছি, অথচ কালিদাসের 'শকুন্তলা' পড়ি নি,—এ একটা গুরুতর অপরাধ ব'লে আমার মনে হয়। তা ছাড়া, বেশি কিছু বুঝি নে, তবুও সংস্কৃত আমার ভারি ভাল লাগে। তর্কতীর্থ মশায় মন্ত্র পড়েন, স্তব পাঠ করেন,—বাংলা ভাষার জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে তার সামান্য যেটুকু বুঝি তাতেই মন ভ'রে উঠে।"

দিবাকর বলিল, "সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি মধুর কিনা। অভিনববিষবল্লীপাদপদ্মস্থবিক্ষোর্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা। চমৎকার নয়?"

দিবাকরের গভীর-মিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত অনুপ্রাসহিল্লোলিত এই সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি শুনিয়া যূথিকা মুগ্ধ হইল। হর্ষোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে সে বলিল, "ভারি চমৎকার! এত সুন্দর তোমার সংস্কৃত উচ্চারণ, অথচ বলছ, তুমি সংস্কৃত জান না!"

দিবাকর বলিল, "ইংরিজী জানি নে ব'লে তুমি হয়তো মনে কর সংস্কৃত আমি জানি; কারণ, মানুষের না-জানারও তো একটা সীমা আছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, যূথিকা সংস্কৃতও আমি জানি নে। ভুল ইংরিজী দিয়ে পাঞ্জাব মেলের গার্ডের সঙ্গে তবু দু-চারটে কথা কয়েছিলাম, কিন্তু ইংরেজ না হ'য়ে সে যদি একজন দ্রাবিড়ী পণ্ডিত হ'ত, তা হ'লে অহং আর শৃঙ্খলম্ ছাড়া বোধ হয় তৃতীয় কোনো কথা তাকে বলতে পারতাম না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এ কথা কিন্তু ষোল আনাই সত্য নহে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি দিবাকরের অনুরাগ ছিল যথেষ্ট এবং সেই অনুরাগের বশবর্তী হইয়া তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞানও যে সামান্য একটু ছিল, তাহা দিবাকরের সহিত সময়ে সময়ে আলাপ-আলোচনার ফলে যূথিকার অবিদিত ছিল না। দিবাকরের পরিহাস-বাণীর বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য না করিয়া সে বলিল, "তর্কতীর্থ মশায়ের কাছে তুমি কিছুদিন সংস্কৃত শিখেছিলে, তুমি একটুও সংস্কৃত জান না, এ আমার মনে হয় না। কিন্তু, একান্তই তুমি যদি আমাকে না শেখাতে চাও, তা হ'লে তর্কতীর্থ মশায় যাতে আমাকে অল্প স্বল্প শেখান সে ব্যবস্থা ক'রে দাও। দেবে?"

দিবাকর বলিল, "তর্কতীর্থ মশায়ের সঙ্গে তোমার তো এখন সকাল সন্ধ্যে দু বেলা সাক্ষাৎ কারবার। তুমি নিজেই তাঁর সঙ্গে সে ব্যবস্থা ক'রে নিতে পার।"

"তোমার আপত্তি নেই তো?"

"আপত্তি যদি থাকে তো একমাত্র তোমার এই প্রশ্নে আছে। তুমি

বিদ্যা অর্জন করবে, আর আমি তাতে আপত্তি করব, বিদ্যের সঙ্গে এত বড় বৈরিতা আমার নেই যূথিকা। কিন্তু সে কথা যাক, গোবিন্দজীর মন্দিরে দু বেলা নিয়মিত হাজিরা দিয়ে চলেছ, তর্কতীর্থ মশায়ের কাছে সংস্কৃত শেখবার সঙ্কল্প করছ, ব্যাপার কি তোমার বল দেখি?"

বহু দিনের বহু যত্নের আশ্রয় ভাঙিবার আশঙ্কা উপলব্ধি করিয়া একটা নূতন আশ্রয় গড়িয়া লইবার জন্য মানুষের মনের যে ব্যগ্রতা, ব্যাপারটা হয়তো কতকটা সেই ধরনেরই; কিন্তু যূথিকা সে কথা বলিতে পারিল না; কারণ সে পর্যন্ত তাহারও মনের মধ্যে তেমন কোনো কথা স্পষ্ট হয় নাই। তাই দিবাকরের প্রশ্নটাকে কতকটা এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়তো বলবেন, সবই গোবিন্দজীর ইচ্ছা।"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে গোবিন্দজীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক,—তর্কতীর্থ মশায়কে তোমার অধ্যাপক নিযুক্ত কর।"

"তাঁর পারিশ্রমিক?"

"সে ব্যবস্থা আমি করব, তুমি আর-সব ব্যাপার ঠিক ক'রে নাও।"

গেবিন্দজীর আরতি করিবার জন্য পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই বাণীকণ্ঠ আগমন করিয়াছিলেন। মুখ-হাত-পা ধুইয়া পাশের কক্ষ হইতে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছেন, এমন সময় সহসা কর্ণে প্রবেশ করিল তরুণ সুমিষ্ট ডাক, "তর্কতীর্থ মশায়!"

চমকিত হইয়া বাণীকণ্ঠ ফিরিয়া দেখিলেন, অদূরে সলজ্জস্মিতমুখে দাঁড়াইয়া যূথিকা। ইহার পূর্বে কখনো এরূপ সোজাসুজিভাবে যূথিকা তাঁহাকে সম্বোধন করে নাই। বিস্মিত ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "বউরাণী মা! কি আদেশ বলুন?"

যূথিকা তাহার প্রস্তাব প্রকাশ করিয়া বলিল।

শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "এ তো দয়ার কথা নয়

বউরাণী-মা, এ আনন্দের কথা। এ ভার আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম।"

যূথিকা বলিল, "আপনার কাছে আমার আর একটা অনুরোধ আছে।"

"কি বলুন ?"

"আপনি আমাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করবেন; আর 'বউরাণী-মা' ব'লে ডাকবেন না।"

সহাস্যমুখে বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "বউরাণী-মা সম্বোধনে কোনো অযুক্তি নেই তো মা। এ আপনাদের ঘরাণা বংশের ন্যায্য সম্মান, যা পুরুষানুক্রমে সকলে আপনাদের দিয়ে আসছে।"

যূথিকা বলিল, "সে সম্মান সত্যি-সত্যিই যদি কিছু থাকে তো আজ থেকে আপনার আমার মধ্যে তার শেষ। এখন থেকে আমি করব আপনাকে সম্মান, আর আপনি করবেন আমাকে স্নেহ। আপনি আমাকে 'যূথিকা' ব'লে ডাকলেই আমি খুশি হব। একান্তই যদি তা না ডাকেন, তা হ'লে 'বউমা' ব'লে ডাকবেন; 'বউরাণী-মা' ব'লে কিন্তু কিছুতেই নয়।"

যূথিকার কথা শুনিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "এ তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ মা। তোমার মত উচ্চশিক্ষিতা ছাত্রীর গুরু হওয়ার গৌরব আজ যখন লাভ করলাম, তখন আমি তো আর সামান্য নই, সুতরাং তোমাকে 'তুমি' ব'লে ডাকলে এখন আর অসঙ্গত হবে না।"—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

যূথিকা এবং বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থের মধ্যে যখন উক্ত প্রকার কথোপকথন চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একটা অপ্রশস্ত কাঁচা পথ ধরিয়া শ্রান্তপদে দিবাকর মনসাগাছা গ্রামের পশ্চিম উপকণ্ঠে প্রবেশ করিতেছিল। দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপিত একটা দীর্ঘ মূল্যবান পাখী-মারা

বন্দুক, শিকারীর উচ্চ বুটের প্রায় সমস্তটাই কর্দমাক্ত, খাকি রঙের হাত-কাটা জামা ও শার্ট ধূলায় ধূসর।

সকালে চা-পান করিয়া লোকজন এবং সাজসরঞ্জামসহ সে পালংঘাটার বিলে পাখী শিকার করিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্বে অপরাহ্ণেই প্রত্যাগমনের ইচ্ছা ছিল বলিয়া তেমন কিছু ভারী শীত-বস্ত্রাদি সঙ্গে লয় নাই। ফিরিবার কালে কোনো কারণে সামান্য একটু বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় মাইল দুই পূর্বে গাড়ি এবং লোকজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী পায়ে হাঁটা পথে ফিরিয়া আসিতেছিল।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুই তিনখানা বাড়ির পরে বহুদিনের পরিত্যক্ত একটা প'ড়ো গৃহে মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া দিবাকর তথায় দাঁড়াইল। তাহার পর কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া দ্বারের নিকট আসিয়া ধীরে ধীরে কড়া নাড়িতে লাগিল।

২৭

কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া গৃহমধ্যে তরুণকণ্ঠে কেহ বলিল, "ঠাকুমা, দরজায় কে কড়া নাড়ছে।"

উত্তরে ঠাকুরমা-সম্বোধিতা কোন স্ত্রীলোক বলিল, "বিভূতি এসে থাকবে, দরজা খুলে দে।"

তরুণ কণ্ঠ উত্তর দিল, "না ঠাকুমা, এ বিভূতিকাকার কড়া নাড়া নয়, এ নিশ্চয় অন্য কোন লোক। আমি খুলতে পারব না বাপু।"

প্রত্যুত্তর হইল, "আচ্ছা, তুই থাক্,—আমি খুলছি।"

মিনিট খানেক পরে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দরজা খুলিল এবং বলিয়া উঠিল, "ও মা! এ কে গো!"

ক্ষণপূর্বে গৃহমধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার একটি বর্ণও দিবাকরের শুনিতে বাকি ছিল না। কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে টুপিটা মুখের উপর অল্প একটু নামাইয়া দিয়া গভীর কণ্ঠে সে বলিল, "আমি দস্যু; লুঠ করতে এসেছি। তোমার ধনরত্ন যা আছে, আমাকে সমর্পণ কর।"

পরিণত সন্ধ্যার্ অবলুপ্তপ্রায় আলোকে টুপির সাহায্যে মুখ ঢাকা যতটা সহজ ছিল, কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মধ্যে কণ্ঠস্বর প্রচ্ছন্ন করা হয়তো ঠিক ততটা সহজ হইল না। দিবাকরের তিমিরাবরিত আকৃতির উপর একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়া প্রৌঢ়ার মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য দেখা দিল, স্তিমিত আলোকে যাহা দিবাকরের দৃষ্টিগোচর হইল না। কপট উৎকণ্ঠার চকিত কণ্ঠস্বরে প্রৌঢ়া বলিল, "তুমি লুঠ করতে এসেছ? কিন্তু বিলম্বে এসেছ দস্যু। আমার কাছে রত্ন অবশ্য আছে, কিন্তু তোমাকে তা দেবার উপায় নেই।"

"কেন নেই, শুনি ?"

"তোমার জাত গেছে। জাত গেলে সে রত্নে অধিকার থাকে না।"

"আমার জাত গেছে ? কবে গেল ? কোথায় ?"

"লাহোরে, গত শ্রাবণ মাসে।"

এবার দিবাকর তাহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিল ; বলিল, "শেষ পর্যন্ত তা হ'লে চিনতে পেরেছ দেখছি, প্রথমটা যদিও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।"

প্রৌঢ়া বলিল, "এমন রণবেশ দেখলে কে না ভয় পায়।"

দিবাকর বলিল, "রণবেশ নয়, কিরাতবেশ ; পাখী শিকার করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে যাক, কবে এলে তুমি ক্ষীরোদ-ঠাকুমা ?"

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির নাম ক্ষীরোদবাসিনী। দূর সম্পর্কের হিসাবে, গ্রাম সুবাদে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, দিবাকর তাহাকে ঠাকুমা বলিয়া সম্বোধন করে।

দিবাকরের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আজ চার দিন হ'ল আমরা এসেছি।"

"জলপাইগুড়ি থেকে নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ, জলপাইগুড়ি ভিন্ন আর কোথা থেকে আসব দিবাকর ! কিন্তু এমন ক'রে হিমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কত কি শুনবি, ঘরের ভিতরে বসবি চল্‌, সব কথা বলছি।" বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনী কপাট দুইটা পুরাপুরি উন্মোচিত করিয়া দিবাকরের প্রবেশ-পথ প্রশস্ত করিয়া দিল।

দিবাকর বলিল, "না ক্ষীরোদ-ঠাকুমা, ভারি শ্রান্ত হয়ে রয়েছি, আজ আর বসব না। শিগ্‌গির আর একদিন আসব অখন, আজ যাই।"

ক্ষীরোদবাসিনী কিন্তু কিছুতে দিবাকরের কথা শুনিল না, তাহার

আমার হাতা ধরিয়া টান দিয়া বলিল, "না না দিবাকর, ভিতরে আয়। শ্রান্ত হয়ে যখন আছিস, তখন তো একটু ব'সে জিরিয়ে যাওয়াই উচিত।"

অগত্যা দিবাকর ভিতরে প্রবেশ করিল, কিন্তু ঘরের ভিতরে যাইতে সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। বারান্দার এক কোণে তাহার বন্দুকটা দাঁড় করাইয়া রাখিয়া একটা দেবদারু কাঠের প্যাকিং বাক্সের উপর বসিয়া পড়িল।

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এখানেও ঠাণ্ডা লাগবে দিবাকর, আমার কথা শোন্, ঘরে চল্। তোর ও-জুতো খোলা যদি সত্যিই অত অসুবিধা হয়, কোনো সঙ্কোচ করিস নে, জুতো খোলবার একটুও দরকার নেই।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "কিছুতেই নয়। পালংঘাটা বিলের কাদা আর পথের ধূলো মাথা এই অসামাজিক জুতো প'রে বারান্দায় ওঠাই যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে, ঘরের ভিতর তা ব'লে কিছুতেই নয়।" অদূরে আর একটা কাঠের বাক্স ছিল, আঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া তাহা দেখাইয়া বলিল, "ঐ বাক্সটায় তুমি ব'স তো ক্ষীরোদ-ঠাক্‌মা। একটুও ঠাণ্ডা লাগছে না এখানে।"

আর অধিক পীড়াপীড়ি না করিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী ডাক দিল, "দিবাকর এসেছে শিবানী। প্রণাম কর্ এসে।"

ক্ষীরোদবাসিনীর একমাত্র পৌত্রী শিবানী রান্নাঘরে কাজকর্মে নিযুক্ত ছিল, পিতামহীর আহ্বানে তাড়াতাড়ি আসিয়া নত হইয়া দিবাকরকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সতের বৎসর বয়সের শ্যামাঙ্গী মেয়ে শিবানী, লোকে তাহাকে নিঃসন্দেহে কালো মেয়ের শ্রেণীতেই ফেলিবে। কিন্তু সে সেই শ্রেণীর কালো মেয়ে যে-শ্রেণীর মেয়েরা গঠনের সৌষ্ঠবে এবং মুখশ্রীর গৌরবে অনেক সুন্দরী মেয়ের বর্ণের শুভ্রতাকে ম্লান করিয়া দেয়।

দিবাকরের পুরুষের চক্ষু শিবানীর এই শ্যামল মিষ্ট রূপ দেখিয়া স্নিগ্ধ হইল। আনন্দোদ্ভাসিত মুখে সে কহিল, "এই শিবানী? এত বড় হয়েছে সেই ছ-সাত বছরের ফ্রক-পরা মেয়ে?" মনে মনে বলিল, আর এত সুন্দর!

সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সে তো আজ দশ বছরের কথা হ'ল দিবাকর, তা হ'লে আর এত বড় হওয়ার আটক কোথায় বল্? এই হচ্ছে আমার রত্ন, যার কথা একটু আগে তোকে বলছিলাম—এই আমার সেই কালোমানিক।"

দিবাকর চাহিয়া দেখিল, পিতামহীর সোহাগবাক্য শুনিয়া শিবানীর মুখ সলজ্জ হাস্যে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। নিজ হস্তের অঙ্গুরীয় দেখাইয়া সে বলিল, "এই দেখ শিবানী আমার হাতে কালোমানিক—নীলার আংটি। হীরের আংটিও আমার আছে, কিন্তু নীলার আংটিই আমি বেশি পছন্দ করি।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "খবরদার দিবাকর, খবরদার! বাড়িতে এমন কথা কখনো বলিস নে ভাই, নাতবউ শুনলে ভারি রাগ করবে।"

উৎসুক কণ্ঠে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল তো?"

"শুনেছি নাতবউ আমাদের হীরের মত সাদা;—নীলার সুখ্যাতি শুনলে হীরে রাগ করবে না?"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া দিবাকর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ও, এই কথা! কিন্তু হীরের চেয়ে নীলা আমি বেশি পছন্দ করি—এ কথা শুনলে তোমাদের নাতবউ রাগ না করতেও পারে; কারণ জহুরী হিসাবে আমার মতের যে বিশেষ কোনো মূল্য নেই, এ ধারণা হয়তো তার হয়েছে।"

দিবাকরের এই পরিহাসবাণীকে আশ্রয় করিয়া তাহার অন্তরের

বেদনাসঞ্জাত যে সুরটি, হয়তো বা তাহার নিজেরও অগোচরে, সূক্ষ্মরূপে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহার সহিত ক্ষীরোদবাসিনীর পরিচয় না থাকায় সে তাড়াতাড়ি কোনো জুতসই উত্তর দিবার বাগ পাইল না। শিবানী চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া সে বলিল, "দিবাকরের জন্যে ভাল ক'রে চা তৈরি ক'রে নিয়ে আয় শিবু।"

এ প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "না না, চা টার হাঙ্গামা ক'রো না,—একটুখানি ব'সে গল্প ক'রে চ'লে যাব।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, 'গরিব ঠাক্‌মা এই পাঁড়াগাঁয়ে "টা" আর কোথায় পাবে ভাই? তবে জলপাইগুড়ি থেকে আসছি, চা দিয়েই তোর খাতির করি।"

"তা হ'লে নিতান্তই এক পেয়ালা চা—আর কিছু নয়। তোমাদের নিজের বাগানে চা তো?"

দিবাকরের এই প্রশ্ন শুনিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীরোদ-বাসিনী বলিল, "পাঁচশোখানা শেয়ারের মধ্যে মাত্র গোটা পঞ্চাশেক শেয়ার প'ড়ে আছে, নিজেদের বাগানের চা আর কোন্ মুখে বলি দিবাকর?"

বিস্মিত হইয়া দিবাকর বলিল "কেন, বাকি শেয়ার গেল কোথায়?"

"অভাবের তাড়নায় বিষয়-সম্পত্তি চিরকাল যে পথে গিয়ে থাকে সেই পথেই গেছে। শুধু কি শেয়ারই গেছে দিবাকর, জলপাইগুড়ির বাড়িখানাও জলের দরে বিক্রি ক'রে তবে এই পাড়াগাঁয়ের ভাঙা ঘরে বাস করতে এসেছি।" বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জিত করিল।

ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় একটা মাঝারি-গোছ টি-এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ছিল। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত উক্ত এস্টেটে কাজ করিয়া পাঁচশতখানি টী-

শেয়ার, জলপাইগুড়িতে একটি নাতিক্ষুদ্র গৃহ এবং যৎসামান্য ঋণ রাখিয়া বৎসর পাঁচেক পূর্বে সে ইহলোক ত্যাগ করে। সেই বহনসাধ্য অপুষ্ট ঋণের বর্তমানতা সত্ত্বেও মোটের উপর ক্ষীরোদবাসিনীর সংসার সুখের সংসারই ছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের ভাঙন ধরিল; একটি পর একটি করিয়া একাদিক্রমে বিপদ এবং দুর্ঘটনা দেখা দিতে লাগিল; এবং সেই সর্বনাশা দুর্ভাগ্যের রথচক্রতলে একে একে পিষ্ট হইল একমাত্র পুত্র ভবানীপ্রসাদ, পুত্রবধূ মায়ালতা, দুইটি বালক পৌত্র. একটি শিশু পৌত্রী। করাল কৃতান্তদেবের নির্মম গ্রাস হইতে কোনো প্রকারে রক্ষা পাইয়া গেল অর্ধমৃতা শিবানী, অভাগিনী ক্ষীরোদ-বাসিনীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাহার কালোমাণিক। একদা যে ঋণ ছিল কৃশ, ক্রমশ তাহা হইল স্ফীতোদর। অবশেষে ঋণের অবুঝ ক্ষুধার্ত উদরে বসতবাড়ি এবং সাড়ে চার শত টী-শেয়ার সঁপিয়া দিয়া শিবানীকে লইয়া ক্ষীরোদবাসিনী তাহার পল্লী-আশ্রয়ে পলাইয়া আসিয়াছে।

মধ্যে বৎসর চারেক পূর্বে পুত্রবধূ মায়ালতার উপর শিবানীর ভার দিয়া কয়েকদিনের জন্য ক্ষীরোদবাসিনী মনসাগাছায় আসিয়াছিল। সেই সময়ে দিবাকর এই সকল দুঃখকাহিনীর অধিকাংশই ক্ষীরোদ-বাসিনীর মুখে অবগত হইয়াছিল। বাকি যতটুকু অবিদিত ছিল, আজ তাহা শুনিল।

ক্ষীরোদবাসিনীর দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনিতে শুনিতে দিবাকর মনে মনে এই কথাই কেবল ভাবিতেছিল যে, মানুষের যেমন দুঃখ-কষ্ট পাইবার পরিমাণের কোন সীমা নেই, সেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার শক্তির পরিমাণও তেমনি তাহার অসীম। পুত্রের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর মাথার উপর দিয়া বিপদের যে প্রচণ্ড ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে জীবন ধারণ করিয়া এতদিন সে বাঁচিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য। কিন্তু শুধু বাঁচিয়া থাকিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই,—সে হাসে, গল্প করে, এমন কি সুযোগ উপস্থিত হইলে রসিকতা করিতেও ছাড়ে না।

সমবেদনার স্নিগ্ধকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' জীবন-যুদ্ধে দুঃখের পতাকা বইবার যে-পরিমাণ ভার তুমি পেয়েছ, সেই পরিমাণ শক্তিও তুমি পাও—এই প্রার্থনা করি ক্ষীরোদ-ঠাকুমা।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এ তো তুই মহৎ লোকের বড় কথা বললি ভাই। সহজ কথায় লোকে বলে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর—আমার হয়েছে তাই। তবু আমার কালোমানিক আছে ব'লে একেবারে জড় হয়ে যাই নি,—একটু নড়ি-চড়ি উঠি-বসি। সতের বছর বয়স হয়ে গেল, বিয়ে দিতে পাচ্ছি নে—এ দুশ্চিন্তার অন্ত নেই দিবাকর। আবার বিয়ে হয়ে গেলে কি নিয়ে জীবনধারণ করব, সে দুশ্চিন্তারও শেষ নেই।"

উৎসুক কণ্ঠে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এ পর্যন্ত বিয়ের চেষ্টা-চরিত্র কিছু করেছ কি?"

দিবাকরের প্রশ্ন শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সে দুঃখের কথা আর বলব কি দিবাকর, সেই চেষ্টাতেই জলপাইগুড়িতে তিন চার বৎসর প'ড়ে ছিলাম। যোগ্য অযোগ্য কত পাত্রের দোরে দোরে ধরণা দিলাম, কিন্তু কেউ দয়া করলে না, কেউ স্পর্শ করলে না আমার কালোমানিককে।"

"কেন?"

"কালো মেয়ে, ইংরিজী লেখাপড়া জানে না—এই অপরাধ। তার ওপর অপরাধের উপযুক্ত জরিমানা দেবার ক্ষমতাও নেই।"

শিবানী ইংরেজী লেখাপড়া জানে না—এই কথাটাই দিবাকরের কানে বিশেষ করিয়া বাজিল, কিন্তু সে বিষয়ে প্রথমে কিছু উল্লেখ না করিয়া সে বলিল, "শিবানীকে তারা শুধু কালো মেয়েই বলে?"

"বলে বইকি দিবাকর, কালোকে তাদের কালো বলতে একটুও বাধে না। কিন্তু কালোর ভাল যা-কিছু, সে বিষয়ে তারা একেবারে চুপ ক'রে থাকে, পাছে সে কথা স্বীকার করলে জরিমানার টাকা কিছু কম করতে হয়।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "সত্যি! বাংলা দেশের বিয়ের বাজারটা একেবারে কসাইখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে! ইংরিজী না-জানার আপত্তিও করে না-কি তারা?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "অন্তত গোটা দুই জায়গায় ঐ ছুতো ক'রেই অপছন্দ করেছে।"

"কতটা ইংরিজী জানে শিবানী?"

"সে অবিশ্যি তেমন কিছু নয়। ঐ যে তোরা ফার্স্ট বই, না কি বলিস, তাও বোধ হয় সবটা শেষ করতে পারে নি। রোগ-শোক অভাব-কষ্টের মধ্যে ইংরিজী ইস্কুলে তেমন-কিছু পড়াশুনো তো হয় নি, দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল, ছোট মেয়েদের সঙ্গে আর পড়তে চাইলে না।

তবে বাংলা জানে দিবাকর। রামায়ণ, মহাভারত. কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মেঘনাদবধ—এ সব বই শিবানী পড়েছে।"

ঈষৎ গভীর স্বরে দিবাকর বলিল, "ভুল করেছ ক্ষীরোদ ঠাক্‌মা, ইংরিজী ভাল ক'রে না শিখিয়ে ভাল কর নি। আমাদের এই বাংলা ভাষার দেশে বাংলা না-জানা বাঙালী মেয়ের পক্ষে তত বড় অপরাধ নয়, যত বড় অপরাধ ইংরিজী না-জানা, শিবানীকে ইংরিজী না শিখিয়ে সত্যি-সত্যিই তুমি ভাল কর নি।"

সহাস্য মুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "তুই এম.এ.-পাস-করা মেয়ে বিয়ে করেছিস এ কথা তুই বললে আমি কি উত্তর দিই বল্‌?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া দিবাকর বলিল, "আমরা মনসা-গাছায় মেয়েদের জন্যে স্কুল খুলেছি, সে কথা শুনেছ?"

"শুধু সে কথাই নয়, এই তিন-চারদিনে কোনো কথা শুনতে বাকি নেই। কিন্তু সব কথার মধ্যে কোন্ কথা শুনে সব চেয়ে খুশি হয়েছি জানিস?"

"কোন্ কথা শুনে?"

"আমাদের নাতবউয়ের সুখ্যাতি শুনে। সকলের মুখেই এক কথা—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—অমন বউ হয় না।"

এ কথারও কোনো উত্তর না দিয়া পূর্বকথার অনুবৃত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "আমাদের সেই স্কুলে শিবানীকে ভর্তি ক'রে দোব।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সে হবে না দিবাকর। ও-কথা গ্রামে পা দিয়েই শিবানীকে আমি বলেছি। কিন্তু কিছুতেই রাজী নয় সে। সেই এক আপত্তি—ছোট মেয়েদের সঙ্গে কিছুতেই পড়বে না।"

এক হাতে চায়ের পেয়ালা এবং অপর হাতে খাবারের রেকাব লইয়া শিবানী উপস্থিত হইল।

বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে দিবাকর বলিল, "পেয়ালায় চা এনেছ তা তো বুঝছি শিবানী, কিন্তু রেকাবে কি পদার্থ আনলে ?"

স্মিতমুখে শিবানী বলিল, "সামান্য একটু খাবার।"

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "না না, তা হবে না ; ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। খাবারের বিষয়ে নিষেধ ছিল, সে কথা তোমার জানা আছে।"

ইত্যবসরে ক্ষীরোদবাসিনী দিবাকরের সম্মুখে একটা ছোট কাঠের বাক্স স্থাপন করিয়াছিল। নিঃশব্দ মৃদু হাস্যের দ্বারা দিবাকরের কথা অতিক্রম করিয়া শিবানী সেই বাক্সের উপর চা এবং খাবার স্থাপিত করিল।

খাবারের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "পয়লা নম্বর তো দেখছি কড়াইসুঁটি-যোগে তেলমাখা মুড়ি ;—কিন্তু দোসরা নম্বরে বড় বড় গোলাগুলি কি বস্তু, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "খইচুর—শিবুর নিজের হাতের তৈরি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "লোভে পড়লাম দেখছি। দুটি খাবারই আমার অতিশয় প্রিয় খাদ্য। আচ্ছা, আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম শিবানী, কিন্তু আর কোনোদিন এমন ক'রে নিষেধ অমান্য ক'রো না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া প্রসন্নমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "ক্ষমা আদায় করবার কৌশল যে জানে, তার পক্ষে অন্য দিন নিষেধ অমান্য করা শক্ত হবে না দিবাকর।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, কেমন কৌশল জানে তা পরে দেখা যাবে।"

বারান্দার ধারে ঘটি এবং জল ছিল ক্ষীরোদবাসিনীর নির্দেশে দিবাকর উঠিয়া গিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিল। ক্ষুধার্ত জঠর মুখরোচক

খাদ্যের সান্নিধ্যে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, আগ্রহসহকারে দিবাকর আহারে প্রবৃত্ত হইল।

খাবার দিয়া শিবানী চলিয়া গিয়াছিল, একটা টী-পটে দিবাকরের জন্য আরও পেয়ালা-দুই চা লইয়া সে ফিরিয়া আসিল।

দিবাকর বলিল, "চা তো আনলে শিবানী, কিন্তু পেয়ালা ডিশ কই ?"

মৃদুকণ্ঠে শিবানী বলিল, "আপনার ও-পেয়ালায় ঢেলে দিলে হবে না ?"

"আমার জন্য বলছি নে, তোমার জন্যে বলছি।"

ব্যস্ত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "না না, আমরা চা খাব না দিবাকর, বিকেলে আমরা চা খেয়েছি। ও চা তোর জন্যে।"

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া দিবাকর বলিল, "চা-টা যে-রকম উপাদেয় হয়েছে, তাতে আরও খানিকটা পেলে নিশ্চয় আপত্তি করব না।"

কথায় কথায় এক সময়ে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আমার কালো-মানিকের গায়ের রঙ কেউ যদি কোকিলের মত কালো বলে দিবাকর, তা হ'লে তার গলার স্বরকেও কোকিলের মত মিষ্টি বলতে হবে। ভারি চমৎকার গান গায় শিবু।"

পিতামহীর কথায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া শিবানী সে স্থান পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছিল। বাধা দিয়া তাহাকে দিবাকর বলিল, "অমন ক'রে স'রে পড়বার মতলব করলে চলবে না শিবানী। তোমার গায়ের রঙ কোকিলের মত কালো বললে আমি প্রবলভাবে আপত্তি করব; কিন্তু তোমার গলার স্বর কোকিলের মত মিষ্টি প্রমাণ হ'লে আমি অতিশয় খুশি হব। সুতরাং একটা গান শোনাও আমাকে।"

প্রথমে শিবানী নানাপ্রকার ওজর-আপত্তি করিল, কিন্তু দিবাকর এবং ক্ষীরোদবাসিনীর অনিবার উপরোধে অগত্যা তাহাকে হার মানিতে হইল।

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সেই গানটা গা শিবানী, 'প্রভু তোমার পথের'।"

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "হারমোনিয়াম নেই ক্ষীরোদ-ঠাক্‌মা?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আছে একটা ভাঙা মত,—কিন্তু শুধু গলাতেও শিবু ভাল গাইবে।"

ক্ষণকাল ধীরে ধীরে গুন গুন করিয়া অল্প একটু সুর ভাঁজিয়া লইয়া সহসা মুক্ত সুমিষ্টকণ্ঠে শিবানী গান ধরিল,—

প্রভু, তোমার পথের পথিক
কবিবে কবে?
কবে সুগভীর রাত হইবে প্রভাত
তব ভৈরব রবে?
যবে ক্ষান্ত হইবে আশা,
আর, শেষ হবে ভালবাসা,
আর, এক হ'য়ে যাবে আলো আর ছায়া,
সুখ-দুখ, কাঁদা-হাসা;
তখন গভীর উদাস সুরে
বাজিবে না-কি হে দূরে
কল-কল্লোলময় সংগীত
মহাসাগরের কলরবে!
যবে অন্ধ হইবে আঁখি,
আর, বধির হইবে কান,
আর, প্রাণের মাঝারে থাকিয়া থাকিয়া
কাঁপিয়া উঠিবে প্রাণ;
তখন বন্ধ হইবে চলা,
শেষ হবে কথা বলা,
তখন বাজিবে পথের শেষ-হওয়া গান
অন্তিম উৎসবে!

শিবানীর তরল সুরেলা কণ্ঠের সুমধুর গান শুনিয়া দিবাকর মুগ্ধ হইল। উচ্ছ্বসিত বাক্যে প্রশংসা করিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমার কথায় অবশ্য অনেকখানি প্রত্যাশা হয়েছিল ক্ষীরোদ-ঠাকুমা, কিন্তু তাই ব'লে সত্যি-সত্যিই এত ভাল গায় শিবানী, তা মনে করি নি।"

দিবাকরের প্রশংসায় মনে মনে অতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সব গানই শিবু ভাল গায়, কিন্তু এই গানটা আমার বিশেষ ভাল লাগে দিবাকর,—এই অন্তিম উৎসবের গান। এ গান আমার প্রাণের সুরের সঙ্গে বাঁধা।"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "এ গান শুধু তোমার প্রাণের সঙ্গেই বাঁধা নয় ক্ষীরোদ-ঠাকুমা, যারা জানে তাদের জীবনে অন্তিম দিন একদিন নিশ্চয়ই আসবে তাদের সকলের প্রাণের সঙ্গেই এ গান বাঁধা।"

দিবাকরের রিক্ত চায়ের পেয়ালা লক্ষ্য করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "দিবাকরের পেয়ালায় চা ঢেলে দে শিবু। আমি চট ক'রে জপটা সেরে আসি, তুই ততক্ষণ দিবাকরের কাছে ব'স্।"

ক্ষীরোদবাসিনী প্রস্থান করিলে দিবাকরের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে শিবানী বলিল, "এ চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দাদা। একটু নতুন চা ক'রে আনি।"

এক চুমুক চা পান করিয়া দিবাকর বলিল, "না না, আর নতুন চা আনতে হবে না, এ চা বেশ গরম আছে। তার চেয়ে তোমার ইংরিজী বইটা নিয়ে এস দেখি।"

ইংরেজী বই আনিবার প্রস্তাবে শিবানী একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল। কুণ্ঠাজড়িত স্বরে সে বলিল "না না দাদা, সে আপনি কি দেখবেন,—ইংরিজী লেখাপড়া আমি জানি নে।"

দিবাকর বলিল, "তুমি ইংরিজীর ফার্স্ট বুক পড়, সে কথা ক্ষীরোদ-

ঠাকুমার কাছে আমি শুনিছি। কিন্তু সে জন্য তোমার লজ্জার কোনোও কারণ নেই শিবানী। ইংরিজী না জানা একজন বাঙালী মেয়ের পক্ষে অপরাধ, এ আমি একেবারেই মনে করি নে। নিয়ে এস তোমার বই, দেখি কোন্ বই তুমি পড়।”

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া অবশেষে অতিশয় সঙ্কোচের সহিত শিবানী তাহার ইংরেজী পড়িবার বই লইয়া আসিয়া দিবাকরের হস্তে দিল।

বই দেখিয়া দিবাকর প্রসন্ন মুখে বলিল, “প্যারীচরণ সরকারের ‘ফার্স্ট বুক অব রীডিং’। খুব ভাল বই,—এই বই আমরাও পড়েছিলাম।” বইয়ের পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে পেন্সিলের দাগ লক্ষ্য করিয়া দিবাকর বলিল, “এই পর্যন্ত পড়েছ বুঝি?”

মৃদুকণ্ঠে শিবানী বলিল, “হ্যাঁ।”

“জলপাইগুড়িতে কার কাছে ইংরিজী শিখতে?”

“কারো কাছে নয়,—মানের বই দেখে নিজে নিজেই শিখতাম।”

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় থামিয়া দিবাকর বলিল “আচ্ছা, ‘রাম হয় পীড়িত’র ইংরিজী কি হবে বল তো শিবানী।”

একটু চিন্তা করিয়া শিবানী বলিল, “রাম ইজ্ ইল্।”

“বেশ; তা হ’লে, ‘রাম এবং যদু হয় পীড়িত’র ইংরিজি কি হবে?”

‘এবং’-এর ইংরেজী শিবানীর মনে পড়িল; বলিল, “রাম অ্যাণ্ড যদু ইজ্ ইল্।”

দিবাকরের মুখে অবিরক্তির প্রসন্ন হাস্য দেখা দিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, “একটু ভুল হয়েছে। ইংরিজীতে ক্রিয়াপদেরও বচন আছে। এখানে রাম এবং যদু দুজন লোক ব’লে ‘ইজ’ না হয়ে বহুবচন ‘আর’ হবে।”

শিবানীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের চতুঃসীমার বহির্ভূত এ কথা; সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল।

বইয়ের অপর এক স্থান হইতে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, বলতে পার শিবানী, পি এস্ এ এল্ এম্—এই পাঁচটা অক্ষরের ইংরিজী কথার উচ্চারণ কি হবে? যদিও এটা তোমার পড়া অংশের বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করছি।"

ইংরেজী কথা উচ্চারণ করিবার যেটুকু কৌশল শিবানী এ পর্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার সাহায্যে কিছুতেই সে এ কথা উচ্চারণ করিবার বাগ পাইল না। বার দুই-তিন 'পস্' 'পস্' করিয়া চেষ্টা করিয়া অবশেষে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বুঝতে পারছিনে কি হবে।"

প্রচুর আনন্দ এবং কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "পি এস্ এ এল এম সাম হবে, সাম মানে ধর্ম-সংগীত।"

সকৌতূহলে শিবানী বলিল, "সাম? পি-এর উচ্চারণ হবে না?"

"শুধু পি কেন, এল-এর উচ্চারণও হবে না। দুই অক্ষরই এ কথায় সাইলেণ্ট, অর্থাৎ মূক।"

"এ রকমও হয়?" বলিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শিবানী দিবাকরের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রগাঢ় সন্তোষের সহিত দিবাকর বলিল, "হয়।"

একজন সতের বৎসরের পরিণত বয়সের সুশ্রী মেয়ে তাহার ইংরেজী জ্ঞানের স্বল্পতা লইয়া বিস্মিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, এবং সে তাহার উন্নততর জ্ঞানের সুযোগের দ্বারা সেই মেয়েটির উপর প্রভাব বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছে—এই অবস্থা এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব মিষ্ট রস উৎপাদিত করিল, যাহা পরিস্রুত হইয়া দিবাকরের শুষ্ক ক্ষুদ্র হৃদয়ের শেষ স্তর পর্যন্ত সিক্ত করিয়া দিল।

ইহার মিনিট দশেক পরে জপ সারিয়া ক্ষীরোদবাসিনী উপস্থিত হইলে হাসিমুখে দিবাকর বলিল, "তোমার কালোমানিকের ইংরিজী বিদ্যে পরীক্ষা করছিলাম ক্ষীরোদ-ঠাকুমা।"

স্মিতমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "তাই না-কি! কেমন দেখলি? হ'ল ষোল আনা ফেল তো?"

দিবাকর বলিল, "না না, বারো আনা পাস। একটু কারো সাহায্য পেলে ষোল আনা পাস করতে খুব বেশি দেরি হবে না।"

"কে আর সে সাহায্য করবে দিবাকর?"

দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, কেউ করে কি-না পরে তার সন্ধান দেখা যাবে।"

মিনিট পাঁচ-সাত গল্প করিয়া দিবাকর উঠিয়া পড়িল। বারান্দার কোণ হইতে বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "রাত হয়েছে, আজ চললাম ক্ষীরোদ-ঠাকুমা; আবার একদিন আসব।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "একদিন কেন দিবাকর,—যেদিন সুবিধে হবে, যখনই ইচ্ছা যাবে, আসবি। তোর জন্যে দোর খোলা রইল—দিন-রাত অষ্টপ্রহর।"

শিবানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "শুনলে তো শিবানী? এবার এসে কড়া নাড়লে বিভূতিকাকার কড়া নয় ব'লে দোর খুলতে যেন আপত্তি ক'রো না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া শিবানী নীরবে হাসিতে লাগিল।

পথে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে সহসা এক সময়ে দিবাকরের মনে পড়িল ক্ষীরোদবাসিনীর কথা, 'বিলম্বে এসেছ দস্যু।' পর-মুহূর্তেই দিবাকরের অন্তরের কোনো গুপ্ত প্রদেশ হইতে কে যেন উত্তর দিয়া বলিল, 'তুমিই বিলম্বে এসেছ ক্ষীরোদ-ঠাকুমা।'

সজোরে একবার মাথা ঝাড়া দিয়া মনকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা

করিতে করিতে হন্ হন্ করিয়া দিবাকর পথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

গৃহে পৌঁছিয়া বাহিরখণ্ডে পদার্পণ করিতেই সদর নায়েব মধুসূদন ঘোষাল আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া দিবাকরের হাতে একটা বড় খাম দিয়া বলিল, "এই চিঠি নিয়ে রাজসাহী থেকে একটি ভদ্রলোক এসেছেন বড়বাবু।"

মধুসূদন ঘোষালের হস্তে একটা লণ্ঠন ছিল। খামখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আছেন তিনি?"

"আজ্ঞে, বিরাম-মন্দিরে বিশ্রাম করছেন।"

দিবাকরদের অতিথিশালার নাম বিরাম-মন্দির।

খাম ছিঁড়িয়া বাহির হইল সবসুদ্ধ পাঁচখানা কাগজ,—দিবাকর এবং যূথিকার স্বতন্ত্র নামে সারদাশঙ্কর-গার্লস-হাইস্কুলের পুরস্কার বিতরণের দুইখানা নিমন্ত্রণ-কার্ড, যূথিকার নামে উক্ত স্কুলের প্রেসিডেণ্ট শিবনাথ চৌধুরীর দীর্ঘ আমন্ত্রণ-পত্র, দিবাকরের নামে শিবনাথ চৌধুরীর একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি এবং দিবাকরের নামে ভাবতোষ মিত্রের একটা চিঠি।

নিমন্ত্রণ-কার্ডে প্রকাশ, উক্ত পুরস্কার-বিতরণ সভায় সভাপতি হইবে ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট সি. ফরেস্টার এবং পুরস্কার বিতরণ করিবে মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জি এম. এ.। ভবতোষ মিত্র তাহার চিঠিতে রাজসাহীতে তাহার গৃহে অবস্থান করিবার জন্য দিবাকর এবং যূথিকাকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এবং শিবনাথ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত পত্রের প্রধান বক্তব্য রাজসাহীতে যূথিকাকে উপস্থাপিত করিবার একান্ত ভার দিবাকরের উপর।

ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহ হইতে দিবাকর যে আনন্দময় তরল মন লইয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহা ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

২৯

বহির্বাটির একটা ঘরে শিকারের সাজসরঞ্জাম এবং পোশাক-পরিচ্ছদ থাকে। সেই ঘরে বন্দুক ও অপর দ্রব্যাদি রাখিয়া এবং বহির্বাটিরই একটা গোসলখানায় স্নানাদি সমাপন করিয়া দিবাকর যখন অন্দরে প্রবেশ করিল, তখন রাত আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ইহাই দিবাকরের চিরন্তন রীতি। শিকার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাহিরের ধূলি-কর্দম হইতে মুক্ত না হইয়া এবং শিকারীর অশোভন বেশ পরিবর্তিত না করিয়া সে কখনো অন্দরে প্রবেশ করে না।

ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহে দিবাকরের বিলম্বের জন্য তাহার বেশ-কিছু পূর্বেই তাহার দলের লোকলস্কর এবং গাড়ি প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছানোতে যূথিকা একটু চিন্তিত হইয়াছিল। দিবাকরের সহিত সাক্ষাৎ হইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরি হ'ল যে তোমার?"

দিবাকর বলিল, "পথে আসতে দেখলাম, জলপাইগুড়ি থেকে ক্ষীরোদ-ঠাকুমারা এসেছেন। তাই খবর নিতে গিয়ে তাঁদের বাড়িতে একটু দেরি হয়ে গেল।"

"ক্ষীরোদ-ঠাকুমারা কারা? আমাদের আত্মীয় কেউ হন?"

"আত্মীয় বটে, কিন্তু সে আত্মীয়তার মূল খুঁজে বার করতে হ'লে বেশ একটু বেগ পেতে হবে। অন্য কোনো সময়ে সে চেষ্টা না হয় দেখা যাবে, আপাতত এই চিঠিপত্রগুলো পড়,—রাজসাহী থেকে এসেছে।"

"রাজসাহীর সেই মেয়ে-স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের নিমন্ত্রণ বুঝি?" বলিয়া যূথিকা দিবাকরের হস্ত হইতে কাগজগুলা গ্রহণ করিল।

কার্ড এবং চিঠি তিনখানা পড়িয়া দেখিয়া যূথিকা বলিল, "কি উত্তর দেবে?"

'তথাস্তু' ছাড়া আর কি উত্তর দিতে পারি বল ?—মনে আছে তো, কথা দেওয়া আছে ?"

মনে মনে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কোনো কথা না বলিয়া যূথিকা কার্ড ও চিঠিগুলা দিবাকরকে ফিরাইয়া দিল।

যূথিকার চিঠিখানা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া দিবাকর বলিল, "শিবনাথবাবুর এ চিঠিখানা তোমার চিঠি, এর একটা উত্তর লিখে রেখো।"

রূপার একটা ছোট ট্রে-তে দুই পেয়ালা চা লইয়া ভোলা প্রবেশ করিল এবং একটা ছোট টিপয়ের উপর রাখিয়া দিবাকর ও যূথিকার পার্শ্বে তাহা স্থাপিত করিল।

সবিস্ময়ে যূথিকা বলিল, "এখানে চা আনলি যে ভোলা ? আর, খাবার কই ?"

"হুজুর খাবার দিতে নিষেধ করেছেন বউরাণী-মা।" বলিয়া এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ভোলা প্রস্থান করিল।

যূথিকা বলিল, "কেন, খাবার দিতে নিষেধ করেছ কেন ?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "ও-কার্যটা ক্ষীরোদ-ঠাকুমার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে সেরে এসেছি। চা-ও অবশ্য বড় বড় তিন পেয়ালা খেয়েছি সেখানে, তবে ভোলা একান্ত চায়ের কথা বললে ব'লে নির্বাসনের ভয়ে আপত্তি করি নি।"

সকৌতূহলে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "নির্বাসনের ভয়ে কি রকম ?"

দিবাকর বলিল, "তা বুঝি জান না ?

চা খাইতে বলিলে যে
চা খাইতে চায় না।
নির্বাসনে দাও তারে
জাপান কি চায়না॥

চা খেতে আপত্তি করা অপরাধের এই হচ্ছে দণ্ডবিধি।" ট্রে-র উপর হইতে এক পেয়ালা চা তুলিয়া যূথিকার দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও, চা খাও। আপত্তি যদি কর, তা হ'লে ঐ সূত্র অনুসারে তোমাকে জাপান কি চায়নায় নির্বাসন দেওয়া হবে।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "অপরের ভাগের চা না খেলে নির্বাসন হয় না। ও তোমার ভাগের চা।"

দিবাকর বলিল, "তিন পেয়ালার ওপর দু পেয়ালা চা সুখের চা নয়। এর ভাগ নিতে তুমি যদি রাজী না হও, তা হ'লে তোমাকে অদুঃখ-ভাগিনী স্ত্রী বলব।"

"এক পেয়ালা চায়ের জন্যে এত বড় অপরাধ সইতে আমি রাজী নই।" বলিয়া দিবাকরের হাত হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া যূথিকা বলিল, "শুনছ, তর্কতীর্থ মশায়কে আজ বলেছিলাম। তিনি আমাকে সংস্কৃত পড়াতে রাজী হয়েছেন। কাল থেকে পড়াবেন বলেছেন।"

দিবাকর বলিল, "শুভ-সংবাদ। প্রথমে কি ভাবে পড়া আরম্ভ করবে, তার কিছু স্থির হয়েছে?"

যূথিকা বলিল, "তর্কতীর্থ মশায়ের ইচ্ছে, প্রথমে মাস ছয়েক শুধু ব্যাকরণ পড়াবেন; তারপর ক্রমশ কাব্য আর ন্যায় আরম্ভ করবেন।"

বিস্ফারিত নেত্রে দিবাকর বলিল, "সর্ব্বনাশ! তা হ'লে তো তোমার কাছে যা কিছু অন্যায় দাবি-দাওয়া করবার আছে, এই ছ মাসের মধ্যেই সমস্ত সেরে রাখতে হবে।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কেন?"

"তার পরে করলে তোমার ন্যায়শাস্ত্র আপত্তি করবে।"

যূথিকা বলিল, "ও!" তাহার পর এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ভালবাসা যদি থাকে, তা হ'লে কোন কারণেই ন্যায়শাস্ত্র স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পা বাড়ায় না,—অন্যায় দাবি-দাওয়া করলেও না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাবে, কেমন না পা বাড়ায়! তখন কথায় কথায় বলবে, ন্যায়শাস্ত্রের মতে এটা তোমার নিতান্ত অন্যায় আবদার হচ্ছে। কিন্তু সে কথা যাক, তোমার পড়বার সময় কখন করলে যূথিকা?"

যূথিকা বলিল, "আরতির পর ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক ছাড়া অন্য কোন সময় তর্কতীর্থ মশায়ের সুবিধে হ'ল না। আমার কিন্তু ও-সময়টা খুব ইচ্ছে ছিল না।"

"কেন?"

"ও-সময়টা তোমার কাছে থাকি,—ও-সময় আমার মূল্যবান সময়।"

"ব্যাকরণের চেয়েও মূল্যবান?"

অল্প একটু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "কাব্যের চেয়েও।"

কথাটা অবশ্য মিথ্যা নহে। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দিবাকর এবং যূথিকা সাহিত্য, সংগীত অথবা অন্য কোন প্রসঙ্গের আলোচনায় ঐ সময়টা একত্রে অতিবাহিত করে। সুতরাং বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থ ঐ সময়ে ভাগ বসানোয় হিসাবমত যূথিকার ন্যায় দিবাকরেরও দুঃখিত হইবারই কথা, কিন্তু সহসা কোথা হইতে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া মনে পড়িয়া গেল শিবানীর অশুদ্ধ ইংরেজী,—'রাম অ্যাণ্ড যদু ইজ্ ইল্'; —সহজ মনে সে বলিল, "কিন্তু উপায় কি বলো? ও-সময় তোমার যত মূল্যবান সময়ই হোক না কেন, তর্কতীর্থ মশায়ের সুবিধেই আগে দেখতে হবে।"

কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর দিবাকর বলিল, "রাজসাহী থেকে যে লোক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করি গে। নায়েব মশায় বলছিলেন, কাল সকালেই তাঁর রাজসাহী ফিরে যাবার ইচ্ছে। আজ রাত্রেই তুমি শিবনাথ চৌধুরীর চিঠির উত্তরটা লিখে রাখ।"

"কবে আমরা রাজসাহী পৌঁছব লিখব? শনিবারে, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিশনের দিনেই তো?"

এক মুহূর্তে চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনেই নিশ্চয়। তবে 'আমরা' না লিখে 'আমি' লিখো।"

সবিস্ময়ে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমি রাজসাহী যাব না স্থির করেছি। অবশ্য সে জন্যে তোমার যাওয়ার কোনো অসুবিধে হবে না; তোমার সঙ্গে নায়েব মশায় যাবেন, আনন্দ যাবে, ভোলা যাবে।"

যূথিকা বলিল, "তা হ'লে আমিও যাব না স্থির করলাম। শুধু ভোলা, আনন্দ আর নায়েব মশায় যাবেন।"

"কিন্তু রাজসাহীতে পুরস্কার বিতরণ কে করবে যূথিকা?"

কথা শুনিয়া যূথিকার রাগ হইল; একবার মনে করিল বলে— আনন্দ; কিন্তু সে কথা না বলিয়া বলিল, "যাদের কাজ, সে মীমাংসা তারা করবে।"

"কিন্তু শিবনাথ চৌধুরীকে আমি তোমার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি।"

"তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না। আমার যাওয়া হ'ল না সে কথা আমি নিজে তাঁকে লিখে দিচ্ছি।"

"কি কারণ দেখাবে?"

"যাওয়ার সুবিধে হ'ল না, এ ছাড়া আর অন্য কোনো কারণই দেখাব না।"

"কিন্তু তা হ'লে শেষ চোট তো পড়ল আমরই ওপর। আমি যে কথা দিয়েছি তোমাকে হাজির করিয়ে দোবই, সে কথা তো আর রইল না।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "যে-কোনো

অবস্থাতেই তোমার স্ত্রীকে সেখানে হাজির করাতে না পারলে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে—এই যদি তুমি মনে কর, তা হ'লে না-হয় আমাকে নায়েব মশায়ের সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়ো।”

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল। আর্তকণ্ঠে সে বলিল, “এ কথার পর তোমার সঙ্গে আমাকে যেতেই হয় যূথিকা। কিন্তু একেই বলে সত্যাগ্রহ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যাগ্রহ-নীতি খুব ভাল জিনিস নয়।”

যূথিকা বলিল, “সত্যাগ্রহের মত কোনো কিছুর দ্বারা তোমাকে বাধ্য করতে চেষ্টা করছি, এ যদি তোমার মনে হয়ে থাকে, তা হ'লে তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো। কিন্তু বিশ্বাস কর, সে রকম কোনো অভিসন্ধি আমার নেই। তুমি নিজের পছন্দ আর ইচ্ছা অনুযায়ী যে ব্যবস্থা করবে তাতেই আমি রাজী আছি। কিন্তু কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।”

“কি কথা ?”

“রাজসাহী যেতে তোমার আপত্তি কিসের জন্যে ?”

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, “আপত্তি আমার চেয়ে তোমারই তো বেশি হওয়া উচিত যূথিকা। অযোগ্য স্বামীকে নিজের পাশে বেঁধে নিয়ে সভাসমিতিতে গেলে তোমার তাতে কোনো গৌরব নেই।”

যূথিকা বলিল, “আমার গৌরবের কথা ছেড়ে দাও, তোমার তাতে অগৌরব আছে ব'লে মনে কর কি ?”

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, “শিবনাথবাবুর চিঠি দুটোর কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিয়ে যদি বলি, তা হ'লে তোমার কি বলবার আছে বল ?”

শান্ত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, “তা হ'লে শুধু এই কথা বলব যে, সভাই বল আর সমিতিই বল, এই রাজসাহীর সভাই আমার শেষ সভা।

জীবনে আর কোনো সভায় আমি হাজির হব না। কিন্তু এ সভায় আমাকে হাজির করাবে ব'লে তুমি যখন প্রতিশ্রুত আছে, তখন এ সভায় আমি হাজির হব।"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কিন্তু আমার জন্যে তুমি নিজেকে এমন ক'রে বঞ্চিত করবে কেন যূথিকা? যে যোগ্যতা তুমি অর্জন করেছ তার হিসেবে তুমি নিজের জীবনকে চালিত করবে, আশা করি এ বিষয়ে আমার কোনো দিন আপত্তি হবে না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মুখে একটা ক্ষীণ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "শোন, আমি শুধু এম. এ. পাসই করি নি, তোমার ভগ্নীপতি হেমেনদাদার মত মানুষের হাতে মানুষ হয়েছি। জীবনকে চালিত করবার জন্যে কত জিনিস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেও হয়, এ শিক্ষাও আমি তাঁর কাছে কিছু কিছু পেয়েছি।) যে মাটিতে আমার ভাগ্য আমাকে এনে বসিয়েছে, তার রসে, তার আলোয়, তার হাওয়ায় জীবনকে যদি গ'ড়ে তুলতে না পারি, তা হ'লেই আমার জীবন ব্যর্থ হবে। কিন্তু এ সব কথা এখন যাক, তুমি ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা ক'রে যেমন তোমার ভাল মনে হয়, সেই রকম ব্যবস্থা কর।"

উপস্থিত কথাটা সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন না হইলেও রাত্রে শয়নের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে এবারকার মত একটা মিটমাট হইয়া গেল, এবং তদনুযায়ী দিবাকর এবং যূথিকার নিকট হইতে পত্র লইয়া রাজসাহীর ভদ্রলোক পরদিন রাজসাহী প্রত্যাবর্তন করিল।

বৃষ্টির অবসান হইলেও অনেক সময় যেমন মেঘে মেঘে আকাশ উদাস হইয়া থাকে, তেমনই দিবাকর এবং যূথিকার মধ্যে একটা ম্লান অপ্রদীপ্ত ভঙ্গিমা সমস্ত দিন ধরিয়া বর্তমান রহিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিবাকরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নত হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া যূথিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

যূথিকার বাম স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া সবিস্ময়ে দিবাকর বলিল, "হঠাৎ ?"

যূথিকা বলিল, "আজ থেকে নতুন বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করব, তুমি আশীর্বাদ কর, এ বিদ্যা যেন আমার পক্ষে শুভ হয়।"

একটা উত্তর দিবাকরের মুখ পর্যন্ত আসিয়া আটকাইয়া গেল; বলিল, আমার আশীর্বাদের যদি কোনো মহিমা থাকে তা হ'লে শুভ হবে।"

সেই দিন আরতির পর বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থের সম্মুখে বস্ত্র, অর্থ এবং অপরাপর সামগ্রীর দ্বারা পূর্ণ অর্ঘ্যের ডালি স্থাপন করিয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া প্রণাম করিয়া যূথিকা যখন তাহার ব্যাকরণের প্রথম পাঠ লইতে বসিল, তখন ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহে শিবানী তাহার ফার্স্ট বুক অব রীডিং খুলিয়া পড়িতেছিল—ক্লে ইজ্ সফ্‌ট্ অ্যাণ্ড কোল্ড—কাদা হয় নরম এবং শীতল।

পড়িতে পড়িতে সহসা এক সময়ে দিবাকরের দিকে চাহিয়া শিবানী জিজ্ঞাসা করিল, "কাদা 'হয়' বলে কেন দাদা? আমরা তো বাংলাতে কাদা হয় শীতল বলি নে?"

দিবাকর বলিল, "প্রত্যেক ভাষারই নিজের নিজের বিশেষ ভঙ্গি আছে। ওটা ইংরিজী ভাষার একটা ভঙ্গি।"

তিক্ত বিক্ষত অন্তকরণ লইয়া দিবাকর দিন পাঁচেক পরে রাজসাহী হইতে যূথিকার সহিত মনসাগাছায় ফিরিয়া আসিল। মৌমাছি-দংশনে মানুষের মুখ যেমন বেদনায় লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, লজ্জা এবং অবমাননার দংশনে ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে তাহার মনের।

যাইবার পথে কতকটা সহজ এবং স্বাভাবিক মন লইয়াই সে গিয়াছিল। কিন্তু সেই সহজ এবং স্বাভাবিক মনেরই নিভৃত প্রদেশে অসন্তোষের যে বীজ-কণিকা স্তিমিত হইয়া বর্তমান ছিল, রাজসাহীতে উত্তেজক কারণের প্রভাব পাইয়া তাহা একেবারে শতধা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজসাহীতে পদার্পণ করিবার পর-মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসাহী ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত নিরন্তর সকলের নিকট হইতেই যূথিকার তুলনায় নিজের অকিঞ্চিৎকরত্বের নির্দেশ পাইয়া মনে মনে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সভাস্থলে, সভার পূর্বে, সভার পরে—সর্বত্র সব সময়ে কায়ার পিছনে ছায়ার ন্যায় সে যূথিকার অনুগামী হইয়া ফিরিয়াছে; কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। যেটুকু সম্মান, যে সামান্য মনোযোগ রাজসাহীতে লাভ করিতে সে সমর্থ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সে লাভ করিয়াছে মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জির ভাগ্যবান স্বামীর পরিচয়ের প্রভাবে। কিন্তু যূথিকাকে নিজ পরিচয়ের জন্য স্বামীর মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। সে চতুর্দিকে তাহার পরিচয় বিকীর্ণ করিয়াছে আপন ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার মহিমায়, এবং সেই পরিচয়ের সামর্থ্যে সকলের নিকট হইতে প্রচুর শ্রদ্ধা এবং সমাদর আদায় করিয়াছে।

উৎসব-সভায় দিবাকরও একটা মালা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানেও সেই একই কথা। তাহার কণ্ঠে পড়িয়াছিল কয়েকজন সাধারণ মান্য অতিথির সহিত গাঁদা ফুলের একটা এক-হালি মামুলি মালা; অপর পক্ষে যূথিকার কণ্ঠ লাভ করিয়াছিল উৎকৃষ্ট গোলাপফুল দিয়া রচিত সুপুষ্ট কমনীয় মাল্য।

শুধু মালাতেই নহে। অটোগ্রাফ সংগ্রহ ব্যাপারে, ভিজিটার্স বুকে অভিমত প্রদান করিবার সম্পর্কে, উৎসব-সভায় বক্তৃতা দিবার অনুরোধ-প্রসঙ্গে সভায় এবং সভার বাহিরে মিস্টার ফরেস্টার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনার কালে হীনতার এমন একটা দুর্বহ গ্লানি সে ভোগ করিয়াছে, যাহার উৎপীড়নে তাহার সংক্ষুব্ধ পৌরুষ মুহূর্তের জন্য শান্ত হইবার সুযোগ খুঁজিয়া পায় নাই। অন্তত জন কুড়িক ছেলেমেয়ে পীড়াপীড়ি করিয়া যূথিকার নিকট হইতে নিজ নিজ খাতায় অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছে,—যাহাদের মধ্যে তিন-চারজন বাহুর আঘাতে তাহাকে পাশে ঠেলিয়া দিয়া যূথিকার সমীপে উপস্থিত হইয়াছে, এবং জন দুই তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই সুপারিশের সাহায্যে যূথিকার নিকট হইতে অটোগ্রাফ আদায় করিয়া লইয়াছে। ইচ্ছা অথবা খেয়াল অনুযায়ী কখনো ইংরেজীতে, কখনো বা বাংলা ভাষায় যূথিকা কাহারো খাতায় শুধু নিজের সই লিখিয়া দিয়াছে, কাহারো খাতায় দুই-চার লাইন স্বরচিত বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছে, কাহারো বা খাতায় ইংরেজী অথবা বাংলা ভাষার কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছে। যৎপরোনাস্তি আগ্রহ এবং যত্নের সহিত যাহারা এইরূপে যূথিকার অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনেরও,—এমন কি, অভীষ্ট লাভের জন্য যে দুইজনকে দিবাকরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও কাহারো,—দিবাকরের নিকট হইতে একটা সই

শিখাইয়া লইবার কথা মনে হয় নাই। নিজ নিজ পুষ্পোদ্যানে ফুলের গাছ রোপণ করিতে যাহারা ব্যস্ত, আগাছার প্রতি তাহাদের কি আকর্ষণ থাকিতে পারে!

পুরস্কার বিতরণের কার্য শেষ হইলে সমাগত ভদ্রলোকদের বক্তৃতা দিবার সময়ে সভাপতি মিস্টার ফরেস্টার দিবাকরকেও বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। মনসাগাছার কথা মনে থাকিলেও, একেবারেই আহ্বান না করিলে পাছে দিবাকরকে উপেক্ষা করার মত দেখায়, সম্ভবত সেই বিবেচনার ফলেই ফরেস্টার দিবাকরকে অনুরোধ করে। কিন্তু অনুরোধ করিবার মূলে অপর পক্ষের যতখানি সদুদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, সেজন্য দিবাকরের সঙ্কটের পরিমাণ কিছুমাত্র লঘু হয় নাই। মনসাগাছায় সেবার তাহাকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিল সুনীথনাথ; এবার করিয়াছিল ভবতোষ মিত্র। ইহারই ঠিক অব্যবহিত পূর্বে প্রচুর প্রশস্তি এবং করতালির মধ্যে শেষ হইয়াছিল যূথিকার সুচিন্তিত এবং সুকথিত ইংরেজী বক্তৃতা।

এ অক্ষমতা প্রকাশের লজ্জা এবং গ্লানি তবু কতকটা সহনীয় ছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে সভা ভঙ্গ হইলে সহসা অতর্কিতে যে ঘটনা ঘটিল, তাহার পর আর মুখ দেখাইবার পথ রহিল না। লাহোর হইতে কলিকাতা আসিবার পথে পাঞ্জাব মেলে গার্ডের সহিত যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এ ব্যাপারও ঘটিল যেন তাহারই একটা রূপান্তরের মত। প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, সে ক্ষেত্রে দর্শক ছিল একজন ইংরেজ গার্ড এবং একজন পশ্চিমা ভদ্রলোক; পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে ছিল একজন ইংরেজ কালেক্টার এবং পনেরো-ষোল জন ইংরেজ ও বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ।

সভাভঙ্গের পর স্কুল-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অভ্যাগতদের মধ্যে প্রধান কয়েক ব্যক্তি হেড্ মিস্ট্রেসের কক্ষে একটা গোল টেবিলের ধারে সমবেত হইয়া বসিয়া ছিল। চা এবং খাবার তখনো পরিবেশিত হয়

নাই, পরস্পরের মধ্যে কথোপকন চলিতেছিল, এমন সময়ে হেড্ মিস্ট্রেস্ মিসেস্ পাল স্কুলের ভিজিটার্স বুক আনিয়া মিস্টার ফরেস্টারের সম্মুখে স্থাপিত করিল। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কয়েকটির অভিমতের উপর অল্পস্বল্প দৃষ্টি বুলাইয়া মিস্টার ফরেস্টার কয়েক ছত্রে নিজ মন্তব্য লিখিয়া খাতাখানা মিসেস্ পালের হস্তে ফিরাইয়া দিল। ইত্যবসরে সহসা ভিজিটার্স বুকের আবির্ভাবে মিস্টার ফরেস্টারের বাম পার্শ্বে বসিয়া দিবাকর প্রমাদ গণিতেছিল। বিপদ যখন আসে, তখন দুর্ভাগ্য তাহার পথ সুগম করিয়াই দেয়। ফরেস্টারের পর মিসেস্ পাল যদি খাতাখানা যূথিকার নিকট দিত, তাহা হইলে দিবাকরের দিক দিয়া ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া খাতাখানা দিবাকরেরই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "দয়া ক'রে আপনি কিছু লিখে দিন মিস্টার ব্যানার্জি।"

সহসা অনতিবর্তনীয় বিপদের সম্মুখে পড়িলে মানুষের যে অবস্থা হয়, দিবাকরের হইল সেই অবস্থা। একজন ইংরেজ আই. সি. এস্. অফিসারের মার্জিত ইংরেজী লেখার নিম্নে তাহার ইংরেজী লিখিবার প্রস্তাব শুনিয়া মাঘ মাসের শীতও সে ঘামিয়া উঠিল। আরক্ত মুখে নতনেত্রে খাতাখানা ঈষৎ নাড়াচাড়া করিতে করিতে মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, 'আমাকে কেন মিসেস্ পাল,—আর সকলে রয়েছেন তাঁদের দিন,—আমাকে কেন?"

মিসেস্ পাল কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে; মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না, সে কি কথা! আপনি অত বড় গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, আপনার অভিমত আমরা অতিশয় মূল্যবান মনে করি।"

ভিজিটার্স বুক দেখিয়া ঠিক এই অবস্থা আশঙ্কা করিয়া যূথিকা বোধ করি দিবাকরেরও পূর্বে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাব মেলের ন্যায় এবারও সে নিজেই দিবাকরের উদ্ধারকল্পে প্রবৃত্ত হইল। দিবাকরের

হস্ত হইতে কতকটা যেন কৌতূহলের ছলে, ধীরে ধীরে খাতাখানা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "আমাকেও কিছু লিখতে হবে না-কি মিসেস্ পাল ?"

আগ্রহভরে মিসেস্ পাল বলিল, "সে কি কথা মিসেস্ ব্যানার্জি ? আপনার মতামত আমরা বিশেষভাবে কামনা করি—নিশ্চয় লিখতে হবে আপনাকে।"

"তা হ'লে আমিই না হয় প্রথমে কিছু লিখি। তারপর যদি দরকার মনে করেন তো উনি লিখবেন।" বলিয়া অভিমতটা লিখিয়া শেষ করিয়া খাতাখানা দিবাকরের সম্মুখে রাখিয়া মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "উই (we) দিয়ে দুজনের হয়ে সবটা লিখেছি, বোধ হয় আর কিছু লেখবার দরকার নেই। আমার সইয়ের ওপর তুমি সই ক'রে দাও, তা হ'লেই হবে।"

পাঞ্জাব মেলের ঘটনার পুনরভিনয় আর কাহাকে বলে ? কিন্তু উপায়ই বা কি আছে ? উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অপর কোনো শোভনতর পথ না দেখিয়া অগত্যা দিবাকর যূথিকার উপদেশই পালন করিল। কিন্তু এক হাত পরিমাণ বস্ত্রের দ্বারা সাত হাত পরিমাণ গলদ ঢাকিতে যাইবার মর্মন্তুদ লজ্জায় তাহার সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় নিপীড়িত হইতে লাগিল। গলদ তো ঢাকা পড়িলই না, অধিকন্তু গলদ ঢাকিবার আগ্রহের ফলে গলদের স্বরূপ অধিকতর কুৎসিত হইয়া উঠিল। বর্শাবিদ্ধ সর্পের ন্যায় আপনাকে আপনি দংশন করিতে করিতে তাহার বিদ্রোহী অন্তর বারংবার বলিতে লাগিল—না না, এ অবস্থা যেমন ক'রে হোক বদলাতেই হবে। এই লজ্জা, এই অপমান, এই পরাজয় সারাজীবন সহ্য ক'রে চলার হীনতার মধ্যে কিছুতেই নিজের আত্মাকে দলিত করা হবে না। কিছুতেই না—কিছুতেই না।

মনসাগাছায় ফিরিয়া আসার দিন সন্ধ্যাকালে এক সময়ে দিবাকর

যূথিকাকে বলিল, "আর কতবার এই রকম গাঁটছাড়া বেঁধে সভাসমিতিতে আমাকে নিয়ে গিয়ে অপমানিত করাবে যূথিকা?"

শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আর একবারও নয়; কারণ এ জীবনে আর কোনোদিনই আমি সভাসমিতির ছায়া মাড়াব না।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "তোমাকে তো' এ রকম ক'রে শাস্তি নিতে বলছি নে। আমাকে রেহাই দাও—সেই কথাই বলছি।"

"নিজেকে রেহাই না দিলে তোমাকে রেহাই দেওয়ার সুবিধে হবে না।"

"নিজেকে রেহাই দেওয়ার মানে?"

"নিজেকে রেহাই দেওয়ার মানে, তোমাদের বাড়ির আবহাওয়ার, তোমাদের বাড়ির সংস্কারের, তোমাদের বাড়ির ইতিহাসের প্রতিকূল যে সব জিনিস,—তা থেকে নিজেকে রেহাই দেওয়া। আমি তোমাদের বনেদী জমিদার-বংশের উপযুক্ত হ'তে চেষ্টা করব। রামায়ণ-মহাভারত পড়ব, পূজো-পাঠ করব, ব্রত-পার্বণে মন দোব; আমার শাশুড়ী-দিদিশাশুড়ীরা যে পথ ধ'রে চলেছিলেন, নিজেকে চালিত করবার জন্যে সেই পথ খুঁজে পেতে বার করব।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যূথিকা বলিল, "সন্ধ্যা হ'ল, এখন আমি চললাম।"

দিবাকরও উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "কোন্ পথে?"

যূথিকার মুখে একটা ক্ষীণ হাসি মুহূর্তের জন্য ঝিলিক মারিয়া মিলাইয়া গেল; মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কুপথে নয়। তর্কতীর্থ মহাশয়ের আসবার সময় হ'ল, তাই যাচ্ছি।" যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সংস্কৃত পড়া আপাতত না ছাড়লেও বোধ হয় চলবে; কারণ সংস্কৃত না-জানাও অপরাধ তো নয়ই, জানাও সম্ভবত অপরাধ নয়।"

যূথিকা চলিয়া গেলে দিবাকর ক্ষণকাল নিজের চিন্তরিল, "সাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার পর তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তিত ক.নে। পথে বাহির হইয়া পড়িল। কোথাকার উদ্দেশ্যে, তাহা অবশ্য সহজেই অনুমেয়।

৩১

এক সুরে বাঁধা দুইটা তারের যন্ত্রের মধ্যে একটা অপরটা হইতে অল্প একটু চড়িয়া অথবা নামিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, যূথিকা এবং দিবাকরের মধ্যে দুই-তিন দিন ধরিয়া সেই অবস্থা চলিয়াছে। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাহারা পরস্পরের সহিত কথা না কহিয়া চুপচাপ থাকে, কিন্তু কথা কহিলেই একটা বেসুরা কর্কশ সুর বাজিয়া উঠে।

রাজসাহী যাইবার পূর্বে এ অবস্থার ঠিক এতটা আতিশয্য ছিল না। তখনো মাঝে মাঝে বেদনার আঘাতে মনের বায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইত, কিন্তু সে স্পন্দন তখনো দুঃখ অথবা অভিমানের এলাকা অতিক্রম করিয়া অপর কোনো বিষমতর এলাকায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে নাই। তখন বেদনা যেমন ছিল, সমবেদনাও ছিল। নিজের অজ্ঞাতসারে, এবং কয়েকজনের চক্রান্তের ফলে, বিবাহের দ্বারা দিবাকর যে নিরুপায় এবং অনভিলষিত অবস্থা-সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য যূথিকার মনে সমবেদনার অভাব ছিল না। এমন কি, সেই চক্রান্তের মধ্যে তাহার নিজের দিক হইতে অনুমোদন এবং লিপ্ততা ছিল বলিয়া সমবেদনার সহিত একটা আত্মগ্লানিও সে মাঝে মাঝে ভোগ করিত। এখনো যে সে সমবেদনা নাই তাহা নহে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত অচেতন রোগীর সকল প্রকার অত্যাচার এবং উপদ্রব সর্বতোভাবে মার্জনীয় জানিয়াও শুশ্রূষাকারী যেমন মাঝে মাঝে ধৈর্য হারাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠে, সেই অবস্থা হইয়াছে যূথিকার।

বেলা তখন তিনটা বাজিয়াছে। দ্বিতলের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া দিবাকর এবং যূথিকার মধ্যে কর্কশ সুরেরই একটা

পালা চলিয়াছিল। তাহারই মধ্যে এক সময়ে যূথিকা বলিল, "সাধারণ সভা-সমিতির কথা তো সেদিন শেষ হয়ে গিয়েছে, সে কথা বলছি নে। আমি বলছি ঘরুয়া বিয়ে-পৈতের উৎসবের কথা। ধর, শেফালীর বিয়ের সময়ে তোমাকে যদি লাহোরে টেনে নিয়ে যাই, তা হ'লেও কি তোমাকে অপমানিত করবার জন্তেই নিয়ে যাওয়া হবে ব'লে মনে করবে? আমাদের জামাইবাবু তো এম.এ. পাস, মেজ জামাইবাবু শিবপুরের বি.ই.; ধর, শেফালীর স্বামীও যদি একজন পি-এইচ.ডি. কিংবা ঐ রকম কিছু হয়,—তা হ'লে?"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে এই কথাই মনে করব যে, আমার মত লোকের পক্ষে, ঘরই বল আর বাইরেই বল, কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়।"

"আচ্ছা, আমি যদি ম্যাট্রিক পাসও না হতাম, তা হ'লে কি আমাদের এম.এ. পাস জামাইবাবু আর বি.এ. পাস মেজ জামাইবাবুদের মধ্যে তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে?"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "হয়তো করতাম।"

"কেন? তা কেন করতে?"

"কারণ, তা হ'লে বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেওয়ার অবিবেচনার অপরাধে কেউ আমাকে অপরাধী করতে পারত না।"

"কিন্তু আমি ম্যাট্রিক পাসও নই মনে ক'রে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ—এ কথা জানলে কেউ তো তোমাকে সে অপরাধে অপরাধী করতে পারবে না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে কৌতুক এবং বিদ্রূপ-মিশ্রিত একটা তীব্র হাসি জাগিয়া উঠিল। ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "তা হ'লে তো সে কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়ার ভার আমাকেই নিতে হয়। শেফালীর বিয়ের রাত্রে বাসর ঘরে তার স্বামীর কানে কানে সাফাই

গেয়ে রাখতে হয় আমাকেই। কিন্তু এ রকম ক'রে নিজের মান নিজেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ব'লে মনে কর কি তুমি?"

যূথিকা দেখিল, তর্কের এই ধারা অনুসরণ করিয়া কোনো সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা নাই। তখন সে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি ম্যাট্রিক পাসও না হ'লে তুমি খুশি হ'তে?"

দিবাকর বলিল, "দুঃখিত হতাম না।"

"খুশি হ'তে?"

"হতাম।"

"এর চেয়েও?"

"বোধ হয় এর চেয়েও।"

'বোধ হয়' কথাটা যে কেবল সামান্য একটু ভদ্রতা অথবা সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্যবহৃত, তাহা বুঝিতে যূথিকার বিলম্ব হইল না। কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

দিবাকর বলিল, "দুঃখ কি জানো যূথিকা? দুঃখ এই যে, এ শুধু আমারই স্বখাত সলিল নয়। তা হ'লে 'দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা' ব'লে সান্ত্বনা পেতে পারতাম। এ সলিল সৃষ্টি করবার জন্যে অনেকেই কোদাল পেড়েছে। দিদি পেড়েছেন, জামাইবাবু পেড়েছেন, তোমার বাবা-মা পেড়েছেন, এমন কি তুমিও দু-চার কোপ পাড়তে কসুর কর নি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মনে মমবেদনা পুনরায় উদ্ভত হইয়া উঠিল। ব্যথিত কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "আচ্ছা, এ ব্যাপারটা তোমাকে কি একটু বেশী মাত্রায় বিচলিত করে না? আমার তো মনে হয় এত বিচলিত হবার তেমন কোনো কারণ নেই।"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "একাধিক বার এ কথার উত্তর দিয়েছি। তারপরও যদি জিজ্ঞাসা কর তা হ'লে এবার বলব, 'কি যাতনা বিষে

বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে'। তুমি বলছ—তেমন কোনো কারণ নেই, সুনীথদাদাও বলেন—তেমন কোনো কারণ নেই ; নিশাকে জিজ্ঞাসা করলে সেও হয়তো বলবে—তেমন কোনো কারণ নেই। কিন্তু তোমাদের তো আশীবিষে দংশন করে নি, বিষের জ্বালা যে কি জ্বালা তা বুঝবে কিসে ?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "একটা কথা বলব, শুনবে ?"

"কি কথা, বল।"

"আমার কাছে তুমি ইংরিজী শিখতে আরম্ভ কর। আমি আমার সমস্ত শরীর আর মন নিযুক্ত করব তোমাকে শেখানোর কাজে। পূজো-পাঠ ছেড়ে দেব, সংস্কৃত পড়া ত্যাগ করব, স্কুলের কাজকর্মে ইস্তফা দেব,—সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি—শুধু তোমাকে পড়াব। ইংরিজীতে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে ক'য়ে তোমাকে ইংরিজীতে কথা কওয়ার অভ্যাস করিয়ে দেব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বছর চারেকের মধ্যে এমন তৈরী ক'রে দেব তোমাকে, যাতে তুমি চার বছর পরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখলে, দেখবে ফার্স্ট ক্লাসের মার্ক পাবার উপযুক্ত হয়েছ। বিশ্বাস কর, এ আমি পারি।"

দিবাকর বলিল, "বিশ্বাস করছি, কিন্তু এতে আমি রাজী নই।"

"কেন ?"

"সে কৈফিয়ৎ দিতেও রাজী নই।"

যে কোমল ভাব কিছু পূর্বে যূথিকার মুখমণ্ডলে নামিয়া আসিয়াছিল তপ্তক্ষেত্রে বারিকণার ন্যায় সহসা তাহা লুপ্ত হইল। ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "এ কিন্তু তোমার অন্যায় কথা, এ তোমার অবিচার। পাস করার কথা লুকিয়ে রেখে তোমাকে বিয়ে করেছি ব'লে মনে মনে

আমাকে অপরাধী ক'রে রাখবে, অথচ সে অপরাধ ক্ষালনের সুযোগ দেবে না আমাকে ?"

দিবাকর বলিল, "এ সুযোগ দিলেও তোমার অপরাধ ক্ষালন হবে না। চার বৎসর পরের এম.এ. পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখে ফুল মার্ক পেলেও ম্যাট্রিক ফেলের সুনাম আমার কাঁধে সওয়ার হ'য়ে থাকবে। জাতও যাবে, অথচ পেটও ভরবে না।"

তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "পেট ভরবে না, সে কথা না-হয় বুঝলাম। কিন্তু জাত যাবে কিসে ?"

দিবাকর বলিল, "সে কথা শুনলে কোনো লাভ হবে না তোমার। যে কথা শুনলে কিছু হ'তে পারে সেই কথা বলি শোন। তুমি চার বছরের কোর্সের কথা বলছ, কিন্তু যে উপায় আমি স্থির করেছি তাতে বছর দুয়েকের কোর্সেই কেল্লা ফতে করতে পারব। ভারতবর্ষে থেকে তা অবশ্য হবে না ; বিলেত যেতে হবে তার জন্যে।"

সকৌতূহলে যূথিকা বলল, "বিলেত যাবে তুমি ?"

"যাব।"

"বেশ তো আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা হ'লেই হয়েছে! তা হ'লে কানা আদমির লাঠির সাহায্যে চলাফেরা ক'রে দু বছর পরে খোঁড়া হ'য়েই দেশে ফিরতে হবে। যে দিবাকরবাবু সেই দিবাকরবাবুই থেকে যাব আমি, লাভের মধ্যে তুমি আর একটু চড়া পর্দার মেমসাহেব হ'য়ে আসবে।"

যূথিকা বলিল, "সে ভয় যদি থাকে তা হ'লে নিয়ে যেয়ো না আমাকে। কিন্তু বিলেতে গিয়ে দু বছরের কোর্স কি নেবে তুমি বুঝতে পারছি নে।"

দিবাকর বলিল, "সে কোর্স আরম্ভ হবে বোম্বায়ে জাহাজে পা

দেওয়া থেকেই। আমার শিক্ষার অধ্যাপক অধ্যাপিকা হবে জাহাজের ইংরেজ ক্যাপ্টেন, ষ্টিউয়ার্ড, ইংরেজ যাত্রী-যাত্রিনী; ইংলণ্ডের রেল-স্টেশনের ইংরেজ পোর্টার; ইংরেজ ল্যাণ্ডলেডীর ছেলেমেয়ের দল; ইংরেজ দাসদাসী, বন্ধুবান্ধব। ব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষা নিয়ে যেমন দ্বিজত্ব লাভ করতে হয়, তেমনি ইংরেজের কাছে দীক্ষা নিয়ে সাহেবিয়ানা লাভ করব আমি। তার মধ্যে দেশী রক্তের সংস্পর্শ রেখে জিনিসটাকে ভেজাল করব না। তারপর বছর দুই পরে লণ্ডনের সব চেয়ে অ্যারিস্টক্র্যাটিক দোকানের বিলিতী স্নুট প'রে মুখে মূল্যবান মোটা চুরুটের সঙ্গে বিলিতী বুলি আওড়াতে আওড়াতে যখন ভারতবর্ষে এসে পদার্পণ করব, তখন তোমার এখানকার পাঞ্জাব আর ক্যালক্যাটা ইউনিভার্সিটির এম.এ. ডিগ্রী সেই বিলেত থেকে আনা বিলিতী সভ্যতার এক গণ্ডূষ জলের মধ্যে লজ্জায় ডুব মারবে।"

যূথিকার মনের অবস্থা প্রসন্ন ছিল না, তথাপি দিবাকরের কথার শেষাংশ শুনিয়া একটা ক্ষীণ অবাধ্য হাস্য মুহূর্তের জন্য অধর-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া মিলাইয়া গেল। মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "বিলেত থেকে আর একটা জিনিস যদি সঙ্গে আনতে, তা হ'লে ডুব মেরে আর উঠতে না।"

"কি জিনিস?"

"একটা ইংরেজ বউ।"

ক্ষণেকের জন্য দিবাকরের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই পরিহাসটা পরিপাক করিয়া লইয়া সহজ স্বরে বলিল, "নিতান্ত মন্দ বল নি। তা হ'লে, এমন কি মিস্টার ফরেস্টারের পিঠ চাপড়ে একটা মধুর সম্পর্কের মিষ্ট সম্ভাষণ করা যেতেও পারত। কিন্তু ঠিক অতটা সৎসাহসের যোগান পাব ব'লে ভরসা হয় না।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া যূথিকা নীরবে বসিয়া রহিল।

দিবাকর বলিয়া চলিল, "তুমি হয়তো পরিহাস করছ, কিন্তু আমি করছি নে। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তা হ'লে আমি একটি ভদ্র-লোককে সাক্ষী মানব, যাঁর কথা হঠাৎ মনে পড়ায় বিলেত যাবার সঙ্কল্প আমার মনে উদয় হয়। আমার বড়মামার ভায়রাভাই মিস্টার ডি. ভাটাচারিয়ার কথা বলছি। তিনি, অর্থাৎ শ্রীমান দেবদাস ভট্টাচার্য, থার্ড ক্লাস ফেলের বিদ্যে পেটে পুরে বিলেত গিয়ে কয়েক বৎসর সেখানে বাস করার পর টেমস্ নদীর জলে স্নান ক'রে সাহেবত্ব পেয়ে দেশে ফিরে এলেন একেবারে ডি. ভাটাচারিয়া হয়ে। সাহেবী উচ্চারণের ইংরিজী কথার দাপটে বি.এ.-পাস এম.এ.-পাস-রা ম্লান হয়ে গেল। তারপর ডি. ভাটাচারিয়া একে একে হয়েছেন গোটা দুই ব্যাঙ্ক আর ইনসিওরেন্স কোম্পানির ডিরেক্টর, দেশের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-ম্যান, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, কয়েকটা অ্যাডভিসরি কমিটীর মেম্বার, আরও অনেক-কিছু যা আমি ঠিক জানি নে। উপস্থিত কলকাতা শহরের তিনি একজন গণ্য এবং মান্য ব্যক্তি, যার সঙ্গে আলাপ ক'রে শহরের বড় বিলিতী ফার্মের হোমরা-চোমরা বড় সাহেব মেজ সাহেবরা আপ্যায়িত হয়। ডি. ভাটাচারিয়ার নজিরের সামনে তুমি আমাকে বিলেতে যেতে মানা করবে যূথিকা?"

শান্ত মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "না, করব না। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলবে?"

"কি কথা?"

"আমি যদি তোমার মূর্খ স্ত্রী হতাম, যদি কোন পাস-টাস না করতাম, তা হ'লে তুমি বিলেত যেতে?"

"উপস্থিত এখন? না, কখনই যেতাম না। কখনো যদি দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে শখ ক'রে যেতাম তো সে কথা আলাদা।"

"তা হ'লে এ কথা বলা যেতে পারে যে, উপস্থিত আমার জন্যে তুমি বিলেত যাচ্ছ ?"

"নিশ্চয় বলা যেতে পারে, কারণ পাঞ্জাব মেলে গার্ডের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল, কিংবা রাজসাহীতে ভিজিটার্স বুক উপলক্ষে সেদিন যে ঘটনা ঘটল, তার মত আরো দু-চারটে ঘটনা আমার জীবনে ঘটে তা আমি একেবারেই চাই নে। সেই জন্যে তোমার উপযুক্ত হওয়ার চেষ্টায় আমাকে বিলেত যেতে হবে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেই উপস্থিত আমার সব কথা জিজ্ঞাসা করা হয়।"

"কি বল ?"

কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হইল না। বারান্দার অপর প্রান্তে বাঁকের অন্তরাল হইতে এক মুখ হাসি লইয়া সহসা আবির্ভূত হইল ক্ষীরোদবাসিনী।

ক্ষীরোদবাসিনীকে দেখিয়া দিবাকর ও যূথিকা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "এস এস ক্ষীরোদ-ঠাকুমা। স্বাগতম্, সুস্বাগতম্! কিন্তু শিবানী কই ?"

আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এসেছে বই কি, পেসন্নর কাছে ব'সে গল্প করছে। আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যুগল-মিলন দেখতে এলাম।"

যূথিকা তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া নত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

দক্ষিণ হস্তের স্পর্শের দ্বারা যূথিকার চিবুক চুম্বন করিয়া ক্ষীরোদ-বাসিনী আশীর্বাদ করিলে যূথিকা ক্ষীরোদবাসিনীকে হাত ধরিয়া সযত্নে লইয়া গিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করাইল। তাহার পর সে এবং দিবাকর অপর দুইখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

প্রসন্নমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "চুরি ক'রে যা দেখতে এসেছিলাম সেই যুগল-মিলন দেখে সত্যিই চোখ জুড়োল। কিন্তু এমন চমৎকার রাধিকা কি ক'রে পেলি দিবাকর?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "পাঞ্জাবে লাহোর নামে এক বৃন্দাবন আছে, সেখানে বেড়াতে গিয়ে।—হঠাৎ।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "হঠাৎ এ জিনিস পাওয়া যায় না। অনেক দিনের তপস্যার ফলে পেয়েছিস।"

দিবাকর বলিল, "সে কথা যদি বল, তা হ'লে মাত্র দিন-চারের তপস্যার ফলেই পেয়েছি।"

মৃদু হাসিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "ভুল করছিস দিবাকর। দিন-চারেক তপস্যা করেছিলি লাহোরে গিয়ে; তার আগে মনে মনে অনেক দিন করেছিলি।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া বিস্ময়চকিত কৌতুকে দিবাকরের এবং যূথিকার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইল। পর-মুহূর্তে ক্ষীরোদবাসিনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "মনে মনে তপস্যা কার জন্যে করেছিলাম, সে কথা জানতে যদি কৌতূহল হয়, তা হ'লে তোমার নাতবউকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পার। ডেলিভারি দেবার সময় নিয়তি তপস্যার বর অদলবদল ক'রে

ফেলেছে। তার ফলে আর কারো তপস্যার ধন গোলেমালে আমার ভাগ্যে এসে উঠেছে। ছিলাম নীলকান্তমণির প্রত্যাশী, পেয়ে গেছি কমল-হীরে।" বলিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

কমল-হীরে না-হয় কতকটা বোঝা গেল, কিন্তু নীলকান্তমণির দ্বারা দিবাকর ঠিক কি বুঝাইতে চাহে তাহা ভাবিতে গিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল। বিশেষত, প্রথম দিনের সাক্ষাৎ-কালে হীরার আংটি এবং নীলার আংটি প্রসঙ্গে দিবাকর যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার সহিত জড়িত হইয়া এই খটকাটা আরও বেশী জটিল হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, এই জটিলতার মেঘাবরিত আকাশে কালোমানিকের কথাটাও কোনো দিক দিয়া কেমন করিয়া অকস্মাৎ একবার ঝিলিক মারিয়া মিলাইয়া গেল। কিন্তু কোনো দিক দিয়া কোন প্রকার যোগসূত্র ধরিতে না পারিয়া ক্ষীরোদবাসিনী সাধারণ ভাবে দিবাকরের কথার উত্তর দিয়া বলিল, "এ অদলবদলের কথা নয় দিবাকর, এ ভাগ্যের কথা। ভাগ্য যখন প্রবল হয়, তখন ধুল-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হয় সে কথা শুনেছিস তো? এ সেই প্রবল ভাগ্যের কথা। তোর কপালে যখন কমল-হীরে রয়েছে, নীলকান্তমণি চাইলে কি হবে?"

এ কথার কোনো বাচনিক উত্তর না দিয়া দিবাকর শুধু একটু হাসিল। মনে মনে বলিল, ভাগ্য প্রবলই শুধু নয় ক্ষীরোদ-ঠাকুমা, প্রবলতর। মনেপ্রণে যে জিনিস পরিহার করতে চেয়েছিলাম, কপালে সেই জিনিসই এসে জুটেছে।

যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কিন্তু তপস্যা শুধু দিবাকরকেই করতে হয় নি ভাই নাতবউ, তোমাকেও করতে হয়েছিল। তুমি যা পেয়েছ, তাও তপস্যা ক'রেই পেতে হয়। স্বীকার কর কি না?"

স্মিতমুখে মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "নিশ্চয় করি ঠাকুমা।"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দিবাকর বলিল, "তা হ'লেই হয়েছে। আমার মত বর্বর বর যদি তপস্যা ক'রে পেতে হয়, তা হ'লে সে তপস্যার ষোল আনাই ফাঁকি।"

চক্ষে তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি হানিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কিসে তুই বর্বর শুনি?"

সে কথার উত্তর না দিয়া মাথা নাড়িয়া বারান্দার প্রান্তভাগে ইঙ্গিত করিয়া দিবাকর বলিল, "ঐ দেখ কে আসছে!" বারান্দা পর্যন্ত শিবানীকে পৌছাইয়া দিয়া আনন্দ তখন ফিরিয়া যাইতেছিল। পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এই যে আমার কালোমানিক এসে পড়েছেন! মিনিট পনেরো দেরি ক'রে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু সে সবুর সয় নি।"

স্মিতমুখে সকুণ্ঠপদে শিবানী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। পরিধানে তাহার বেগুনফুল রঙের হাল্কা ঢাকাই শাড়ি। সেই সমগোত্রী বর্ণের আবেষ্টনের মধ্যে তাহার দেহের শ্যামল শ্রী নীলকান্তমণির মতই দেখাইতেছিল।

যূথিকার নিকট উপস্থিত হইয়া শিবানী মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম বউদিদি।" তাহার পর নত হইয়া যূথিকার পদধূলি গ্রহণ করিল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া শিবানীকে জড়াইয়া ধরিয়া যূথিকা তাহাকে পার্শ্ববর্তী চেয়ারে বসাইয়া স্মিতমুখে বলিল, "কতদিন এসেছ, আর এত দেরি ক'রে বউদিদির সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয় ভাই?"

এ কথায় উত্তর দিল ক্ষীরোদবাসিনী।—"তাই কি আজই সহজে আসতে চায়! কত ওজর আপত্তি ক'রে কত ভয়ে ভয়ে তবে এসেছে।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কেন, ভয় কিসের ঠাক্‌মা?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এম.এ.-পাস বউদিদিকে লেখাপড়া-না-জানা ননদের যা ভয়! একেবারে লেখাপড়া জানে না, সে কথা বললে অবিশ্যি অন্যায় বলা হয়। বাংলা লেখাপড়া নিতান্ত মন্দ জানে না। কিন্তু রোগে-শোকে, অভাবে-কষ্টে ইংরিজী স্কুলে তো তেমন পড়তে পারলে না, সেই জন্যে ইংরিজী তেমন কিছু শেখে নি।"

কৌতূহলের বশবর্তিনী হইয়া যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তবু কতটা শিখেছে?"

শিবানীর দুই চক্ষে ভ্রূকুটির ভর্ৎসনা লক্ষ্য করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী সহাস্য মুখে বলিল, "ঐ দেখ, চোখ রাঙিয়ে শিবু আমাকে বলতে মানা করছে। তোর বউদিদি তো' দিবাকরের চেয়েও কত বেশি লেখাপড়া জানে, তবে তোরই বা এত লজ্জা কিসের?" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "অবিশ্যি বলতে যে ও মানা করছে, তা অন্যায় নয়; বলবার মত এমন কিছুই নেই। ইংরিজীর ফার্স্ট বই পড়ছে শিবু; তাও সবটা এখনো শেষ করতে পারে নি।"

শিবানীর দিকে চাহিয়া সহাস্যমুখে যূথিকা বলিল, "এতে লজ্জা করবার তো কিছু নেই শিবানী। তুমি তো ইংরেজের মেয়ে নও যে, ইংরিজী না-জানা তোমার পক্ষে লজ্জার কথা। কি হবে মিছিমিছি কতকগুলো ইংরিজী পড়াশুনো ক'রে?"

বিস্মিত কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "মিছিমিছি ইংরিজী পড়াশুনো ক'রে! কিন্তু এতটা লেখাপড়া ক'রে এ কথা তোমার মুখে তো সাজে না ভাই নাতবউ!"

কিন্তু এ কথা যে যূথিকার অন্তরের কথা নহে, মুখেরই কথা, সুতরাং মুখেই সাজে সে কথা কেমন করিয়া সে বলে! সাজাইয়া একটা কোনো কথা বলিতে গেলে পাছে তাহার সূত্র ধরিয়া অপর কোনো

কঠিনতর কথা আসিয়া পড়ে সেই আশঙ্কায় মৃদু হাস্যের দ্বারা সে এ প্রসঙ্গের শেষ করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু যূথিকার এই নিরুত্তরতার ছেদই ক্ষীরোদবাসিনীর মনে কৌতূহল জাগাইয়া তুলিল। মনে হইল, এই ছেদ যথার্থ ছেদ নহে; ইহার পরও এমন কিছু আছে যাহা সহজে বলা যায় না বলিয়াই হাসি দিয়া ঢাকিবার যোগ্য। দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "কি ব্যাপার বল দেখি দিবাকর?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "কিসের কি ব্যাপার?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "নাতবউয়ের মুখে ইংরিজী লেখাপড়ার বিষয়ে এই সব কথা; নাতবউয়ের এই ভাব, এই মূর্তি? আমি তো একটা উগ্রচণ্ডা মেমসাহেবী ভাব দেখব ব'লে কতকটা ভয়ে ভয়েই এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখছি একেবারে উল্টো মূর্তি। মুখে খৈ-ফোটা কথা নেই, কথায় কথায় ইংরিজী বুলির বুকনি নেই, হাল ফ্যাশানের যখন-তখন হাসি নেই। দেখতে আমার কিছু বাকি নেই তো দিবাকর। উনি বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে দার্জিলিঙে মামার বাড়ি গিয়ে কাটিয়ে আসতাম। আর, তুই তো জানিস দার্জিলিং হচ্ছে ফ্যাশানওয়ালা বাঙালী মেয়েদের টেক্কা দেবার জায়গা। আমি মনে ক'রে এসেছিলাম, নাতবউকে সেই গোত্রেরই একটি নাকে-মুখে-চোখে-কথা-কওয়া মেয়ে দেখব। কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত দেখছি!"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "গ্রহণ দেখেছ ক্ষীরোদ-ঠাকুমা?"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এতখানি বয়স হ'ল 'গ্রহণ দেখছ' কি রকম?"

"তোমাদের নাতবউয়ে সেই গ্রহণ লেগেছে। রাহুগ্রস্ত হয়েছেন তোমাদের নাতবউ।"

"রাহু কে? তুই?"

"আমি তো খানিকটা নিশ্চয়ই; তা ছাড়া আমাদের বাড়ির আব-হাওয়া, আমাদের বাড়ির সংস্কার, ইতিহাস।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সব কথা তোর বুঝতে পারি নে, কিন্তু এমন চকচকে চাঁদে গ্রহণ লাগিয়ে জ্যোৎস্না থেকে নিজেকে বঞ্চিত করিস নে দিবাকর।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার মুখ দিয়ে যে রীতিমত কাব্য বের হ'তে আরম্ভ করল ক্ষীরোদ-ঠাকুমা।"

এ কথার উত্তর দিবাকরকে না দিয়া যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আচ্ছা, তুমিই বিচার কর ভাই যূথিকা, যে কথা আমি বলছি তা কাব্য, না, খাঁটি সত্যি কথা?"

ক্ষীরোদবাসিনী এবং দিবাকরের মধ্যে যে প্রবাহে কথোপকথন চলিয়াছিল, শুরু হইতেই যূথিকা মনে মনে তাহা অপছন্দ করিতেছিল। নিজেকে কোনো প্রকারে তাহার মধ্যে লিপ্ত না করিবার আগ্রহে সে বলিল, "আপনারা নাতি-ঠাকুমায় কাব্য করছেন, আমি তার মধ্যে কি বলব বলুন? আপনারা দুজনে কথাবার্তা বলুন, শিবানীকে আমি একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শিবানীও এ প্রস্তাবে অতিশয় খুশি হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

বিস্মিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কোথায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবে?"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "বেশী দূরে কোথাও নয়; এ-ঘর ও-ঘর;—বড় জোর, পিছন দিকের বাগানে একটু।"

প্রসন্নমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আমার কালোমানিককে তোমার ভাল লেগেছে ভাই?"

"খুব ভাল লেগেছে। আপনার কালোমানিক অনেক সাদামানিকের চেয়েও ভাল।" বলিয়া শিবানীকে লইয়া যূথিকা প্রস্থান করিল।

সেই দিন রাত্রে শয়নকক্ষে দিবাকরের সহিত যূথিকা মিলিত হইলে কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "শিবানীকে তোমার কেমন লাগে?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "ভালই লাগে।"

"আচ্ছা, শিবানী তোমার নীলকান্তমণি দলের মেয়ে, না? যে দলের মেয়ের জন্যে বিয়ের আগে তুমি প্রত্যাশী ছিলে?"

পুনরায় এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হয়তো বলতে পার।"

"শিবানীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত, না?"

অল্প একটু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "এর উত্তরে আমি যদি বলি, 'সুনীথদাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত, না?' তা হ'লে কি বলবে?"

"তা হ'লে বলব, আমার কথার উত্তর না দিয়ে কথাটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।"

"সে কথার উত্তরে আমি বলব, রাত হয়েছে শুয়ে পড়। তর্কটা ক্রমশ এমন জায়গায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা কোনো রকম বোঝাপড়া হওয়ার চেয়ে না-হওয়াই বোধ হয় অনেক সময়ে সম্ভব।" বলিয়া দিবাকর শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লেপ টানিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে দশটা আন্দাজ যূথিকা তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, এমন সময়ে দিবাকর প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "একটি ছেলের পক্ষ থেকে তোমার কাছে দরবার করতে এলাম যূথিকা।"

কলমটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যূথিকা বলিল, "কি, বল?"

"অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে তোমার অটোগ্রাফের জন্যে খাতা দিয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। এমন অবলীলার সঙ্গে সে আমাকে এই কাজে লাগিয়েছে যাতে মনে হয় যে, মূর্খ স্বামীকে দিয়ে বিদুষী স্ত্রীর অটোগ্রাফ যোগাড় করিয়ে নিলে মূর্খ স্বামীকে আপ্যায়িত করাই হবে—এই তার ধারণা। আমি কিন্তু অরুণের খাতার সঙ্গে আরও একটা খাতা এনেছি।"

"সেটা কার খাতা ?"

"সেটা আমার। দেরাজের মধ্যে অনেক দিন থেকে একটা বাঁধানো পকেটবুক ছিল, সেইটেই আমার অটোগ্রাফের খাতা করেছি। তাতে প্রথম অটোগ্রাফ সংগ্রহ করব তোমার। তারপর সুনীথদাদা প্রভৃতির। জগতে অনেক রকম জাত আছে; যেমন হিন্দু-অহিন্দু, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো। তেমনি আরও দুটো জাত আছে। প্রথম জাত, যারা অটোগ্রাফ নেয়; আর দ্বিতীয়, যারা অটোগ্রাফ দেয়। আমি প্রথম জাতের অন্তর্গত, তুমি দ্বিতীয় জাতের। আমার খাতায় তোমার অটোগ্রাফ দাও যূথিকা।"

হাত বাড়াইয়া যূথিকা বলিল, "কই, খাতা দেখি।"

পকেট হইতে দুইখানা খাতা বাহির করিয়া দিবাকর যূথিকার সম্মুখে স্থাপন করিল।

দিবাকরের খাতাখানা বাছিয়া লইয়া কলম খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় যূথিকা ধীরে ধীরে স্পষ্টাক্ষরে লিখিল, "সাধারণ অবস্থায় এবং সাধারণ ধারণায় কোন বস্তু যতই উপকারী এবং মঙ্গলপ্রদ হউক না কেন, কোন বিশেষ অবস্থায় তাহা যদি অশুভকর হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই আপাতমঙ্গলপ্রদ বস্তুকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।" তাহার পর নিজের নাম ও তারিখ লিখিয়া দিবাকরের হস্তে ফিরাইয়া দিল।

পড়িয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "এই আপাতমঙ্গলপ্রদ বস্তুটি কে যূথিকা? আমি না-কি ?"

যূথিকা বলিল, "এখনো তো তেমন কথা মনে হয় না। কিন্তু তোমাকে উদ্দেশ ক'রে যখন লিখেছি, তখন আমিও হতে পারি।"

"আচ্ছা, সে বিচার পরে করলেই হবে, আপাতত তোমাকে শত ধন্যবাদ। এবার এ খাতায় কিছু লিখে দাও।" বলিয়া দিবাকর অপর খাতাখানা যূথিকার দিকে একটু ঠেলিয়া দিল।

খাতাখানা তুলিয়া দিবাকরের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া যূথিকা বলিল, "এ খাতায় একটি অক্ষরও লিখব না। তোমার খাতাতেই আমি শেষ অটোগ্রাফ লিখলাম।"

"কিন্তু ওকে আমি কথা দিয়েছি।"

"এবার তা হ'লে কথার খেলাপ হ'ল। এর পর আর কাউকে কখনো কথা দিয়ো না।"

দিবাকর পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল, করজোড়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর, আমার বেশি সময় নেই, এই জরুরী চিঠিটা আমাকে শেষ করতে হবে।"

সেই দিনই অপরাহ্নকালে সেই জরুরী চিঠিটা দিবাকরের হস্তে আসিয়া পৌঁছিল।

৩৭

জমিদারী সেরেস্তায় নিজের অফিস-ঘরে বসিয়া দিবাকর কাগজপত্র দেখিতেছিল, এমন সময়ে যোগমায়া বালিকা-বিদ্যালয়ের এক পিওন আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া তাহাকে একটা খামে মোড়া চিঠি দিল। খামের উপরে যূথিকার হস্তাক্ষর। পিওন-বুকে সই করিয়া পিওনকে বিদায় দিয়া খাম খুলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত চিঠির স্বল্পসংখ্যক কথার কোনোটাই সংক্ষিপ্ত বলিয়া দিবাকরের মনে হইল না ; প্রত্যেকটাই যেন দৃঢ়তা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রকাশে মুখর। ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে যোগমায়া-বালিকা-বিদ্যালয়ে সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করিবার নোটিস দিয়াছে যূথিকা। নোটিস দিয়াছে বটে, কিন্তু সেই নোটিসের মধ্যে উচ্ছ্বাস নাই, উত্তাপ নাই, হেতুপ্রদর্শন নাই—শুধু আছে বিদ্যালয়ের সংস্রব হইতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করিবার সংকল্পের এমন একটা সংক্ষিপ্ত প্রকাশ, যাহা সহজ কথার দ্বারা আবৃত হইলেও কার্যত যাহাকে বাতিল করা সহজ বলিয়া মনে হয় না।

চিঠিখানা আর একবার পাঠ করিয়া খামে পুরিয়া পকেটে রাখিয়া দিবাকর ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। বিস্ময়াহত মনে প্রথমটা উৎপন্ন হইয়াছিল বিরক্তি। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই বিরক্তি ক্রোধে রূপান্তরিত হইল। মনে হইল, যূথিকার এই পদত্যাগের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে তাহাকে একটা বিরোধের মধ্যে আহ্বান ছাড়া আর কিছুই নহে। স্কুলে গিয়া একটা অতি সংক্ষিপ্ত পত্রের দ্বারা যূথিকার

আবেদন মঞ্জুর করিয়া পিওন-বুক দিয়া সেই পত্র যূথিকার নিকট পাঠাইয়া দিল।

মনটা এমনই খিঁচাড়াইয়া গিয়াছিল যে, সন্ধ্যাকালে শিবানীদের গৃহে গিয়াও বিশেষ কিছু তাহার উপশম হইল না। পড়া দিতে দিতে সামান্য দুই-একটা ভুলভ্রান্তির জন্য বেচারা শিবানী অনভ্যস্ত ভৎর্সনায় ভৎর্সিত হইল, এবং ক্ষীরোদবাসিনী তাহার অভ্যস্ত রহস্যালাপের উত্তরে দিবাকরের নিকট হইতে সহজ এবং অসরস উত্তর পাইয়া অগত্যা ক্ষান্তি মানিল।

গৃহ প্রত্যাগমনের পূর্বে দিবাকর শিবানীর অসাক্ষাতে ক্ষীরোদবাসিনীকে বলিল, "কাল তোমরা আমাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলে, সে ভালই করেছিলে। কিন্তু আর বেশী গিয়ে-টিয়ে কাজ নেই ক্ষীরোদ-ঠাকুমা।"

দিবাকরের এই রহস্যজনক নিষেধবাক্য শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "বেশী এমনিই হয়তো যেতাম না, তার ওপর তুই যখন মানা করছিস তখন তো নিশ্চয়ই যাব না। কিন্তু এ মানা করবার কারণ কি হয়েছে, তা তো বুঝতে পারছি নে দিবাকর।"

কথাটাকে এড়াইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে পরিহাসের লঘু ভঙ্গীর আশ্রয় লইয়া দিবাকর বলিল, "কি দরকার ঘন ঘন বড়লোকের বাড়ি গিয়ে?"

তেমনি বিস্মিত কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "বড়লোকের বাড়ি গিয়ে? কিন্তু বাড়ি তোর; বড়লোক তো তুই।"

"আমি বড়লোক হ'তে পারি, কিন্তু বড়লোকের বাড়ি তো আমি নই।" বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনীকে আর কোনো কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর প্রস্থান করিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ক্ষীরোদবাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ঠিক যে কথাটা তাহার জানিবার প্রয়োজন ছিল, কথার ফাঁকি রচনা করিয়া দিবাকর তাহা চাপা দিয়াই গেল। দিবাকরের রহস্যজনক কথাবার্তা হইতে কালই ক্ষীরোদবাসিনীর মনে যে সংশয় জাগিয়াছিল, আজ তাহা তাহার অসরস আচরণ এবং প্রস্থানকালীন সমস্যাপূর্ণ কথাবার্তার দ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। দিবাকরদের গৃহে যূথিকা এবং শিবানীর মধ্যে জনান্তিকে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা জানিয়া এবং তদ্বিষয়ে জেরা করিয়াও ক্ষীরোদবাসিনী কোনো সুবিধাজনক সূত্রের সন্ধান পাইল না।

শিবানী বলিল, "না ঠাকুমা, বউদিদি ভারি চমৎকার মানুষ। আমাদের যাওয়াতে একটুও তিনি বিরক্ত হন নি; বরং মধ্যে মধ্যে আমাদের যাবার জন্যে অনুরোধই করেছেন। নিজেও তিনি শিগগির একদিন আসবেন বলেছেন।"

"দিবাকর যে তোকে ইংরিজী পড়াচ্ছে, সে কথা যূথিকাকে বলিস নি তো শিবু?"

"তুমি যখন বলতে মানা করেছ, তখন কি ক'রে বলি? কিন্তু সে কথা বউদিদিকে বলতে মানা কেন, তা আমি একটুও বুঝতে পারি নে ঠাকুমা।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "শুধু বউদিদিকে বলতেই মানা নয় শিবু, দিবাকর যে তোর মাস্টারি করছে—এ কথা কেউ জানে তা তার ইচ্ছে নয়।"

"এ কথা দিবাকরদাদা তোমাকে বলেছেন?"

স্মিতমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "না বললে আমি কি ক'রে জানব রে?"

যে অবস্থাকে কেন্দ্রে করিয়া দিবাকর সম্পর্কিত সমস্যাটা আবর্তিত

হইতেছিল, তাহার সহিত শিবানী কোনো প্রকারে জড়িত ছিল কি-না, তাহা জানিবার জন্য ক্ষীরোদবাসিনী মনে মনে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। শিবানীর সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাহার কোনো হদিস মিলিল না। অথচ সেই সন্দেহটাই তাহার মনের মধ্যে ক্রমশ পীড়াদায়ক হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেই দিন রাত্রে যূথিকার সহিত দেখা হইলে দিবাকর বলিল, "এর মানে কি, জানতে চাই।"

শান্তকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কিসের মানে?"

"তোমার চিঠির।"

"উত্তর যখন ঠিক দিয়েছ, তখন আমার চিঠির মানে তো তুমি ঠিকই বুঝেছ।"

যূথিকার উত্তরের এই ভঙ্গী বিদ্রূপাত্মক মনে করিয়া দিবাকর মনে মনে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা তো বুঝেছি। কিন্তু এতগুলো টাকা খরচ করিয়ে স্কুলের ব্যাপারে আমাদের নাবিয়ে তারপর তোমার এই আচরণের কি মানে তাই বুঝতে পারছি নে।"

এ অভিযোগের বিরুদ্ধে যূথিকার যাহা কিছু বলিবার ছিল একটি বাক্যও তাহার না বলিয়া সে বলিল, "এই আচরণের দ্বারা আমি অপরাধ করেছি ব'লে তোমার যদি মনে হয়, তা হ'লে আমাকে দণ্ড দাও।"

ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "মাঝে মাঝে দণ্ড চাইবার চমৎকার অভ্যাস আছে তোমার দেখছি!"

"অভ্যাস নেই;—যখন তুমি আমাকে অপরাধী কর তখনি দণ্ড চাই।"

"কি দণ্ড দোব শুনি?"

"আমি গরীবের মেয়ে, অর্থদণ্ড দিয়ে তোমাদের ক্ষতিপূরণ করি, সে সাধ্য আমার নেই। শারীরিক দণ্ড দাও। তোমাদের জাঁতাঘর আছে,

ঢেঁকিশাল আছে, গোয়ালঘর আছে,—সে-সব জায়গায় আমার দণ্ডের ব্যবস্থা করতে পার। তাতে যদি তোমাদের সম্মানের হানি হয়, তা হ'লে দশ রাত্রি বল, পনেরো রাত্রি বল, খালি গায়ে ভূমির ওপর বারান্দায় শুয়ে শীতের রাত কাটাতে পারি।"

যূথিকার দুই চক্ষু দিয়া বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। পাশের দিকে অল্প একটু ফিরিয়া চক্ষু মুছিয়া লইয়া সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দিবাকর দেখিল, কিছু পূর্বে যাহা জল ছিল, জমিয়া তাহা বরফ হইয়াছে, এখন তাহাকে চূর্ণ করা সহজ, কিন্তু ইচ্ছামত প্রবাহিত করানো কঠিন।

ক্রোধের উপর সহসা একটা দুর্মদ অভিমান আসিয়া ভর করিল, গভীর স্বরে সে বলিল, "কালই আমি স্কুল উঠিয়ে দেব।"

যূথিকা বলিল, "তোমার স্কুল তুমি যদি উঠিয়ে দেওয়া ভাল মনে কর তা হ'লে উঠিয়ে দেবে বইকি।"

"এখন থেকে তা হ'লে 'তোমার' আর 'আমার' চলতে আরম্ভ করল?"

দিবাকরের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, "আমার নিজের আর এমন কি আছে যাতে 'আমার' চলতে পারে? যা কিছু সবই তো তোমার।"

"উপস্থিত তো দেখছি একটা জিনিস ছাড়া।"

যূথিকার অধরপ্রান্তে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল; বলিল, "আমার কথা বলছ? কিন্তু উপস্থিত দেখছ না, গোড়া থেকেই দেখছ। আমি যখন নীলকান্তমণি দলের মেয়ে নই, তখন কি ক'রে আমাকে তোমার জিনিস ব'লে দেখতে পার?" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "একটা মানুষকে হাতের মধ্যে পাওয়াই তো ষোল আনা পাওয়া নয়, মনের মধ্যে পাওয়াই যথার্থ পাওয়া।

মনের মধ্যে গ্রহণের অযোগ্য মনে ক'রে আমাকে যখন মনের মধ্যে গ্রহণ কর নি, তখন 'একটা জিনিস ছাড়া'—সে কথা নিশ্চয় বলতে পার।"

দিবাকর বলিল, "তুমি কিন্তু আমাকে গ্রহণের অযোগ্য মনে ক'রেও দয়া ক'রে স্বামী ব'লে গ্রহণ করেছ। মনের মধ্যে গ্রহণ করেছ কি না সে কথা অবশ্য বলতে পারি নে।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার দুই চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "তবে কেন তোমাকে গ্রহণ করেছি? তোমার টাকার লোভে?"

দিবাকর বলিল, "তা আমি জানি নে।"

সেইরূপ প্রজ্বলিত নেত্রে যূথিকা বলিল, "জানো। সেই কদর্য ইঙ্গিতই তুমি করছ। তুমি অর্থবান, অর্থের প্রতি তাই তোমার মোহ আর বিশ্বাসের অন্ত নেই। কিন্তু আমরা, গরিবেরা, অর্থকে ঘৃণার সঙ্গে অবহেলা করতে জানি। শোন,—এ কথার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া দরকার। আজ আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি—তুমি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর।" বলিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কি তোমার চ্যালেঞ্জ?"

যূথিকা বলিল, "তোমার যা কিছু আছে তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত দান ক'রে বিলিয়ে দিয়ে তুমি আমার নিঃস্ব দরিদ্র স্বামী হও। আমি নিজে উপার্জ্জন ক'রে আমাদের দুজনের সংসার চালাব। সে সংসারে সুখ না থাকুক, শান্তি থাকবে। পারবে তুমি এমন ক'রে আমার ভালবাসার পরীক্ষা নিতে? কখনোও পারবে না। শুধু পারবে আপনার জমিদারির তক্তে কায়েম হয়ে থেকে মাঝে মাঝে আমাকে অপমান করতে। রইল তোমার কাছে আমার এই চ্যালেঞ্জ।" বলিয়া

আর কোনো কথার জন্যে অপেক্ষা না করিয়া একটা দমকা হাওয়ার মত সে সবেগে প্রস্থান করিল।

দাম্পত্য কলহের প্রতি শাস্ত্রের একটা উপেক্ষাবাণী আছে। এ ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু ঠিক খাটিতে দেখা গেল না। ইহার পর কিছু দিনের জন্য যূথিকা এবং দিবাকরের মধ্যে চলিল একটা নিঃশব্দপ্রায় অসহযোগের পালা। অনন্যচিত্তে একজন ডুব মারিল সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়নে, এবং অপরে প্রবৃত্ত হইল ইংরেজী ভাষার অধ্যাপনায়।

৩৪

ফাল্গুন মাসের শেষের দিক। কয়েক দিন হইল শীত তাহার আধিপত্যের শেষ খোঁটা তুলিয়া লইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। বারান্দার নিকটবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটা নিমগাছ হইতে ক্ষণে ক্ষণে নিমফুলের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছিল।

বেলা তখন সাড়ে দশটা। সুনীথের উপহার দার্শনিক গ্রন্থাবলীর কয়েক খণ্ড লইয়া যূথিকা বারান্দায় টেবিলের সম্মুখে বসিয়া পাঠ করিতেছিল। পাঠ অবশ্য তাহাকে ঠিক বলা চলে না, কারণ সে পাঠের মধ্যে যূথিকার স্বভাবগত নিবিষ্টচিত্ততার পরিচয়ের পরিবর্তে একটা চঞ্চলতাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। কোনো একটা বই লইয়া এক-আধ পৃষ্ঠার অধিক পাঠ না করিয়াই সে অপর একটা বই খুলিতেছিল, এবং অপর আর একটা বই খুলিবার জন্য সে বইটা বন্ধ করিতেও অধিক বিলম্ব হইতেছিল না। স্বল্পাবশিষ্ট সময়ের মধ্যে বহু বিষয়ের আস্বাদ লইতে হইলে যে অবস্থা মানুষের হয় তাহার যেন ঠিক সেই অবস্থা। কিছুদিন হইতে মনের মধ্যে যে ইচ্ছা আকার লইয়া লইয়া ক্রমশ সঙ্কল্পে পরিণত হইতে চলিয়াছে, এ বোধ করি তাহারই নিদর্শন।

দিবাকর আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া যূথিকার সম্মুখে উপবেশন করিল।

যে বইটা পড়িতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যূথিকা বলিল, "কিছু বলবে?"

পকেট হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া দিবাকর বলিল, "দেবদাস

মামার চিঠি এসেছে। দেবদাস মামা, অর্থাৎ ডি. ভাটাচারিয়া, যার কথা একদিন তোমাকে বলেছিলাম।"

"মনে আছে। কি লিখেছেন তিনি ?"

"আমার বিলেতে যাওয়ার বিষয়ে সাহায্য করতে আমি তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে রাজী হয়েছেন। পাসপোর্ট যোগাড় ক'রে দেওয়া থেকে পোশাক তৈরি করানো পর্যন্ত সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন লিখেছেন। আমাকে একবার কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

"সুনীথদাদাও বিলেতে গিয়েছিলেন ; তাঁকে চিঠি লিখলে না কেন ?"

দিবাকর বলিল, "দুটো কারণে। প্রথমত, তিনি হয়তো আমার বিলেত যাওয়ার প্ল্যানটা ভেস্তে দিতে চেষ্টা করতেন। এবং দ্বিতীয়ত, ভেস্তে না দিলেও হয়তো এমন একজন দুর্দান্ত পণ্ডিতের কাছে আমাকে পাঠাতেন যার কাছে গিয়ে আমি আরও বোকা ব'নে যেতাম। ডি. ভাটাচারিয়া আমাকে পাঠাবেন মিসেস্ প্রীচার্ডের কাছে। ভাটাচারিয়া লিখেছেন, মিসেস্ প্রীচার্ড আর গুটি দুই-তিন মিস্ প্রীচার্ড মিলে দলন-মলন আর পালিশ-বুরুশ ক'রে আমাকে এমন এক ঘোড়া বানিয়ে দেবে যে, বছর দুয়েকের মধ্যে আমার মুখ দিয়ে ইংরিজী ভাষার হ্রেষা ছুটতে থাকবে। যেমন রুগী তেমনি ডাক্তার তো চাই।"

"মিসেস্ প্রীচার্ড কে ?"

"মিসেস্ প্রীচার্ড আমাদের মত গর্দভচন্দ্রদের অধমতারণ ল্যাণ্ডলেডি. গাধা পিটে ঘোড়া করা তার ব্যবসা। ভাটাচারিয়ার চিঠি প'ড়ে দেখলে সব বুঝতে পারবে।" বলিয়া দিবাকর চিঠিখানা যূথিকার সম্মুখে স্থাপন করিল।

চিঠি পড়িবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া যূথিকা বলিল, "কবে তুমি বিলেতে যাবে ?"

"জুলাই মাসের শেষের দিকে, কিংবা আগস্ট মাসের গোড়ায়।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া লইয়া যূথিকা বলিল, "কিছুকাল আগে তোমাকে আমি যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম, সে সমস্তই আজ প্রত্যাহার করছি। আমার সেদিনকার উদ্ধত আচরণ তুমি ক্ষমা কর।"

দিবাকর মনে করিল, তাহার বিলাত যাইবার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত দেখিয়া যূথিকা ভীত এবং অনুতপ্ত হইয়াছে। মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, "যা তোমার ইচ্ছে।"

কিন্তু তাহার এ ধারণা অপসৃত হইতে বিলম্ব হইল না। যূথিকা বলিল, "আমার আর একটা আচরণও তোমাকে ক্ষমা করতে হবে।"

"কি আচরণ ?"

"তোমার বিলেত যাবার আগেই আমি এখান থেকে চ'লে যাব। আমার সেই আচরণ।"

বিস্মিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এখান থেকে চ'লে যাবে ? কোথায় যাবে ? বাপের বাড়ি লাহোরে ?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না, লাহোরে নয়, যেখানে আশ্রয় পাব সেখানে।"

তীক্ষ্ণস্বরে দিবাকর বলিল, "তার মানে ?"

"তার মানে, কোনো মেয়ে-স্কুলে মাস্টারি ক'রে নিজের খরচ চালানোর ব্যবস্থা করা।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখমণ্ডলে একটা রুক্ষ কর্কশ ভাব নামিয়া আসিল। ভাটাচারিয়ার চিঠির গুণে যেটুকু প্রসন্নতা লইয়া সে আসিয়াছিল, তাহা নিঃশেষে অন্তর্হিত হইতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। কুঞ্চিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কেন ? সে সময়ে স্বামীর টাকায় খরচ চললে আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে না কি ?"

যূথিকা বলিল, "দেখ, তুমি যদি তোমার আত্মসম্মান বজায় রাখবার

জন্যে বিলেত যেতে পার, তা হ'লে আমার আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে আমি উপার্জন করতে গেলে এমন কিছু অন্যায় হয় কি? কোন স্বামী যদি এই কথা মনে করে যে, তার স্ত্রী তাকে মনের মধ্যে গ্রহণ করেছে কি-না তা অনিশ্চিত, কিন্তু বাইরে গ্রহণ করেছে টাকার লোভে, তা হ'লে সে স্বামীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া আর অনাত্মীয় কোনো লোকের কাছে ভিক্ষা করা—এই দুইয়ের মধ্যে খুব বেশী প্রভেদ থাকে কি? নিজেকে হীন হতে না দেওয়ার অধিকার সকলেরই থাকা উচিত—এ কথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে।"

তীক্ষ্ণ তিক্ত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এসব কথা তুমি বলতে পারছ শুধু তোমার ইংরিজী বিদ্যের অহঙ্কারে। তুমি জান, একটা দেড়শো দুশো টাকার চাকরি যোগাড় করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না, তাই তোমার এত দুঃসাহস।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মুখে একটা আর্ত হাসি দেখা দিল। মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "সে কথা যদি মনে কর, তা হ'লে বল, তোমার কাছে শপথ করছি, অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় আমি আমার ইংরিজী বিদ্যে বিন্দুমাত্র কাজে লাগাব না। কোনদিনই যেন ইংরিজী ভাষার একটা বর্ণও পড়ি নি, ঠিক সেই হিসেব নিয়ে শুধু বাংলা ভাষার যৎসামান্য জ্ঞান আর গান-বাজনার অল্প একটু অধিকারের জোরে যতটুকু পারি তাই উপার্জন করব। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে একান্ত যা প্রয়োজন, তার বেশী তো আমার দরকার নেই। তুমি যেমন এম.এ. ডিগ্রি পাবার জন্যে বিলাত যাচ্ছ না, যাচ্ছ সেখানকার সভ্যতার এক গণ্ডুষ জল এনে এখানকার এম.এ. ডিগ্রি ডোবাবার জন্যে। আমিও তেমনি তোমাদের মত জমিদারি গ'ড়ে তোলবার জন্যে যাচ্ছি নে,—যাচ্ছি প্রয়োজনের সামান্য এক মুঠো অর্থের মধ্যে তোমাদের ব্যয়বহুল জীবন-যাপনের শৌখিনতাকে ডুবিয়ে মারবার জন্যে।"

"তারপর? তারপর একদিন যখন আমি বিলেত থেকে ফিরে আসব তখন তুমি কি করবে? তখনো কি এক মুঠো অর্থের মধ্যে আমাদের ব্যয়বহুল জীবন-যাপনের শৌখিনতাকে ডুবিয়ে মারতে থাকবে?"

"তোমার প্রতি আমার ভালবাসার মর্যাদা রক্ষার জন্যে তখনো যদি দেখি তার দরকার আছে, তা হ'লে তখনো সেই অবস্থাই চলবে।"

বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে দিবাকর বলিল, "আমার প্রতি তোমার ভালবাসা? চমৎকার তো দেখছি সে ভালবাসা!"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া যূথিকা বলিল, "সত্যিই সে ভালবাসা চমৎকার। এত চমৎকার যে, তার জন্যে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকা তো সহজ কথা, তোমার মঙ্গলের জন্যে তোমাকে মুক্তি দেওয়া দরকার বোধ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতেও পারি।"

বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার শব্দেই দিবাকর প্রথমে একটা রূঢ় আঘাতের তাড়নায় চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দমিত ক্রোধের চাপা সুরে বলিল, "চমৎকার! মিসেস্ ব্যানার্জি থেকে আবার মিস্ মুখার্জিতে ফিরে যাওয়া সত্যিই চমৎকার! চমৎকার তোমার ভালবাসা!"

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ, সত্যিই চমৎকার। কারণ আবার কোনদিন মিসেস্ ব্যানার্জিতে ফিরে আসার আশায় আমরণ তোমার জন্যেই অপেক্ষা ক'রে থাকতে পারি—এমনই চমৎকার আমার ভালবাসা।"

দিবাকর বলিল, "অতটাই যদি করলে, তা হ'লে মিসেস্ ব্যানার্জিতে ফিরে আসার আশায় অপেক্ষা করবারই বা কি দরকার? বেশ বিদ্বান, শিক্ষিত এম.এ., পি-এইচ. ডি.—এমনতরো কাউকে অবলম্বন ক'রে মিসেস্ চ্যাটার্জি কিংবা মিসেস্ চৌধুরীর মত কিছু হলেই তো পার।"

যূথিকা বলিল, "না, তা পারি নে—ওখানে আমার দুর্বলতা আছে।

অপেক্ষা যদি করতে হয় তো ম্যাট্রিক-ফেলের জন্য করব। কিন্তু তুমি পারবে তো একজন দ্বিতীয়ভাগ-পড়া মেয়ের আশ্রয় নিতে? তাকে ঐক্য বাক্য মাণিক্য শেখাতে?"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মনে পড়িয়া গেল পাইপ্ পেস্ট প্রীস্টের কথা, যাহা একটি ফার্স্ট-বুক-পড়া মেয়েকে কয়েকদিন পূর্বে সে শিখাইয়াছে। ঐক্য বাক্য মাণিক্য হইতে রঙ গ্রহণ করিয়া পাইপ্ পেস্ট প্রীস্ট সহসা ঘোরালো হইয়া উঠিল।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "অনেক সময়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর না দিলেই সবচেয়ে ভাল উত্তর দেওয়া হয়।" তাহার পর ডি. ভাটাচারিয়ার চিঠিটা তুলিয়া প্রস্থান করিল।

৩৫

দিবাকর চলিয়া গেল যূথিকা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বই খুলিতে আর ইচ্ছা হইল না। আলোড়িত বিচলিত মন চিন্তা-নভের মহাশূন্যতার মধ্যে অস্থির হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। মীমাংসার সুদৃঢ় তটে অবতরণ করিবার মত কোনো কূল-কিনারার সন্ধান খুঁজিয়া পাইল না।

ভালবাসিয়া দিবাকরকে সে বিবাহ করিয়াছে; এবং বিবাহের পর সে ভালবাসা ক্রমশ বিস্তারিতই হইয়াছে। বিনিময়ে দিবাকরের নিকট যাহা পাইয়াছে, তাহাও সামান্য নহে। কিন্তু তাহাদের বিবাহিত জীবনের সৌভাগ্য-গগনে কিছুদিন হইতে যে রাহু দেখা দিয়াছে, তাহার দুরপনেয় গ্রাস হইতে কিছু বাঁচিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ দুঃখ এই যে, যে ইংরেজী বিদ্যা তাহার অন্তরের একান্ত আদরের সামগ্রী, তাহার অস্তিত্বের দ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ, দীর্ঘকাল-ব্যাপী সুকঠোর সাধনার দ্বারা যাহা সে তিলে তিলে অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাই তাহার সুখ শান্তি সম্ভ্রম সবকিছু গ্রাস করবার উপক্রম করিয়াছে রাহুর রূপ ধরিয়া! বন্ধু হইয়াছে বৈরী; অমৃত হইয়াছে গরল। একটা অকল্পনীয় বৈরাগ্য-প্রবাহে জীবনের সকল মাধুরী ফিকা হইয়া আসিল; আসক্তি হইয়া আসিল শিথিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর ব্যাকরণ-পাঠ শেষ হইলে যূথিকা বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থকে বলিল, "তর্কতীর্থ মশায়, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

সকৌতূহলে বাণীকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা মা?"

কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবে, এক মুহূর্ত মনে মনে ভাবিয়া লইয়া যূথিকা বলিল, "শুনেছি ভগবানকে ফল নিবেদন করার রীতি আছে। একবার কোন ফল নিবেদন ক'রে দিলে জীবনে আর কখনো সে ফল আস্বাদ করা চলে না। এ কথা কি সত্যি?"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "হ্যাঁ মা, সত্যি। বিশেষত, কোন কোন তীর্থক্ষেত্রে পারলৌকিক কার্য শেষ করার পর ফল নিবেদন করার রীতি আছে।"

"আচ্ছা, গাছের ফল ছাড়া অন্য সব-কিছু তো ভগবানকে নিবেদন করতে পারা যায়? এই যেমন, জীবনের ভালমন্দ, শুভাশুভ, পাপ-পুণ্য—এই সব?"

"নিশ্চয় পারা যায় মা। একমাত্র ভগবান ছাড়া এসব জিনিস উৎসর্গ করার উপযুক্ত আধার আর কোথায় পাবে বল?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "এম্‌নিধারা একটা জিনিস আমি উৎসর্গ করতে চাই। দয়া ক'রে আপনাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

প্রবল ঔৎসুক্যের সহিত বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "তুমি উৎসর্গ করতে চাও? কি সে জিনিস মা?"

"আমার ইংরিজী শিক্ষার শেষ ফল, আমার এম.এ. পাসের ডিগ্রি।"

কথাটা এমনই অদ্ভুত যে, সাধারণ ক্ষেত্র হইলে বাণীকণ্ঠ এ কথাকে পরিহাস বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু যূথিকার মুখে লঘু পরিহাসের স্থান নাই বলিয়া উদগ্র বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথার অর্থ কি মা?"

"এ কথার অর্থ, গোবিন্দজীর চরণে আমার এম. এ. ডিগ্রী উৎসর্গ

করার পর জীবনে আর কোনো দিন ইংরিজী পড়ব না, লিখব না অথবা বলব না। যে সামান্য ইংরিজী বিদ্যে আয়ত্ত করেছি, জীবন থেকে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দোব।"

যূথিকার কথা শুনিয়া বাণীকণ্ঠর মনে বিস্ময়কে অতিক্রম করিয়া শঙ্কা দেখা দিল; উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "এ সঙ্কল্প কেন করেছ বউমা, এ সঙ্কল্প তো শুভ সঙ্কল্প নয়। এত বড় একটা অর্জিত বিদ্যার প্রতি এমন আচরণের আমি তো কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি নে।"

করজোড় করিয়া যূথিকা বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন তর্কতীর্থ মশায়, আপনি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর না দেওয়া আমার পক্ষে অপরাধ হবে। এই বিশ্বাসটুকু আপনি রাখুন যে, শুধু একটা খেয়ালের বশে আমি কোনো অন্যায় কাজ করতে উদ্যত হই নি।"

বাণীকণ্ঠ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী মানুষ। দিবাকরকে লইয়া ইহার ভিতর একটা কোনো জটিলতা আছে, এরূপ অনুমান করিতে তাঁহার ভুল হইল না। দুঃখিতস্বরে বলিলেন, "সে বিশ্বাস তোমার উপর নিশ্চয় আছে মা; আর, সেই জন্যেই আশঙ্কা করছি, তোমাকে নিরস্ত করবার হয়তো কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ যে কত বড় দুঃখের কথা তা আর কি বলব! ব্যাকরণে তুমি যে রকম আশ্চর্যভাবে দ্রুত উন্নতি করছ, তাতে মাসখানেকের মধ্যেই তোমাকে কাব্য আরম্ভ করাব, মনে ভেবে রেখেছি। তুমি যে অল্পকালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিনী হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নেই। তোমার মধ্যে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্য—দুটি বিভিন্ন ভাষার গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম দেখে ধন্য হব, মনে মনে সেই সাধ ছিল। সে সাধে তুমি কিন্তু বাদ সাধলে মা। মণিকাঞ্চনের যোগ হতে দিলে না।"

এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করিয়া যূথিকা ধীরে ধীরে বলিল,

"শাস্ত্রে এ রকম কাজের বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিধি আছে কি তর্কতীর্থ মশায়?"

পূর্ব কথার অনুবৃত্তিতে কিছু না বলিয়া যূথিকা অন্য প্রসঙ্গ অবতারণা করায় বাণীকণ্ঠ বুঝিলেন, নিজ সঙ্কল্পে সে শুধু অবিচলই নহে, তদ্বিষয়ে বেশী কিছু আলোচনা করিতেও অনিচ্ছুক। দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ক্রিয়াপদ্ধতির কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার সঙ্কল্প এমন অভিনব যে জগতে কখনো কেউ এমন কাজ করেছে ব'লে আমার মনে হয় না। বহু লোক সংসার ত্যাগ করেছে, ধর্ম ত্যাগ করেছে, এমন কি অগ্নিকুণ্ডে নিজেদের প্রাণ বিসর্জনও দিয়েছে; কিন্তু এমনতর শোচনীয় উৎসর্গ কেউ কখনো করে নি। সুতরাং এ বিষয়ের নির্দিষ্ট ক্রিয়াপদ্ধতি কি ক'রে থাকবে মা?"

তা যদি না থাকে, তা হ'লে আপনি দয়া ক'রে এই অনুষ্ঠানের জন্যে একটা সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ্ধতি তৈরি ক'রে নিন। আপনি ধার্মিক, মহাপণ্ডিত; আপনি যা তৈরি করবেন, আমি তাকে শাস্ত্রের অনুশাসনের মত মানব।"

যূথিকাকে নিবৃত্ত করিতে বাণীকণ্ঠ আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত তাহার অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "উৎসর্গ বিষয়ে সাধারণ পদ্ধতি যা কিছু আছে, তাই অবলম্বন ক'রে একটা যা হয় কিছু খাড়া করব।"

খুশি হইয়া যূথিকা বলিল, "খুব শিগগির কিন্তু করবেন তর্কতীর্থ মশায়। আর, এ কথা কেউ যেন জানতে না পারে।"

"দিবাকর?"

"না, তিনিও না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া বাণীকণ্ঠের মুখ শুকাইল। চিন্তিত স্বরে বলিলেন, "পরে জানতে পেরে সে যখন আমার উপর ক্ষাপ্‌পা হয়ে উঠবে, তখন কে সামলাবে বউমা ?"

যূথিকা বলিল, "আমি সামলাব; সব ঝুঁকি, সব দায়িত্ব আমার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

'নিশ্চিন্ত থাকুন' বলিলেই যদি চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে মিনিট দশেক পরে পথে যাইতে যাইতে বাণীকণ্ঠ কোন ব্যক্তির উপর ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কোনো প্রকারে সামলাইয়া যাইতেন না।

বাণীকণ্ঠর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সবিস্ময়ে সেই ব্যক্তি বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! তর্কতীর্থ মশায় নাকি ?"

মহা অপ্রতিভ হইয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারি অন্যায় হয়ে গেছে চাটুজ্জে মশায় ! বেশি লাগে নি তো আপনার ?"

চাটুজ্জে মশায় অর্থাৎ পূর্বপরিচিত ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে মনে মনে বলিল, 'খড়ম সুদ্ধ পা নিয়ে পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালে কেমন না বেশি লাগে, তা এখনি দেখিয়ে দিতে পারি।' প্রকাশ্যে বলিল, "না, তেমন বেশি লাগে নি। কিন্তু ব্যাপার কি তর্কতীর্থ মশায় ? এত অন্যমনস্ক হয়ে পথে চলছিলেন কেন ?"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "একটা কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "আসছেন তো জমিদার-বাড়ি থেকে বউ-রাণী-মাকে সংস্কৃত পড়িয়ে,—তাতে এত চিন্তা কিসের ? ন্যায়শাস্ত্রের কোনো দুরূহ সমস্যার চিন্তা নয় তো ?"

মৃদু হাসিয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "না, ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তা নয়। দুশ্চিন্তা ভিন্ন অমন ক'রে কেউ জড়িয়ে ধরে না। কিন্তু আশ্চর্য চাটুজ্জে মশায়,

বউরাণী-মাকে আমি সংস্কৃত পড়াই—এ খবরও আপনার অজানা নেই দেখছি!"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "আপনাদের বউরাণী-মার এ খবর তো সামান্য খবর তর্কতীর্থ মশায়, এ খবর জানি ব'লে আশ্চর্য হবার তেমন কিছু নেই। এর চেয়ে বহুগুণে জবর খবরও আমার অজানা নেই। এ কথা আপনি জানেন কি যে, শিক্ষকতা শুধু আপনিই করছেন না, আপনাদের জমিদার-বাড়ির বড় মহারাজও করছেন? অবশ্য এক হিসাবে তাঁর শিক্ষকতাই বেশি মহৎ। কারণ আপনি শিক্ষকতা করছেন বড়লোকের বাড়িতে, আর তিনি করছেন দরিদ্রের কুটীরে। কিন্তু আপনার গুরুদক্ষিণা হবে অর্থ; আর তাঁর গুরুদক্ষিণা কোনো অনর্থ বাধবে কি না, তা অবশ্য বলতে পারি নে।" বলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা বাণীকণ্ঠর মনে একটা তীব্র কৌতূহল জাগাইয়াই শেষ হইল না; কিছু পূর্বে যূথিকার সহিত ইংরেজী বর্জন বিষয়ে যে সকল আলোচনা হইয়াছিল, তাহার সহিত জড়িত হইয়া একটা অনির্ণীত আশঙ্কারও সৃষ্টি করিল। কিন্তু স্বভাবত পরচর্চাবিমুখ নিতান্ত নির্বিবাদী মানুষ বলিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথার কোনো উত্তর না দিয়া তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "গভর্মেণ্টের সি. আই. ডি. বিভাগের কাজ করতাম, সারা ভারতবর্ষের গুপ্ত খবর পোষা কুকুরের মত কাছে এসে হাজির হ'ত। এখন পেনশন নিয়ে গ্রামে এসে বসেছি, এখনো গ্রামের গুপ্ত কথাগুলো তেমনি সুড় সুড় ক'রে হাজির হচ্ছে। দেখছি, এখনো একেবারে ভুলতে পারে নি।" বলিয়া পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

"পূর্বজন্মের সংস্কারের মত কর্মজীবনেরও বোধ করি একটা সংস্কার আছে।" বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জেকে পাশ

কাটাইয়া বাণীকণ্ঠ প্রস্থান করিলেন। চলিতে চলিতে কিন্তু চিন্তাজাল আরও জটিল হইয়া উঠিল।

বাণীকণ্ঠকে ছাড়িয়া অল্পদূর অগ্রসর হইলে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে দেখিল, সম্মুখে ঈষৎ দ্রুতপদে একটি স্ত্রীলোক আসিতেছে। নিকটে আসিলে চিনিতে পারিল সে ক্ষীরোদবাসিনী। সহসা শিকারের সম্মুখীন হইলে শিকারী যেমন উৎফুল্ল হয়, ক্ষীরোদবাসিনীকে দেখিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে তেমনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অপ্রশস্ত পথে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের একেবারে সামনা-সামনি পড়িয়া গিয়া ক্ষীরোদবাসিনীকে বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেই হইল। দূর হইতে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জেকে দেখিয়া সে কিন্তু একটুও খুশি হয় নাই। কারণ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিবার তাগিদ তো ছিলই; তদুপরি, ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের পাল্লায় একবারে পড়িলে কিছুটা সময় কূট এবং অসাধু প্রসঙ্গে অপব্যয়িত হইবে, এ কথাও তাহার অজানা ছিল না।

ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী দ্বারিকানাথ বয়সে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের অপেক্ষা কিছু বড় ছিল বলিয়া ত্রৈলোক্য ক্ষীরোদবাসিনীকে বউঠাকরুণ বলিয়া সম্বোধন করিত। বলিল, "এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে বউঠাকরুণ?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "পরশু মধু ঘোষালের নাতনীর বিয়ে। কাজকর্মের পরামর্শের জন্যে ঘোষাল-গিন্নী ক'দিন ধ'রে ডাকাডাকি করছিল, তাই একবার গিয়েছিলাম।"

"তা তোমার নিজের নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে যাও নি কেন?"

"দুজনে গেলে তো চলে না ঠাকুরপো, সন্ধ্যার সময়েও তো যা হোক কাজকর্ম কিছু থাকে। ঘরে আর অপর লোক কেউ নেই, তাই একাই গিয়েছিলাম।"

"কিন্তু অমন সমর্থ সুন্দরী মেয়েকে রাত্রিকালে একা রেখে যাওয়া তো উচিত নয় বউঠাকরুণ।"

মৃদু হাসিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল "সমর্থ বটে, কিন্তু সুন্দরী তো নয় ঠাকুরপো। কালো মেয়েকে সুন্দরী মেয়ে বলছ কেমন ক'রে?"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া অল্প একটু হাসিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে

বলিল, "কটা রঙ না হ'লে সুন্দরী হয় না—এ কথা তোমাকে কে বললে ? ছানাবড়াও তো কালো, কিন্তু তাই ব'লে রসগোল্লার চেয়ে কম মিষ্টি লাগে কি ?"

কথাটা শেষ করিয়া অবিলম্বে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সে কথা অবশ্য ঠিকই বলেছ তুমি।" তাহার পর পাশ কাটাইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম দেখাইয়া বলিল, "আচ্ছা, চলি তা হ'লে ঠাকুরপো, মেয়েটা আবার একলা রয়েছে।"

পথটা সেখানে এত সঙ্কীর্ণ যে, পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলেই পাশ কাটানো যায় না, যদি না সম্মুখের ব্যক্তি এক দিকে সরিয়া গিয়া একটু পথ করিয়া দেয়। ত্রৈলোক্য চটুজ্জে কিন্তু ক্ষীরোদবাসিনীকে তেমন কোনো সুবিধা না করিয়া দিয়া পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "ব্যস্ত হবার দরকার নেই বউঠাকরুণ, শিবানী তোমার একলা নেই। বেশ ভাল পাহারা তার কাছে মোতায়েন আছে।"

"পাহারা ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পাহারা। তোমাদের জমিদার-বাড়ির স্বয়ং বড় মহারাজ পাহারা দিচ্ছেন।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা শুনিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর মুখ শুকাইল। কি বলিবে সহসা ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল, "দিবাকর এসেছে বুঝি ?"

সহসা ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের উচ্চ হাস্যে নিদ্রাচ্ছন্ন পল্লীরজনী চকিত হইয়া উঠিল। ত্রৈলোক্য বলিল, "তুমি বলছ, এসেছে বুঝি! অথচ দিবাকর বললে, তুমি নিজে তাকে বসিয়ে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। তা সে যাই হোক, শিবানীকে এমন ক'রে একলা রেখে বেরুনো উচিত হয় না বউঠাকরুণ।"

এরূপভাবে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গিয়া ক্ষীরোদবাসিনী মনে মনে বিষম অপ্রতিভ হইল। কিন্তু এই অসংবরণীয় অসঙ্গতিকে সামলাইয়া লইবার কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া বলিল, "দিবাকর কিন্তু অতিশয় সৎ ছেলে ঠাকুরপো।"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "আমিই কি বলছি অসৎ? ঘি-ও তো অসৎ নয়, কিন্তু আগুনের পাশে থাকলে গলেই। সেই জন্যে একটু সাবধানে থাকাই উচিত। তবে যদি মনে মনে তেমন কোনো ইয়ে থাকে, তা হ'লে অবশ্য আলাদা কথা।"

'মতলব' কথাটা নিতান্ত শ্রুতিকটু হইবে বলিয়া বোধ হয় ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে 'ইয়ে' শব্দের দ্বারা তাহার স্থান পূরণ করিল। কিন্তু বলিবার ভঙ্গী এবং সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য ভেদ করিয়া সেই 'মতলব' কথারই দুর্গন্ধ বাহির হইতে বিশেষ কিছু বাকি রইল না। ঈষৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "মনে মনে কি থাকে ঠাকুরপো?"

কপট সঙ্কোচের স্খলিত কণ্ঠে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "না না বউঠাকরুণ, কথাটাকে হঠাৎ দূষিত দৃষ্টিতে দেখলে অন্যায় করা হবে। তোমার নাতনীর অদৃষ্টে যদি জমিদারের ঘরণী হওয়াই লেখা থাকে, তাতে আপত্তির কি আছে বল?"

রুষ্ট কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এত বড় অধর্মের কথা আমাদের কারো মনে নেই কিন্তু ঠাকুরপো।"

মৃদু হাসিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তোমাদের মনে কি আছে না-আছে তা তোমরাই জানো; কিন্তু দিবাকরের মনে কিছু আছে কি-না, তা বলতে পার কি? আচ্ছা, গ্রামের আর কারো বাড়িতে সে তো ভুলেও কোনো দিন পায়ের ধূলো ফেলে না; কিন্তু তোমাদের বাড়িতে নিত্য সন্ধ্যার পর দু-তিন ঘণ্টা ক'রে কেন সে কাটায় তার কোনো কারণ

দেখাতে পার? তুমি কি মনে কর একমাত্র তোমার আকর্ষণেই সে আসে আর থাকে?"

যুক্তি-তর্কের এই প্রবল আক্রমণের তাড়নায় ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতিবাদের বেগ সহসা নিস্তেজ হইয়া গেল। কারণ একমাত্র তাহারই আকর্ষণে দিবাকর নিত্য তাহাদের বাড়ি আসে, এমন একটা দাবি সে নিজের মনের দরবারেও করিতে পারিল না। যে কথা এ পর্যন্ত কাহারো কাছে সে প্রকাশ করে নাই, অবস্থার বিপাকে পড়িয়া অবাঞ্ছনীয়তর ধারণার দায় হইতে মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে এখন তাহাই প্রকাশ করা সমীচীন মনে করিল; বলিল, "দিবাকর এসে শিবুকে একটু একটু ইংরিজী পড়ায়।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কৈফিয়ৎ শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "মন্দ কথা নয়! ভোঁদড় পুকুরে এসে মাছকে সাঁতার কাটতে শেখায়! মাইনে দাও কত ক'রে বউঠাকরুণ?"

অপ্রতিভ স্বরে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আমি গরীব মানুষ, মাইনে দেবার কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দিচ্ছ ঠাকুরপো!"

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "না না, এতে লজ্জার কি আছে! স্বয়ং জমিদার মহারাজ বিনা বেতনে তোমার ঘরে বাঁধা পড়েছেন, এ তো গৌরবের কথা। বেশ, বেশ! তোমার একটা হিল্লে হ'য়ে গেল। তবে কি-না দ্বারিকদা নিতান্তই স্নেহ করতেন, সেই কথা স্মরণ ক'রে যদি একটা হিতকথা বলি, তা হ'লে রাগ ক'রো না।"

"কি হিতকথা?"

"গ্রামে বাস করতে হ'লে শুধু জমিদারকে ধ'রে থাকলেই চলে না, গ্রামের লোককেও কিছু কিছু রাজী রাখতে হয়। জমিদার আর বড়লোক, এই দুই জাতই আলাদা জেনো। খুব বিশ্বাস ওদের করতে নেই। নিজের স্বার্থের জন্যে তেমন যদি কখনো দরকার হয়,

তখন দেখবে ঐ দিবাকর তোমাকে আর তোমার নাতনীকে চিনতেই পারছে না। তখন যেন এ-কূল ও-কূল দু কূল না হারাতে হয়। তুমি বলছিলে অধর্ম; কিন্তু তিন পুরুষ আগে দিবাকরের প্রপিতামহ রাজীব বাঁড়ুজ্জের একসঙ্গে বেঁচে থাকা সাতটা বউ যদি অধর্ম না হয়ে থাকে, তা হ'লে আজ দিবাকরের দুটো বউ কি ক'রে অধর্ম হয় তা বুঝি নে। পার যদি নাতনীকে দিবাকরের গলায় ঝুলিয়ে দাও—সে অবশ্য হবে বহুৎ আচ্ছা। আর তা যদি না পার, তা হ'লে অসাবধান হ'য়ো না—এই আমার হিতকথা।" বলিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল।

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "তুমি নিজে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে ঠাকুরপো?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "ঐ দেখ, কথায় কথায় আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গিয়েছিলাম। কে যেন বলছিল, তুমি না-কি চায়ের শেয়ার কিছু বিক্রি করবে। তাই খবরটা পাকা ক'রে তোমার কাছে জানতে গিয়েছিলাম।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কটা শেয়ারই বা বিক্রি করতে বাকি আছে যে, আবার শেয়ার বিক্রি করব? এ মিথ্যে কথা তোমাকে কে বললে ঠাকুরপো?"

একটু ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে বলিল, "তা তো ঠিক মনে পড়ছে না। দু-তিন দিন আগে কার মুখে যেন শুনে-ছিলাম। তা হ'লে দেখছি, কথাটা সত্যি নয়—বাজে।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কথাটা কিন্তু মূলেও সত্য নহে; অর্থাৎ কোনো দিন কাহারো মুখে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে এমন কথা শুনে নাই। প্রতিদিন দিবাকর সন্ধ্যার পর ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহে আসে এই সংবাদ পাইয়া স্বচক্ষে

তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে ক্ষীরোদবাসিনী গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ক্ষীরোদবাসিনীর দুর্ভাগ্যক্রমে আজই সে সময়ে ক্ষীরোদবাসিনী গৃহে উপস্থিত ছিল না। যেটুকু দেখিবার আশায় সে আজ আসিয়াছিল, আসলে দেখিয়া গেল তদপেক্ষা অনেক কিছু বেশি।

ক্ষীরোদবাসিনী মনে করিয়াছিল শিবানীকে দিবাকরের ইংরেজী পড়াইবার কথা তাহারই নিকট ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে প্রথম জানিতে পারিল। কিন্তু তৎপূর্বে তাহার গৃহে গিয়া সে কথাও যে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে ঘটনাক্রমে অবগত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা সে জানিত না।

ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের সহিত কথোপকথনের ফলে তাহার মন বেশ খানিকটা দমিয়া গিয়াছিল। ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে অসরল ব্যক্তি, অনুদার দাক্ষিণ্যবর্জিত তাহার রীতি এবং সর্বোপরি দিবাকরের সহিত তাহাদের একটা অন্তঃপ্রবাহী মনোমালিন্য বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, এ সকল কথা হিসাবের মধ্যে লইয়াও ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের কথা একেবারে সে উড়াইয়া দিতেও পারিল না। এ পর্যন্ত মনের যে অংশটা নিশ্চিন্ত এবং নির্মল ছিল তাহার মধ্যে সংশয়ের মেঘ আসিয়া দেখা দিল। ত্রৈলোক্যের ব্যবহৃত ঘৃত এবং অগ্নির চিরন্তন উপমার কথা মনে পড়িয়া মনে হইল, সত্যই তো ঘরে ওরূপ সুন্দরী এবং শিক্ষিতা স্ত্রী থাকিতে দিবাকরের নিত্য-নিয়মিতভাবে শিবানীকে পড়াইতে আসিয়া এতটা সময় ব্যয় করিয়া যাইবার কি এমন সদুদ্দেশ্য থাকিতে পারে? শিবানীর সহিত তাহার আত্মীয়তা অথবা পরিচয়ের দৃঢ়তা এরূপ নহে, যাহাতে তাহার আচরণ সহজ বলিয়া বিবেচনা করা যায়। তাহা হইলে যূথিকা কি তাহাকে ঠিক সেই পরিমাণ সন্তোষ দিতে পারিতেছে না, যাহা তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়?

গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী পথ চলিতে লাগিল, এবং অতঃপর দিবাকরের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন

করা সমীচীন হইবে তদ্বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল।

গৃহের ভিতরে শিবানী তখন মৃদু কণ্ঠে কি একটা গান গাহিতেছিল। দ্বারের সম্মুখে ক্ষীরোদবাসিনী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া রহিল। দিবাকরের কোনো কথা শুনা যাইতেছিল না। কিন্তু অল্প পরে গানটা থামিতেই শিবানী এবং দিবাকর উভয়েই একত্রে কোনো কারণবশত হাসিয়া উঠিল। ক্ষীরোদবাসিনীর শ্রবণে তাহা ঠিক ভাল লাগিল না। কড়া নাড়িয়া ঈষৎ অপ্রসন্ন সুরে সে ডাকিল, "শিবু, দোর খোল্।"

দ্বার খুলিয়া ক্ষীরোদবাসিনীকে দেখিয়া শিবানী বলিল, "ঠাক্‌মা, দাদার কাছে তুমি একটু ব'সো, আমি ততক্ষণ দুধটা ফুটিয়ে নিই গে।"

"এতক্ষণ নিস নি কেন?"

"বা রে! দাদাকে একলা বসিয়ে রেখে কেমন ক'রে নোব?" বলিয়া মৃদু হাসিয়া প্রস্থান করিল।

দিবাকরের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "বড্ড দেরি হয়ে গেল দিবাকর, না?"

দিবাকর বলিল, "না, দেরি কই?"

"ব্যস্ত হচ্ছিলি বাড়ি যাবার জন্যে?"

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "মোটেই না, তুমি আরও খানিকটা দেরি ক'রে এলেও ব্যস্ত হতাম না।"

উত্তরটা ক্ষীরোদবাসিনীর খুব ভাল লাগিল না। এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা দিবাকর, বড়লোকের বাড়ি ঘন ঘন যেতে একদিন তুই আমাকে মানা করেছিলি, সে কথা তোর মনে আছে?"

"আছে বই কি।"

"আচ্ছা, গরীবলোকের বাড়ি ঘন ঘন আসতে আমি যদি আজ তোকে মানা করি, তা হ'লে তুই কি বলবি ?"

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রশ্ন শুনিয়া দিবাকরের মুখে একটু মলিন ছায়া নামিয়া আসিল ; চিন্তিত মনে বলিল, "তা হ'লে কি বলব ?" কিন্তু পরক্ষণেই সমুজ্জ্বলমুখে বলিল, "তা হ'লে বলব, পথে ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের সঙ্গে তোমার নিশ্চয় দেখা হয়েছিল। বল, ঠিক বলেছি কি-না ?" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিবাকরের অনুমানশক্তির নির্ভুলতা দেখিয়া ক্ষীরোদবাসিনীও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "তা ঠিক বলেছিস বটে, কিন্তু ও-লোকটাকে আমি ভারি ভয় করি দিবাকর।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "কিন্তু এ লোকটাকে যদি একটু বেশি বিশ্বাস করতে, তা হ'লে ও-লোকটাকে অত ভয় না করলেও চলত। ওর কথা ভেবে ভয় পাও তুমি, আর আমার কথা ভেবে ভরস পাও না ?"

"তা নিশ্চয়ই পাই। কিন্তু তুই ভদ্র, আর ও-লোকটা যে অতিশয় নোংরা দিবাকর।"

"তা হ'লে ওকে না ছুঁলেই পার।"

"আমি তো ছুঁতে চাই নে, কিন্তু ও যে আমাকে ছুঁতে আসে।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "একান্তই যদি ছুঁয়ে দেয়, আমি তোমায় শুদ্ধি ক'রে নোব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

"আমার জন্যে ভাবি নে তো ভাই, ভাবি শিবানীর জন্যে। গরীবের ঘরের আইবুড়ো মেয়ে, দুশ্চিন্তা তো ওকে নিয়েই।"

"তা হ'লে শিবানীর বিষয়েও তুমি নিশ্চিন্ত হও। ওর সব ভার আমি নিলাম।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া বিস্ময়চকিত কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "ওর সব ভার তুই নিলি? তার মানে কি দিবাকর?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "মানে-টানে জিজ্ঞাসা ক'রো না। এত সহজ কথায় মানে বলতে গেলে অনেক সময়ে মানে দুর্বোধ্য হ'য়েই ওঠে।"

এ কথায় ক্ষীরোদবাসিনীর মনের খট্‌কা বাড়িয়াই গেল, কিন্তু সে খট্‌কা নিরসনের সময় মিলিল না। গাত্রোত্থান করিয়া দিবাকর বলিল, "রাত হয়েছে, আজ চললাম ক্ষীরোদ-ঠাকুমা।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কাল আসছিস তো?"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "গরীবের বাড়ি আবার কালই আসতে বলছ?"

ক্ষীরোদবাসিনীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, গরীবের বাড়ি নয়, বড়লোকের বাড়ি। আসিস।"

"আসব।" বলিয়া দিবাকর বারান্দা হইতে অবতরণ করিল।

দিবাকর প্রস্থান করিলে দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া ক্ষীরোদবাসিনী মুখ হাত পা ধুইয়া বারান্দায় মাদুরের উপর উপবেশন করিল। 'মানে বলতে গেলে মানে অনেক সময়ে দুর্বোধ্য হয়েই ওঠে'—ক্ষণকাল পূর্বের দিবাকরের এই উক্তি তাহার সমস্যার দুশ্চিন্তাকে আরও খানিকটা বাড়াইয়াই তুলিয়াছিল। নিজে অনেকক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া সন্তোষ-জনক কোন আন্দাজ করিতে না পারিয়া শিবানীকে মথিত করিয়া কোনো প্রকার মানে খুঁজিয়া বাহির করা যায় কি না, সেই অভিপ্রায়ে উচ্চৈঃস্বরে সে ডাক দিল, "শিবু, তোর হ'ল?"

"হ'ল ঠাকুমা, যাচ্ছি এখনি।" বলিয়া রান্নাঘর হইতে শিবানী সাড়া দিল; এবং মিনিট দুই-তিনের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া ক্ষীরোদ-বাসিনীর কাছে আসিয়া বসিল।

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আজ কতটা পড়লি শিবু?"

শিবানী বলিল, "বেশি নয়, অল্প একটু।"

"কেন, এতক্ষণ তা হ'লে কি করছিলি?"

সহজ সুরে শিবানী বলিল, "গল্পগুজব করছিলাম—গোটা দুতিন গান গাইলাম—এই আর কি!"

"কিসের গল্পগুজব?"

"এমনি,—এ-দিক ও-দিক সে-দিক।"

এ-দিক ও-দিক সে-দিকের সব দিকগুলাই আপত্তি এবং সমস্যা হইতে মুক্ত কি-না, তাহা নির্ণয় করিবার বাগ না দেখিয়া ক্ষীরোদ-বাসিনী বলিল, "দিবাকরকে তোর কেমন লাগে রে শিবু?"

"আজকাল?"

"হ্যাঁ, আজকাল?"

উৎসাহিত হইয়া শিবানী বলিল, "খুব ভাল লাগে।"

"তোকে ওর কেমন লাগে, তা কিছু বুঝতে পারিস?"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া মৃদু হাসিয়া শিবানী বলিল, "খুব খারাপ লাগে না হয়তো।"

উত্তর শুনিয়া ক্ষীরোদবাসিনী খুশি হইল না। ইহা অপেক্ষা 'ভাল লাগে' বলিলে সে বোধ হয় মোটের উপর কম উদ্বিগ্ন হইত। মনে হইল, 'খুব খারাপ লাগে না হয়তো'-র মধ্যে 'খুব ভাল লাগে'-র স্থানও থাকিতে পারে। এ পথ পরিত্যাগ করিয়া সে অন্য পথ অবলম্বন করিল। বলিল, "যূথিকা আর দিবাকরের মধ্যে কাকে তোর বেশি ভাল লাগে?"

দ্বিধাহীন অবলীলার সহিত শিবানী বলিল, "দিবাকরদাদাকে নিশ্চয়ই।"

"কেন?"

"ও মা! এ কথার আবার কেন আছে নাকি?"

এ পথেও সুবিধার লক্ষণ না দেখিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আবার আমাদের জলপাইগুড়ি চ'লে গেলে ভাল হয় শিবু।"

অকস্মাৎ বিষয়ান্তরে এ সুদীর্ঘ উল্লম্ফন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শিবানী বলিল, "বাস্ রে! দিবাকরদাদার কথা থেকে একেবারে জলপাইগুড়ি যাওয়ার কথা এনে ফেললে! কেন, জলপাইগুড়ি যাবে কেন?"

"মনসাগাছা কেমন ভাল লাগছে না। তোর মনসাগাছা ভাল লাগে?"

"লাগে।"

"জলপাইগুড়ির চেয়েও?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া শিবানী বলিল, "হ্যাঁ, জলপাইগুড়ির চেয়েও।"

"কিসের জন্যে মনসাগাছা এত ভাল লাগে শুনি?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া শিবানী বলিল, "মোটের ওপর—সব জড়িয়ে।"

এই মোটের উপরের সর্বাপেক্ষা প্রবল অংশ দিবাকর কি-না তাহা নির্ণয় করা সহজ হইবে না বুঝিতে পারিয়া ক্ষীরোদবাসিনী চুপ করিয়া গেল।

শিবানীর মন্থন নিষ্ফল হইল। মন্থনের ফলে সংশয়ের সমুদ্রতল হইতে এমন কোনো পদার্থ উঠিল না, যাহার সাহায্যে সামান্য মাত্রও নিশ্চয়তার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

দিন চারেক পরের কথা।

সন্ধ্যার পর প্রাত্যহিক পাঠ শেষ হইলে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তর্কতীর্থ মশায়, সেই ক্রিয়াপদ্ধতিটা তৈরি হয়েছে কি ?"

তিন দিন হইল বাণীকণ্ঠ ক্রিয়াপদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ঐকান্তিক সংকোচ এবং অনিচ্ছাবশত এ পর্যন্ত সে কথা যূথিকাকে বলিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। যূথিকার প্রশ্নে বাধ্য হইয়া ক্ষুন্নস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তৈরি হয়েছে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এমন সাংঘাতিকভাবে নিজেকে বঞ্চিত করবার আগে আর একবার তুমি কথাটা ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ।"

মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আপনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন ব'লে আপনার মনে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমাকে, এর দ্বারা আমার জীবনে কোনো অশুভ হবে না। তা ছাড়া আমি তো ইতিমধ্যেই কয়েক দিন থেকে মনে-প্রাণে ইংরিজী বর্জন করেছি। বাকি আছে শুধু সে কথা ভগবানের কাছে স্বীকার করা। কালই তা হ'লে সে কাজটা শেষ করিয়ে দিন তর্কতীর্থ মশায়।"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "কাল তিথিটা তেমন শুভ নয় ; পরশু বুধবারে গোবিন্দজীর পূজার পর তুমি যে সময়ে প্রণাম কর, সেই সময়ে না হয় করা যাবে।"

"কতটা সময় লাগবে ?"

"মিনিট পনর-ষোলর বেশি নয়।"

সময়ের পরিমাণ শুনিয়া মনে মনে খুশি হইয়া যূথিকা বলিল, "তার জন্যে কি ব্যবস্থা ক'রে রাখতে হবে, ব'লে দিন আমাকে।"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "বিশেষ ক'রে কোনো ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন হবে না মা, নিত্যপূজার জন্যে তোমাদের যা ব্যবস্থা থাকে তা থেকেই আমি তার ব্যবস্থা ক'রে নেব।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "ক্রিয়াপদ্ধতি সংস্কৃত ভাষাতেই করেছেন তো তর্কতীর্থ মশায়?"

"হ্যাঁ মা, সংস্কৃত ভাষাতেই করেছি।"

"কাল আরতি করতে আসবার সময়ে সেটা সঙ্গে এনে আমাকে যদি তার অর্থ বুঝিয়ে দেন তা হ'লে ভাল হয়।"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "এ খুবই ভাল কথা মা, কাল আসবার সময়ে আমি সঙ্গে নিয়ে আসব।"

পরদিন সন্ধ্যার সময়ে ক্রিয়াপদ্ধতির মূল পাঠ শুনিয়া এবং অর্থ উপলব্ধি করিয়া যূথিকা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। বলিল, "চমৎকার হয়েছে তর্কতীর্থ মশায়, আমার ভারি ভাল লাগল।"

"তৃপ্তি হয়েছে মা, তোমার?"

"অত্যন্ত। আমার অন্তরের কথা দিয়ে আপনি উৎসর্গ-মন্ত্রটি রচিত করেছেন। খুব তৃপ্তি পেয়েছি আমি।"

গভীর নিনাদময়ী সংস্কৃত ভাষার অভ্যন্তরে অবস্থিত উৎসর্গ-মন্ত্রের একটা অংশ বারংবার পাঠ করিয়া যূথিকা প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। তাহার জীবনের অভাবনীয় বেদনার মর্মন্তুদ অনুভূতি ইহার মধ্যে ধ্বনিত।

"দিয়েছিলে তুমি শুভ, অদৃষ্টবশে আমার জীবনে তা অশুভ হয়েছে; দিয়েছিলে অমৃত, হয়েছে গরল। হে শুভাশুভ-দুঃখসুখের একমাত্র আধার, হে গোবিন্দ, তুমি আমার জীবনের গরলীভূত অমৃত গ্রহণ কর। যে ভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত শক্তি আমার নেই, হে নাথ, হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর, তুমি আমার সেই দুর্বহ ভার হরণ কর।"

পরদিন বুধবারে গোবিন্দজীর পূজা শেষ হইবার পর যথানির্ধারিত ইংরেজী বর্জনের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেলে। আগ্নেয়গিরি যেমন হৃদয়ের মধ্যে গলিত ধাতুর উপদ্রব ধারণ করিয়াও বাহিরে স্তব্ধ হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপে ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণের সকল উচ্ছ্বাস রোধ করিয়া যূথিকা আদি হইতে অন্ত অবধি সুদৃঢ় অবিচলতার সহিত সে ক্রিয়া শেষ করিল। শুধু উৎসর্গ-মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গোবিন্দজীর পদপ্রান্তে এম. এ. ডিপ্লোমাখানা অর্পণ করিবার সময়ে বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরির গলিত স্রাবেরই ন্যায়, কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু চক্ষু ভেদ করিয়া নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িয়াছিল।

কয়েকদিন হইতে বাতের ব্যথায় শয্যাগত আছেন বলিয়া গোবিন্দজীর পূজাকালে প্রসন্নময়ী উপস্থিত ছিলেন না, এবং যে দুই-তিন জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, ইংরেজী বর্জনের অনুষ্ঠান হয় তাহারা লক্ষ্যই করিল না অথবা লক্ষ্য করিয়াও বুঝিল না তেমন কিছু। শুধু দুইটি মানুষের জ্ঞাতসারে এমন একটা অভূতপূর্ব উৎসর্জন হইয়া গেল জগতের ইতিহাসে হয়তো যাহা অদ্বিতীয়, এবং আত্মবিলয়ের অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয়। এই নিরতিশয় অবিশ্বাস্য ঘটনার একমাত্র সাক্ষী রহিলেন দেবতা।

ক্ষুব্ধ স্খলিত কণ্ঠে বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "তোমার উপাধি-পত্রের কি ব্যবস্থা করব মা?"

যূথিকা বলিল, "যা আপনি ভাল বিবেচনা করেন তর্কতীর্থ মশায়। হয় আগুন, নয় জল, নয় অন্য আর কিছু—যা আপনার ভাল মনে হয়।"

গোবিন্দজীর চরণ হইতে একটি ফুল তুলিয়া হইয়া বাণীকণ্ঠ যূথিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। তৎপরে তাহার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার এত বড় আত্মোৎসর্গ গোবিন্দ

অপুরস্কৃত রাখবেন না বউমা, শান্তি আর সৌভাগ্যে তোমার রিক্ততা পূর্ণ হবে।" বলিয়া উত্তরীয়প্রান্তে চক্ষু মুছিলেন।

নত হইয়া যূথিকা বাণীকণ্ঠর পদধূলি গ্রহণ করিল।

ডিপ্লোমাখানা তুলিয়া লইয়া বাণীকণ্ঠ প্রস্থান করিলে যূথিকা পিছন দিকের ফুলবাগানে গিয়া পল্লবঘন বকুলগাছের ছায়ায় স্থাপিত একটা বেঞ্চের উপর উপবেশন করিল। এই জায়গাটা তাহার অতিশয় প্রিয়। সুখে এখানে সে আনন্দ পায়, দুঃখে পায় শান্তি।

ডিপ্লোমা উৎসর্গ করিবার সময়ে হয়তো একটা মর্মন্তুদ বেদনার আঘাতেই চোখের জল নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু সেই বেদনা ক্রমশ বেগ হারাইয়া হারাইয়া এখন সহজ হইয়া আসিয়াছে,—ঠিক যেমন গিরিমুখ-নিঃসৃত উচ্ছল জলরাশি সমতলভূমিতে উপনীত হইয়া শান্ত হয়। দূর আকাশের রৌদ্রদীপ্ত নীলিমার মধ্যে একদল চিল আকম্পিত প্রসারিত পক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা অননুভূতপূর্ব অব্যক্ত ঔদাস্যে যূথিকার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল।

প্রিয়জনের মৃতদেহ পুড়াইয়া শেষ করিয়া শ্মশান হইতে যেরূপ বৈরাগ্য লইয়া মানুষ গৃহে ফিরে, ঠিক সেইরূপ একটা বৈরাগ্য যূথিকা অনুভব করিতে লাগিল তাহার অন্তরের মধ্যে। ভস্মীভূত প্রিয়জনের মত বিসর্জিত ইংরেজী বিদ্যাও যে তাহার জীবনে আর কোনো দিন ফিরিয়া আসিবে না, সে কথা তাহার সত্যসন্ধ মনে সুস্পষ্ট হইতে সামান্য মাত্রও বাকি ছিল না।

আসক্তির কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া জীবন কেন্দ্রান্তরে আবর্তিত হইতে লাগিল। মনে হইল, জীবনের অত বড় একটা সার বস্তু হইতে রিক্ত হইবার পর আর কোনো কিছু হইতে রিক্ত হওয়াই তাহার পক্ষে কঠিন রহিল না;—এমন কি স্বামী হইতেও না। একটা সুনিবিড় চিন্তাগর্ভে দেখিতে দেখিতে যূথিকা নিমগ্ন হইয়া গেল।

"বউরাণী-মা!

তন্দ্রাবিমুক্ত হইয়া যূথিকা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, আনন্দ তাহাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। বলিল, "কি বলছিস আনন্দ?"

"চা খাবার তৈরি হয়েছে।"

"আচ্ছা, চল্ যাচ্ছি।"

সমস্ত দিন মনটা বৈরাগ্যের একটা তরল বিলাসে আবিষ্ট হইয়া রহিল। সন্ধ্যার পর সেদিন আর সংস্কৃত পড়িতে ভাল লাগিল না—আসক্তি যেন তাহা হইতেও সরিয়া গিয়াছে।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চন্দ্র বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছে। দ্বিতলের বারান্দার পূর্বপ্রান্তে চেয়ারে বসিয়া যূথিকা আকাশ-পাতাল কত কি চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে দিবাকর আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তথায় উপবেশন করিল।

যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

দিবাকর বলিল, "একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

"কোথায়?"

বলিতেই হইল, "ক্ষীরোদ ঠাক্‌মার বাড়ি।"

"কোনো কাজ ছিল?"

"না, এমনি গল্প-সল্প করতে।"

যে বৈরাগ্য সমস্ত দিন মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, পুনরায় তাহা গাঢ় হইয়া নামিয়া আসিল। এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করিয়া যূথিকা বলিল, "যদি কিছু মনে না কর তো একটা কথা বলি।"

"কি কথা?"

"শিবানীকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হও?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "সে অবশ্য মন্দ কথা নয়; কিন্তু তোমার গতি কি হবে?"

"আমার গতি? আমার গতি তো ঠিক হয়েই আছে—বাংলা দেশের কোনো মেয়ে-ইস্কুলে আমার গতি হবে। লাভের মধ্যে তোমার আর বিলেত যাওয়ার দরকার হবে না।"

"কেন?"

"শিবানী তো ইংরিজীতে এম.এ.-পাস মেয়ে নয়।" তাহার পর কণ্ঠস্বর ঈষৎ গভীর করিয়া লইয়া বলিল, "দেখ, আমি পরিহাস করছি নে। শিবানীকে বিয়ে করলে তুমি যদি সত্যি-সত্যিই সুখী হও তা হ'লে নিশ্চয় বিয়ে কর। তুমিও নীলকান্তমণির প্রত্যাশী, আর শিবানীও ক্ষীরোদ ঠাকুমার কালোমানিক। তা হ'লে বাধা কোথায়?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "তুমি বুঝি সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' পড়েছ?"

যূথিকা বলিল, "সম্প্রতি নয়, অনেক আগে পড়েছি।"

"প্লট মনে আছে?"

"আছে।"

"তোমার ভয় নেই, আমাদের জীবনের কাহিনী দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হবে না।"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "তা নিশ্চয় হবে না, কারণ আমাদের জীবনের কাহিনীতে সূর্যমুখী কোনোদিন মনসাগাছায় ফিরে আসবে না; সুতরাং কুন্দনন্দিনীরও বিষ খাওয়ার দরকার হবে না।"

দিবাকর বলিল, "সে যাই হোক, এ নগেন্দ্রনাথের ওপরে এত অবিশ্বাস কেন তোমার?"

যূথিকা বলিল, "বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। আমাদের কাহিনীর সূর্যমুখী ঠিক 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখীর মত নগেন্দ্রনাথকে সুখী দেখতেই

চায়। কিন্তু তাই ব'লে সে তার মত দাঁড়িয়ে থেকে নগেন্দ্রনাথের বিয়ে দেওয়াতে পারবে না। বিয়ের আগেই স'রে পড়বে।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রকার বিষবৃক্ষের আলোচনা আরও কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, আহারের জন্য ভোলা আহ্বান করিতে আসায় আপাতত তাহাতে ছেদ পড়িল।

বেলা তখন সাড়ে তিনটা। মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর দিবাকর জমিদারী সেরেস্তায় নিজের কক্ষে বসিয়া কাজকর্ম দেখিতেছে, এবং একতলার পড়িবার ঘরে যূথিকা সংস্কৃত অধ্যয়নে রত, এমন সময়ে আনন্দ আসিয়া বলিল, "বউরাণী-মা, মেয়ে-ইস্কুলের বড় মাস্টার একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ?"

যূথিকা বলিল, "কে ? মিস্ মিত্র ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, করুণাদিদি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "আচ্ছা, এইখানেই ডেকে আন্।"

আনন্দ প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল পরে মিস্ মিত্রকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মিস্ মিত্র প্রবেশ করিয়া যূথিকার পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে বিশেষ একটু কথা আছে দিদি।"

নিজের আগ্রহ এবং যূথিকার অনুমোদন অনুসারে কিছু দিন হইতে মিস্ মিত্র যূথিকাকে 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করে।

ইঙ্গিতে পাশের চেয়ার দেখাইয়া যূথিকা বলিল, "ব'স।" মিস্ মিত্র উপবেশন করিলে বলিল, "কি কথা বল ?"

দ্বারের দিকে একবার সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিয়া মিস্ মিত্র বলিল, "এখানেই বলব ? কেউ আসবে না তো এখানে ?"

যূথিকা বলিল, "কেউ আসবে না, নির্ভয়ে বল।"

মিস্ মিত্রের মুখে সঙ্কোচ এবং বিহ্বলতার একটা ছায়া প্রথম হইতেই দেখা গিয়াছিল। ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে সে বলিল, "আসলে

যে-কথাটা বলতে এসেছি, তা বলবার আগে এই চিঠিটা আপনাকে দেখাই।" বলিয়া খামের ভিতর হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া যূথিকার হাতে দিয়া বলিল, "আমার ছোটকাকা লিখেছেন, আজকের ডাকে এসেছে—আপনি প'ড়ে দেখুন।"

চিঠিটা পাঠ করিয়া যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্থির করেছ? যেতে চাও?"

"যাব ব'লেই মনে করছি।"

"কিন্তু এখানে তুমি যা মাইনে পাচ্ছ, তার চেয়ে ওখানকার মাইনে তো কিছু কমই দেখছি করুণা।"

"কিছু বেশি হ'লেও ওখানে যেতাম না, আপনার লোভেই এখানে থাকতাম। কিন্তু—" অতঃপর কেমন করিয়া কথাটা শেষ করিবে, ঠিক ভাবিয়া না পাইয়া মিস্ মিত্র থামিয়া গেল।

মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু কি করুণা? আমার ওপর লোভ ক'মে গেছে না-কি তোমার?"

মিস্ মিত্র বলিল, "আপনার ওপর লোভ একটুও কমে নি দিদি, ইস্কুলের সম্পর্ক আপনি ছেড়ে দেবার পর থেকে ইস্কুলের ওপরই লোভ গেছে। আজ একটু আগে যে খবর পেলাম, তা যদি সত্য হয়, আর দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত সেই খবরের মতই ঘটনা যদি ঘটে, তা হ'লে আগেভাগেই এ পাপ-মনসাগাছা ছেড়ে যেতে পারলে ভাল হয়।"

মিস্ মিত্রের কথা শুনিয়া একটা দুশ্চিন্তার মেঘে মুহূর্তের জন্য যূথিকার মুখ একটু মলিন হইল; কিন্তু পরক্ষণেই হাস্যোদ্ভাসিত মুখে সে বলিল, "কেন করুণা, মনসাগাছায় এমন কি অন্যায় ঘটনা ঘটবে ব'লে ভয় করছ?"

মিস্ মিত্র বলিল, "বলছি সে কথা। কিন্তু দিদি, আপনি যেন

কিছুতেই আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার বোন নেই, আপনাকে যদি নিজের বড় বোনের মত না ভালবাসতাম, তা হ'লে কখনই এমন ক'রে ব্যস্ত হয়ে আপনার কাছে ছুটে আসতাম না। আপনি আমার মনিব, আশ্রয়দাতা—এ সব চর্চায় যদি আমার অপরাধ হয় আপনি আমাকে দয়া ক'রে ক্ষমা করবেন।"

মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "তোমার ভয় নেই, কি বলবে অসঙ্কোচে বল।"

"শিবানীকে আপনি নিশ্চয় জানেন?"

শিবানীর নামোল্লেখে যূথিকার মুখের উপর দিয়া পুনরায় একটা ক্ষণস্থায়ী মলিনতা ভাসিয়া গেল; বলিল, "জানি।"

আমাদের ডিরেক্টার মশায়, শিবানীকে মাস দেড়েক-দুই প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা ইংরিজী পড়ান, এ কথা আপনি জানেন?"

"না, তা জানি নে।"

"শিবানীর বিয়ের কথা আপনি কিছু শুনেছেন দিদি?"

"তাও শুনি নি।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া মিস্ মিত্র বলিল, "আমি কিন্তু আজ এইমাত্র শুনেছি। কিন্তু সে এত কুৎসিত আর অবিশ্বাস্য কথা যে. আমি মুখ দিয়ে বার করতে পারছি নে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "বুঝতে পারছি করুণা, তোমাকে বলতে হবে না। কিন্তু এ কথা তোমাকে কে বললে?"

মিস্ মিত্র বলিল, "বিনোদা। আপনি তাকে জানেন। সে না-কি ত্রৈলোক্য চাটুজ্জের বিধবা ভাইঝি উমার মুখে শুনেছে। ভারি ভাল মেয়ে বিনোদা। আপনাকে সে অতিশয় ভক্তি করে, আমাকেও ভালবাসে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে নি, তাই তাড়াতাড়ি আমাকে এসে জানিয়েছে। বোশেখ মাসের পাঁচুই নাকি

কলকাতায় গিয়ে শিবানীর বিয়ে হবার কথা। এ কিন্তু কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে না দিদি। এর যা হয় একটা বিহিত করতেই হবে।"

এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করিয়া অন্যমনস্কভাবে যূথিকা বলিল, "তা তো করতেই হবে করুণা।"

যূথিকার কথায় উৎসাহিত হইয়া মিস্ মিত্র বলিল, "এ শুধু ঐ কুহকিনী ক্ষীরোদবাসিনীর কাণ্ড। ইংরিজী পড়ানোর ফাঁদ পেতে ঐ কালো মেয়েটাকে পার করবার ব্যবস্থা করেছে। গ্রামে না-কি অনেকেই এ কথা জানে, কিন্তু তবুও এ কথা বিশ্বাস হয় না দিদি।"

যূথিকার নিকট হইতে আর কোনো সাড়া না পাইয়া এবং তাহার স্তব্ধ গভীর মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়া মিস্ মিত্র আর কোনো কথা বলিতে সাহস পাইল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হাতের রিস্ট ওয়াচ্ দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ইস্কুলের ছুটি হওয়ার সময় হ'ল—এখন তা হ'লে আসি দিদি।"

যূথিকা বলিল, "এস।"

"অপরাধ ক'রে গেলাম না তো দিদি?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না। তুমি যে আমাকে সত্যিই ভালবাস, তার প্রমাণ দিয়ে গেলে।"

মিস্ মিত্র প্রস্থান করিলে ক্ষণকাল যূথিকা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যে-কথার সামান্য একটু সূত্রপাত মনে মনে সে সন্দেহ করিতেছিল, ভিতরে ভিতরে তাহা যে ইহারই মধ্যে এতটা পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা জানা ছিল না। দেখিতে দেখিতে বড় বড় দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষু হইতে নির্গত হইয়া আসিল।

একমাত্র দুঃখই অশ্রুকে নিষ্কাশিত করিয়া আনে, এ কথা যে জানে, সে অশ্রুর সম্পূর্ণ তত্ত্ব অবগত নহে।

বইগুলা গুছাইয়া তুলিয়া রাখিয়া যূথিকা প্রসন্নময়ীর কক্ষে

উপস্থিত হইল। শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল, "বাঁ হাঁটুর ব্যথাটা এ বেলা কেমন আছে পিসিমা?"

প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ও-বেলার চেয়ে একটু কমই বোধ হচ্ছে। তারিণী কবরেজের এ তেলটা মন্দ নয় দেখছি।"

"একটু মালিস ক'রে দেব?"

মাথা নাড়িয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন "না না, বউমা, মালিশ করতে হবে না। ও-বেলা অতক্ষণ মালিস ক'রে দিলে, আবার এরই মধ্যে মালিস কেন? রাত্রে ঘুমোবার আগে চাঁপার মা একটু দেবে অখন।"

"তা হ'লে একটু পা টিপে দিই?" বলিয়া যূথিকা প্রসন্নময়ীর পদদ্বয়ে হস্তার্পণ করিল।

ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "না না, পা টিপতেও হবে না। তুমি ব'স, একটু গল্প করি।"

"তা হ'লে পায়ে একটু হাত বুলায়ে দিই।" বলিয়া আর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া যূথিকা প্রসন্নময়ীর পদসেবায় রত হইল।

যূথিকাকে নিরস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা প্রসন্নময়ী আত্মসমর্পণ করিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "এমন নাছোড় মেয়ে আমি যদি জীবনে দুটি দেখেছি!"

তাহার পর, যে-সংসার কিছুদিন হইতে নিজে দেখিতে পারিতেছেন না, সেই সংসারের অল্প-স্বল্প খবর লইতে লাগিলেন।

কথায় কথায় দিবাকরের কথা উঠিল। বলিলেন, "হ্যাঁ বউমা, দিবা এখনো সে সব কথা বলে না-কি?"

"কি কথা পিসিমা?"

"ঐ যে ইংরিজী শিখতে বিলেতে যাবার কথা। আমাকে একদিন বলছিল যে।"

যূথিকা বলিল, "আর বোধ হয় যাওয়ার দরকার হবে না।"

"হবে না?"—তাড়াতাড়ি প্রসন্নময়ী শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। যুক্তকর মস্তকে ঠেকাইয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! গোবিন্দ!" তৎপরে সহর্ষে যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বাঁচালে বউমা! গোবিন্দর কাছে অনেক দরবার করেছিলাম, দয়া করেছেন তা হ'লে।" তাহার পর প্রসন্নকণ্ঠে কণ্ঠে কতকটা নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, "দরকার কি বাপু তোর বিলেতে যাবার। ঘরে এমন বিদ্বান বউ রয়েছে, শেখ্ না কেন কত ইংরিজী শিখবি। এ কেবল সেই দেবা ভটচাজ্জির কারসাজি বই তো নয়। নিজের ন্যাজ কেটেছে, এখন অপরের ন্যাজ কাটবার জন্যে ব্যস্ত।"

যূথিকা বলিল, আপনার কষ্ট হচ্ছে পিসিমা, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি এখন যাই।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এস মা, ভারি সুসংবাদ দিয়ে গেলে। বেঁচে থাকো।" বলিয়া প্রসন্নময়ী শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন।

প্রসন্নময়ীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া যূথিকা পিছন দিকের ফুল-বাগানে বকুলগাছতলায় বেঞ্চে গিয়া কিছুক্ষণ বসিল; সন্ধ্যাকালে গোবিন্দজীর আরতির সময়ে সমস্তক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আরতি দেখিল, তাহার পর সংস্কৃত অধ্যয়নের সময় উপস্থিত হইলে বাণীকণ্ঠর হস্তে একটা পুস্তক দিয়া বলিল, "আপনার বইখানা ফিরিয়ে দিচ্ছি তর্কতীর্থ মহাশয়।"

সবিস্ময়ে বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "কেন মা? এ বই তো আরও কিছুদিন তোমার কাজে লাগতে পারত।"

"আমি বোধ হয় কাল কলকাতা যাচ্ছি।" বলিয়া যূথিকা নত হইয়া বাণীকণ্ঠর পদধূলি লইয়া তাঁহার পায়ের নিকট একতাড়া নোট স্থাপিত করিল।

পারিশ্রমিকের হিসাবে বাণীকণ্ঠর বিশেষ কিছুই পাওনা বাকি ছিল

না। নোটগুলো তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কিসের টাকা বউমা?"

যূথিকা বলিল, "সামান্য প্রণামী।"

এক মুহূর্ত চিন্তাবিষ্ট থাকিয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "কি ব্যাপার বল তো বউমা?"

"এমন কিছু নয় তর্কতীর্থ মহাশয়।" বলিয়া সে প্রসঙ্গের শেষ করিয়া যূথিকা বাণীকণ্ঠর নিকট বিদায় লইল। তাহার পর দ্বিতলের বারান্দায় গিয়া দিবাকরের জন্য অপেক্ষা করিতে লগিল।

৪০

রাত্রি নয়টার সময়ে দিবাকর গৃহে ফিরিল। উপরে আসিয়া দেখিল, বারান্দায় যূথিকা বসিয়া আছে। নিকটে আসিয়া বলিল, "কি করছ এখানে একা ব'সে ?"

যূথিকা বলিল, "তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

শুক্লা নবমীর প্রথম দিকের রাত্রি ; উল্লসিত জ্যোৎস্নার শুভ্র কিরণে ধরিত্রী নিমগ্ন। দিবাকরের মনটাও একটা হালকা খুশির আমেজে প্রসন্ন ছিল। স্মিতমুখে বলিল, "রাতটা আজ অপেক্ষা করবার মত চমৎকার বটে। তবে হাতের কাছে বেলফুলের একটা মালা থাকলে আরও ভাল হ'ত।" বলিয়া পাশের একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া যূথিকার একখানা হাত টানিয়া লইয়া অল্প-অল্প নাড়িতে লাগিল।

যূথিকা ইহাতে আপত্তি করিল না, হাত টানিয়া ছাড়াইয়াও লইল না। মনে মনে শুধু বলিল, 'বেলফুলের মালার কথা বলছ, কিন্তু আজ যে মালা-ছেঁড়ার পালা সে কথা তুমি জান না।' প্রকাশ্যে বলিল, "প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তুমি শিবানীকে ইংরিজী পড়াও ?"

দিবাকর বলিল, "পড়াই।"

"মাস দুই-আড়াই পড়াচ্ছ ?"

প্রথম প্রশ্নেই তাহার হাতের মুঠি শিথিল হইয়া গিয়াছিল ; দ্বিতীয় প্রশ্নে দিবাকরের হাত হইতে যূথিকার হাত খসিয়া পড়িল। বলিল, "তা হবে।"

"এ কথা এতদিন আমাকে বলো নি কেন ?"

"এমন তো অনেক কথাই তোমাকে বলি নি। জমিদারী সেরেস্তার অনেক কথাই তোমাকে বলি নে।"

"কিন্তু শিবানীর কথায় আর জমিদারী সেরেস্তার কথায় তফাত আছে। শিবানীর কথা এতদিন কেন বলো নি, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

মেজাজটা প্রথমে ছিল মসৃণ, সহসা একেবারে পাল্টাইয়া বিপরীত হইল। রুক্ষকণ্ঠে সে বলিল, "সে কথার কৈফিয়ৎও দিতে হবে নাকি তোমাকে?"

যূথিকা বলিল, "না, দিতে হবে না। শোন, কাল আমি মনসাগাছা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।"

শিবানীর সহিত দিবাকরের বিবাহ সম্পর্কে যে সংবাদ মিস্ মিত্র দিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোনো কথাই উত্থাপিত না করিয়া যূথিকা একেবারে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিল। সমগ্র সংবাদের এক অংশের সত্যতার প্রমাণ পাইয়া হয় সে অবশিষ্ট অংশও সত্য বলিয়াই মানিয়া লইল; অথবা দিবাকরের মুখ হইতে এই মাত্র যে কথার প্রমাণ হইল, তাহার ভিতর দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকরের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ নবতর ভিত্তি লাভ করিয়া এমনই যথেষ্ট মনে হইল যে, বিবাহের কুৎসিত প্রসঙ্গে প্রবেশ করিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইল না। সেজন্য একেবারে সে বলিয়া বসিল, "কাল আমি মনসাগাছা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রূঢ়স্বরে দিবাকর বলিল, "কেন, শুনি?"

দিবাকরের প্রশ্ন শুনিয়া যূথিকার মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বলিল, "কৈফিয়ৎ দিতে তুমি নিজে আপত্তি কর, অথচ আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করছ? যাব আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে।"

ক্রোধে এবং সন্ত্রাসের যুক্ত ক্রিয়ায় সঞ্জাত একটা উৎকট বিস্ময়ে দিবাকরের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। যূথিকার কথার ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ

উপলব্ধি করিবার জন্য এক মুহূর্ত সময় লইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া সগর্জনে সে বলিল, "সাহস কর তুমি এত বড় কথা বলতে?"

মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "করলাম তো।" তাহার পর কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া বলিল, "অবুঝ হ'য়ো না। কি হবে এই রকম ক'রে পরস্পরে জড়িয়ে থেকে সমস্ত জীবন দুঃখ পেয়ে? তোমার দিকের কথা তো অনেক দিন অনেক কিছু বলেছি, আজ আর সে-সব কথা তুলে তোমাকে বিরক্ত করতে চাই নে। এবার নিজের দিকের কথা একটু বলি। দেখ, আমিও বিরক্ত হয়ে গেছি আমার এই এখনকার জীবন নিয়ে। এ ধন-সম্পত্তি টাকা-কড়ি আর ভাল লাগে না আমার। মোহ গেছে কেটে। তুমি ঠিকই ধরেছিলে, একমাত্র তোমার টাকার লোভেই তোমাকে আমি বিয়ে করেছিলাম; ভালবেসে করি নি।"

দিবাকর চিৎকার করিয়া উঠিল, "খবরদার! ফের যদি এ কথা উচ্চ ণ কর, তা হ'লে তোমাকে আমি খুন করব।"

যূথিকার মুখে পুনরায় ক্ষীণ হাস্য দেখা দিল; বলিল, "তা হ'লে তো ভালই হয়; সংক্ষেপে সমস্ত জটিলতা চুকে যায়। রইলাম ব'সে এখানে; নিয়ে এস তোমার বন্দুক, গুলি কর আমাকে।"

"তুমি অতি সর্বনেশে মেয়েমানুষ!"

"বিদেয় কর এ সর্বনেশে মেয়েমানুষকে কুলোর বাতাস দিয়ে তোমাদের ঘোষাল মশায়ের সঙ্গে।"

"কোথায়? কোন্ চুলোয়?"

"আপাতত কলকাতায় ঠাকুরপোর বাসায় কিছুদিনের জন্যে। সেখানে গিয়ে খুঁজে পেতে একটা নার্সিং হোম ঠিক ক'রে নোব। তারপর, তোমার সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, প্রথম যেদিন তাকে পাঠাবার মত অবস্থা হবে সেই দিনই তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার ব্যবস্থা করব।"

সবিদ্রূপকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "ঠাকুরপোর বাসায় না গিয়ে একেবারে সুনীথ চাটুজ্জের বাড়ি গিয়ে উঠলেই তো ভাল হ'ত। টাকার লোভে আমাকে বিয়ে করেছিলে, এখন সুনীথ চাটুজ্জেকে দেখে নতুন লোভ হয়েছে।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যূথিকা বলিল, 'কাল রাত্রের গাড়িতে ঘোষাল মশায়ের সঙ্গে আমার কলকাতা যাবার ব্যবস্থা কর।" বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

দৃপ্ত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "না, করব না। তোমাকে এখানে বন্দী ক'রে রেখে দোব!"

ফিরিয়া যূথিকা দাঁড়াইয়া বলিল, "সে চেষ্টা ক'রো না। পারবে না আমাকে আটকে রাখতে। সত্যই আমি সর্বনেশে মেয়েমানুষ, যা করব বলি তা করতে কিছুতে ছাড়ি নে। ঘোষাল মশায়কে দিয়ে যদি আমাকে না পাঠাও, তা হ'লে সাত-আট মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠব। তাতে যদি বাধা দাও, যদি বন্দী ক'রেই রাখো, একান্তই যদি দেহ নিয়ে পালাবার সুবিধে না পাই, তা হ'লে অগত্যা দেহ ছেড়েই পালাব। কিছুতেই রাখতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত পালাবই।" তাহার পর অনুনয়ের কোমলকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ছেলেমানুষি ক'রো না। কি হবে একজন অনিচ্ছুক স্ত্রীকে ঘরে আটকে রেখে? ছাড়াছাড়ি যখন হচ্ছেই, তখন যতটা সৌষ্ঠবের সঙ্গে হয়, সেইটেই ভাল নয় কি? তোমাদের বড় ঘর, বড় সম্ভ্রম, তাতে কলঙ্কের দাগ যতটা কম লাগে, সেই চেষ্টাই আমাদের দুজনেরই করা উচিত।"

আর কোনো কথা না বলিয়া যূথিকা প্রস্থান করিল।

রাত্রি বারোটার সময়ে শয়ন করিতে আসিয়া দিবাকর দেখিল, শয্যায় যূথিকা নাই। পাশের ঘরের দ্বার নিঃশব্দে ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে বন্ধ। বুঝিল, সেই ঘরে যূথিকা শয়ন করিয়াছে।

ঝটিকার শেষের দিকে যেমন হয়, পরদিন দিবাকরের ক্রোধ তেমনি খানিকটা মন্দীভূত হইল বটে, কিন্তু একটা দুর্বার অভিমান সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া রহিল। একমাত্র ঘোষাল মহাশয়ের সহিত যূথিকাকে কলিকাতা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কিছু করিবার সে সুবিধা পাইল না। যূথিকার সহিত মিটমাট করিবার তো নহেই, এমন কি কলহ করিবারও নহে। সমস্তক্ষণ যূথিকা দিবাকর হইতে দূরে দূরে সরিয়া রহিল।

যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইলে, যূথিকা প্রথমে গৃহদেবতা গোবিন্দজীকে প্রণাম করিল। তাহার পর প্রসন্নময়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

কিছু পূর্বে চাঁপার মার মুখে প্রসন্নময়ী যূথিকার কলিকাতা যাইবার কথা শুনিয়াছিলেন। যূথিকার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমার তো জষ্টি মাসে যাবার কথা ছিল বউমা, তাড়াতাড়ি এ মাসে যাচ্ছ কেন ?"

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া যূথিকা একটু হাসিল।

"যাওয়া হঠাৎ ঠিক হ'ল ?"

"হ্যাঁ।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "আমি তো বেতো রুগী, নিজ হাতে যত্ন-আত্তি কিছুই করতে পারি নে। মার কাছে গিয়ে একটু আরামে যত্নে থাক, সে কথা ভাল।"

যূথিকার প্রস্থান করিবার উপক্রম দেখিয়া আর কথা না বাড়াইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন, "ছেলে কোলে ক'রে ভালয় ভালয় ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে এসো, গোবিন্দজীর কাছে সেই প্রার্থনা করি।"

আর একবার প্রসন্নময়ীকে প্রণাম করিয়া যূথিকা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া কোনো দিকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে দিবাকরকে প্রণাম করিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

গাড়ি যখন ছাড়িল, তখন দিবাকর জমিদারী সেরেস্তায় তাহার নিজ কক্ষে বসিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে অকারণে একটা অজরুরী দলিলের দিকে চাহিয়া ছিল।

৪১

যে অকল্পনীয় ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটিয়াই গেল, তাহার সন্তাপ এবং প্রদাহের অসাধারণত্ব দিবাকরের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া এতই কেন্দ্রচ্যুত করিয়া দিয়াছিল যে, পূর্বাপর সব কথা বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতাও যেন তাহার লোপ পাইয়াছিল। গত রাত্রের যূথিকার সেই শান্ত অথচ কঠিন অনমনীয় ভঙ্গী দেখিয়া যূথিকাকে নিরস্ত করিতে সে হয়তো সাহস পায় নাই। অথবা, দুর্বার ক্রোধ এবং অভিমানের প্রভাবে হয়তো সে-চেষ্টা করিতে প্রবৃত্তিই হয় নাই। কিন্তু তাহার মনের কোনো সুদূর প্রদেশে এমন একটু প্রত্যাশাও লাগিয়া ছিল যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো যূথিকা নিজেই নিরস্ত হইবে। কিন্তু সন্ধির কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া গাড়িতে উঠিয়া সে যখন সত্য সত্যই চলিয়া গেল, তখন তাহার এই কথাই বারংবার মনে হইতে লাগিল যে, যে-পথে যূথিকা যাত্রা আরম্ভ করিল, তাহার শেষ প্রান্তে না পৌঁছিয়া সে হয়তো নিবৃত্ত হইবে না। মনে পড়িল গত রাত্রির কথা, 'সত্যিই আমি সর্বনেশে মেয়েমানুষ, যা করব বলি তা করতে কখনো ছাড়ি নে।' অজরুরী দলিলটা দেরাজের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবাকর তাড়াতাড়ি পথে বাহির হইয়া পড়িল।

অকারণে নন্দীপুরের দিকে খুব খানিকটা ঘুরিয়া আসিল। গৃহে ফিরিয়া পড়িবার ঘরে গিয়া দুই-চারটা বই খুলিয়া খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোটাতেই মন বসিল না। বারান্দায় এক কোণে সামান্য একটু ঝুল জমিয়াছিল, তজ্জন্য ভোলাকে অপরিমিত তিরস্কার করিল। অবশেষে সন্ধ্যার পর যূথিকার সেই অতি-প্রিয় বসিবার স্থান বকুলগাছের তলায় বেঞ্চে গিয়া বসিল।

আকাশের এলোমেলো হাওয়ায় ছিন্ন খণ্ড মেঘসমূহ যেমন একটা অবিচ্ছিন্ন ধারায় জমাট বাঁধিতে না পারিয়া ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়, দিবাকরের মনের ভিতরের চিন্তারাশিরও ঠিক সেইরূপ ছিন্ন অসংলগ্ন অবস্থা। কখনো ক্রোধ, কখনো অভিমান, কখনো লজ্জা, কখনো বা ভয়ের দ্বারা তাড়িত হইয়া খণ্ড চিন্তারাশিগুলা নিরুপায় মীমাংসাহীনতায় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মনে হইল চিত্তশক্তির যে দৃঢ়তা দেখাইয়া যূথিকা চলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রভাবে সে যদি শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়াই বসে, তাহা হইলে সে দুরপনেয় লজ্জা এবং গ্লানি লুকাইবার উপযুক্ত স্থান বিশ্ব-সংসারে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। গ্রামের বাস তো উঠাইতেই হইবে;—হয়তো বা বেশ কিছুদিনের জন্য দেশ ছাড়িয়া বিদেশে পাড়ি দিতে হবে। এত বড় অভিজাত বংশের মর্যাদার শুভ্র ঐতিহ্যলিপিতে এমন কুৎসিত কলঙ্কের দাগ লাগিতে দেখিয়া ত্রৈলোক্য চাটুজ্জে কোম্পানি সুযোগ পাইয়া যখন লাফাইতে থাকিবে, যখন তাহারা রটনা করিতে থাকিবে যে, বংশের চিরাগত সংস্কার এবং নীতির বিরুদ্ধে একটা এম.এ. পাস-করা মেয়েকে আমদানি করিয়া আনিবার অবিমৃশ্যকারিতার অনিবার্য ফল ফলিষাছে, তখন এ কথা প্রমাণ করা কঠিন হইবে যে, যূথিকার ইংরেজী শিক্ষার অজীর্ণতা এ ঘটনার জন্য দায়ী নহে, ইংরেজী শিক্ষা যূথিকার মধ্যে জীর্ণ বস্তু।

কিন্তু কেনই বা যূথিকা সহসা এরূপ চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বসিল? কি এমন গুরুতর দাম্পত্য অপরাধ তাহার দিকে সূচিত হইয়াছে, যাহাতে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাব সমর্থনীয় হইতে পারে? শিবানীকে কেন্দ্র করিয়া এমন কি সংশয়াত্মক অবস্থা দেখা দিয়াছে, যাহা এইরূপ গুরুতরভাবে দণ্ডিত হইবার যোগ্য? মনে পড়িল অনেক দিনের অনেক তর্কের কথা। একদিন যূথিকা বলিয়াছিল,

'তোমার মঙ্গলের জন্যে তোমাকে মুক্তি দেওয়ার দরকার বোধ করলে আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতেও পারি।' আর একদিন বলিয়াছিল, 'আমাদের কাহিনীর সূর্যমুখী ঠিক 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখীর মত নগেন্দ্রনাথকে সুখী দেখতেই চায়।' নীলকান্তমণির উপমা লইয়া কতদিন কত কথা হইয়াছিল, সে সকল কথাও একে একে মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু এ সকল কথা তো প্রভাতকালের মেঘখণ্ডের মত দাম্পত্য জীবনের আকাশে আসে যেমন হাল্কা কারণে, বিলীনও হয় তেমনি চক্ষের পলকে। ইহাদের স্থায়ী মূল্য কোথায় ?

কিন্তু যে কারণটা গত রাত্রে যূথিকা নির্দেশ করিয়াছিল, 'টাকার লোভেই তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, ভালবেসে নয়। মোহ গেছে কেটে।' সহসা সে কথা মনে পড়িয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সমস্ত চিত্ত চকিত হইয়া উঠিল। যূথিকার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া সহজে মনে হয় না, কিন্তু কথাটা এমনই নিষ্ঠুর যে, ক্রোধ অথবা অভিমানের তাড়নায় মিথ্যা করিয়া বলিলেও ইহার নিষ্ঠুরতা বিশেষ কিছু কমে না। সত্য হইলে তো কথাই নাই। মনে হইল, যূথিকার মনে যদি বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প সত্য সত্যই জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে এই কথাটাই হয়তো সত্য। কারণ, মোহ যদি সত্যই কাটিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ।

একটা দুর্বার অভিমানে সমস্ত মন ছাইয়া আসিল। মনে হইল, যূথিকা এই ভঙ্গী অবলম্বন করিবার সাহস পাইয়াছে শুধু তাহার উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার জোরে। বাংলা দেশের কোনো মেয়ে-ইস্কুলে সে প্রবেশ করিবে—এ সকল কথার কথা। ভাল রকমেই সে জানে যে, দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিলেও বাংলা দেশের অথবা পাঞ্জাবের কোনো গার্লস্ কলেজে একটা মোটা মাহিনার চাকরি তাহার পক্ষে দুর্লভ

হইবে না,—তাই তাহার এত দুঃসাহস। অন্নবস্ত্র-সমস্যা সমাধান করিবার শক্তির মাত্রার উপরেই মানুষের যত পরাক্রম এবং দুর্বলতার বাস।

কিছুক্ষণ হইতে গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি হইতেছিল। কাঁসর-ঘণ্টা নীরব হইবার ক্ষণকাল পরে অদূরে ভোলাকে দেখা গেল। নিকটে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "হুজুরের সঙ্গে ঠাকুর মশাই একবার দেখা করতে ইচ্ছে করেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দিবাকর বলিল, "কে? তর্কতীর্থ মশায়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

মনটা প্রথমে বিরূপ হইয়া উঠিল; মনে হইল বলে, এখন নয়; কিন্তু তাহার পর কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, এখানেই ডেকে নিয়ে আয়।"

বাণীকণ্ঠ উপস্থিত হইলে দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বেঞ্চে বসাইয়া বেঞ্চের এক প্রান্তে নিজে উপবেশন করিল।

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "দিবাকর, আমি যে তোমাদের শুভানুধ্যায়ী, সে বিশ্বাস তোমার আছে তো?"

দিবাকর বলিল, "নিশ্চয় আছে।"

"তোমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর আমাকে শুধু তাঁর পরিবারের আচার্য আর পুরোহিত ব'লেই জানতেন না, তাঁর একজন বন্ধু ব'লেও গণ্য করতেন, সে কথা তুমি অবগত আছ?"

"আছি। আপনাকে পিতৃবন্ধু ব'লে মনে রাখবার জন্যে মৃত্যুকালে তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন।"

"তা হ'লে আমি যদি তোমার পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে একটু আলোচনা করি, তা হ'লে তুমি তা অনধিকার চর্চা ব'লে মনে করবে না তো?"

"না, করব না।"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "মা যূথিকার সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই। কয়েকটা কারণে তাঁর বিষয়ে আমার মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে কথার পূর্বে একটা কথা তোমার কাছ থেকে জানা দরকার।"

"কি কথা?"

"কয়েক দিন আগে বউমা তাঁর ইংরিজী বিদ্যা সম্বন্ধে একটা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, সে বিষয়ে তুমি অবগত আছ?"

বাণীকণ্ঠর কথা শুনিয়া সকৌতূহলে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরিজী বিদ্যা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা?"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "তা হ'লে বুঝতে পারছি, সে বিষয়ে তুমি এখনো কিছু জান না। আজ ন' দিন হ'ল একটা অনুষ্ঠানের দ্বারা মা যূথিকা তাঁর জীবনের অমূল্য সম্পদ ইংরিজী বিদ্যা গোবিন্দজীকে অর্পণ করেছেন।"

চকিত হইয়া দিবাকর বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে, গোবিন্দজীর কাছে তিনি শপথ করেছেন, এ জীবনে আর কোনো দিন ইংরিজী পড়বেন না, লিখবেন না অথবা বলবেন না।"

"সে কি!" বুকে ছুরিকাঘাত হইলে মুখের যে অবস্থা হয়, দিবাকরের মুখেরও কতকটা সেই অবস্থা হইল। পর-মুহূর্তে সে একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "এ অনুষ্ঠান কে করালে? আপনি?"

"আমি ভিন্ন আর কে করাবে দিবাকর?"

উচ্ছ্বসিত হইয়া দিবাকর বলিল, "আমাকে না জানিয়ে, আমার বিনা অনুমতিতে কেন এ কাজ আপনি করলেন?"

বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "বউমার নিষেধ ছিল ব'লে তোমাকে জানাতে পারি নি। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর, কোন্‌দিকে আমি যাই বল তো বাবা?"

তিক্তকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "দক্ষিণার খাতিরে এত গর্হিত কাজও আপনারা করতে পারেন তর্কতীর্থ মশায়! কত দক্ষিণা পেয়েছেন যূথিকার কাছে?"

একটি হরিতকীর দক্ষিণায় বাণীকণ্ঠ এ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। সে কথা না বলিয়া বলিলেন, "কিছু অবশ্য পেয়েছি।"

দিবাকর বলিল, "এর চেয়ে তার প্রাণটা উৎসর্গ ক'রে দিলেন না কেন? আমাকে বললে সে কাজের জন্যে আমি আপনাকে চতুর্গুণ দক্ষিণা দিতাম—সে এর চেয়ে অনেক ভাল হ'ত।"

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বাণীকণ্ঠ বলিলেন, "এ তুমি ঠিকই বলছ দিবাকর, সে এর চেয়ে সত্যই ভাল হ'ত। তুমি যে বিদ্যার মূল্য এতটা দিতে পারলে, তাতে আমি খুশিও যেমন হয়েছি, বিস্মিতও হয়েছি তেমনি। এখন আমি চললাম। তুমি উপস্থিত উগ্র উত্তেজনার মধ্যে রয়েছ, এখন তোমার সঙ্গে আলোচনা সম্ভব নয়। যাবার আগে একটা কথা কিন্তু তোমাকে ব'লে যাই। ঠিক দক্ষিণার লোভে এ কাজ আমি করি নি, বউমার অনুরোধে বাধ্য হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে করেছি। তার আগে বউমাকে বিরত করতে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। কিন্তু বউমা যখন বললেন, ইংরিজী বিদ্যা তাঁর জীবনে শুভ হয় নি ব'লে দেবতার পদে তা উৎসর্গ ক'রে তিনি হাল্কা হ'তে চান; আর যখন তাঁর কাছে শুনলাম, কয়েক দিন আগে থেকেই মনে-প্রাণে তিনি ইংরিজী বর্জন করেছেন; তখন দেখলাম অযথা প্রতিবাদ ক'রে কোনো লাভ নেই। ইংরিজী বিদ্যা কেন বউমার জীবনে শুভ হয় নি, সে বিষয়ে নিজের কৌতূহলকে প্রশ্রয় দিই নি, কিন্তু তুমি হয়তো সে কথা সহজেই

বুঝতে পারবে। এ বিষয়ে তোমাকে শুধু এইটুকু ব'লে যাই যে, লেখাপড়ার ব্যাপারে কৃতবিদ্য হতে না পারা অবশ্য একটা লজ্জার কথা, কিন্তু অপরের বহুকষ্টার্জিত বিদ্যাকে কেউ যদি পণ্ড ক'রে দেয় তো সে লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই।"

বেঞ্চ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাণীকণ্ঠ প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

দিবাকর বলিল, "আমার মাথার ঠিক নেই তর্কতীর্থ মশায়। অন্যায় কথা যা বলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

বাণীকণ্ঠ স্বভাবত শান্তপ্রকৃতির ক্ষমাপরায়ণ মানুষ, সহজে ক্রুদ্ধ অথবা কঠিন হন না। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ কথার অন্তে যে তীক্ষ হুল তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা দিবাকরের প্রতি ক্রোধবশত ততটা নহে যতটা যূথিকার প্রতি সমবেদনাবশত। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার অন্যায় কথায় মোটের উপর আমি খুশিই হয়েছি দিবাকর। ক্রোধটা তোমার উপরকার ফেনা, যার তলায় প্রকৃত অনুশোচনা দেখা দিয়েছে, আমার এই অনুমান যেন সত্য হয়।" বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

বাণীকণ্ঠর অনুমানে বিন্দুমাত্র ভুল ছিল না। একটা উগ্র পরিতাপের গ্লানি এবং লজ্জায় দিবাকরের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় মথিত হইতেছিল। কয়েক মিনিট পূর্বেও সে যখন যূথিকার ইংরেজী বিদ্যার উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়াছে, তখনও সে জানে না যে, সেই ইংরেজী বিদ্যা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত করিয়া কি গভীর মর্মপীড়া লইয়া যূথিকা চলিয়া গিয়াছে! নয় দিন পূর্বে যূথিকা ইংরেজী বর্জন করিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে একদিনও সে-কথা সে তাহাকে জানায় নাই!

মিথ্যা অভিমান এবং অহঙ্কারের ছদ্মবেশধারী নীচ ঈর্ষার তাড়নায় যে ইংরেজী বিদ্যার অভিযোগে কত বেদনা কত গঞ্জনা সে যূথিকাকে দিয়াছে, সেই বহু কষ্টে বহু সাধনার অর্জিত বিদ্যা যূথিকা অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিল। কত মহৎ যূথিকা,—আর তাহার তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য সে!

সুন্দরী শিক্ষিতা যূথিকা,—যাহার রূপে-লাবণ্যে, কথায়-বার্তায়, হাস্যে-পরিহাসে এই বৃহৎ পুরী ঝল্‌মল্‌ করিত,—তাহাকে হারাইয়া আজ তাহা অন্ধকার। এই অমূল্য সম্পদ সৌভাগ্য তাহাকে দিয়াছিল। হাতে যখন পাইয়াছিল, তখন তাহার মূল্য বুঝে নাই, বুঝিল আজ তাহা হারাইয়া। এখন তো দূরে চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া পাইবে কি-না কে জানে!

একটা উগ্র বিরহ-বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া দিবাকর ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর অন্তরের উষ্ণ বাষ্পরাশি প্রগাঢ় অশ্রুধারায় দুই চক্ষু বাহিয়া নামিয়া আসিল।

সেদিন দিবাকর চা খাইল না, আহার করিল না; সমস্ত রাত্রি কাটাইল স্বপ্নে এবং অনিদ্রায়। প্রত্যুষে যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন ক্ষুব্ধ অন্তরে ঝটিকা স্তব্ধ হইয়াছে, বেদনা হইয়াছে মধুর।

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুইয়া শুধু এক পেয়ালা চা পান করিয়া কাগজ-কলম লইয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল—

প্রাণাধিকা যূথিকা,

ফিরে এস, ফিরে এস তুমি। ফিরে আসতে বিলম্ব ক'রে তোমার হতভাগ্য অনুতপ্ত স্বামীর দুঃখ আর বেশি বাড়িয়ো না।

তর্কতীর্থ মহাশয়ের মুখে তোমার ইংরিজী বর্জনের কথা শুনে পর্যন্ত আমি মনের সকল ধৈর্য হারিয়েছি। এ তুমি কেন করলে যূথিকা? নিজেকে এমনভাবে পঙ্গু ক'রে এত বড় শাস্তি কেন তুমি আমাকে দিলে? অপরাধ হয়তো কিছু করেছিলাম, কিন্তু তাই ব'লে সে কি এত বড়ই অপরাধ? এ রকম অঙ্গহীন অবস্থায় আমার কাছ থেকে দূরে থেকে আমার শাস্তি আর বাড়িয়ো না। তোমার পাশে থেকে আমার অপরাধ খানিকটা কমাবার সুযোগ আমাকে দিয়ো। আমার অগোচরে আমাকে না জানিয়ে এ কাজ ক'রে তুমি কিন্তু ভারী অন্যায় করেছ। তোমার এ প্রতিজ্ঞা যদি প্রত্যাহার ক'রে না নাও, তা হ'লে এর জন্যে কোনোদিন তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।

সেদিন তুমি বলেছিলে, আমাকে তুমি বিয়ে করেছিলে টাকার লোভে, ভালবেসে নয়। আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, এত বড় মিথ্যা কথা জীবনে কোনোদিন তুমি বল নি। আজ পর্যন্ত তুমি সব সুদ্ধ দুবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছ। প্রথম বারে আমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগ্রহে সত্য কথা বল নি; আর এবার দ্বিতীয় বারে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে মিথ্যে কথা বলেছ। বল, ঠিক কথা কি-না

শোন যূথিকা। শিবানী সম্বন্ধে আমার মন একেবারে ষোল-আনা নির্মল। এ কথা আমি যেমন অকপটে বললাম, তুমি যদি তেমনি অসঙ্কোচে বিশ্বাস কর, তা হ'লেই মঙ্গল; নচেৎ এর প্রমাণ আমি কি ক'রে দিতে পারি বল? আমার মনের কথা তোমার মনে যদি সহজে স্থান না পায়, তা হ'লেই বিপদ। নিশাকর অবশ্য এর প্রমাণ দিতে পারে, কিন্তু একটি মূর্খ কালো মেয়েকে কি ক'রে আমি তাকে বিয়ে করতে বলি? তবে একান্তই যদি সে বিয়ে করতে রাজী হয়, তা হ'লে এ কথা নিশ্চয় বিশ্বাস ক'রো যে, শিবানী সম্বন্ধে আমার মন একেবারে খাঁটি না হ'লে কখনই আমি তাকে আমার ভ্রাতৃবধূরূপে এ বাড়িতে আসতে দিতাম না।

শিবানীকে ইংরিজী পড়ানোর কথা কেন তোমাকে বলি নি সে কথা যদি জিজ্ঞাসা কর তা হ'লে বলতেই হয় যে, অনেক ভেবে চিন্তেও এর সদুত্তর এখনো ঠিক করতে পারি নি। যদি বলি, দু মাস আড়াই মাসের মধ্যে একদিনও তোমাকে সে কথা বলতে খেয়াল হয় নি, তা হ'লে নিশ্চয় সত্য কথা বলা হবে না। যদি বলি, কোনো মলিন ব্যাপার অগোচরে রাখবার জন্যেও কথা গোপন করেছি তা হ'লে মিথ্যে কথা বলা হবে। আমাদের অনেক কার্যের অনেক কারণ আমাদের গোপন মনে গুপ্ত থাকে ব'লে কোনো কোনো সময়ে কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন হয়। হয়তো সে কারণ নিজ অহঙ্কার অথবা অভিমান-প্রসূত কোনো সঙ্কোচ। হয়তো তা নিজে মূর্খ হয়ে একটি ততোধিক মূর্খ মেয়েকে শিক্ষাদান করার বাহাদুরি লুকোবার দুর্বলতা। কিন্তু যাই হোক না কেন, সে কারণটা নিশ্চয় এমন কিছু নয়, যা তোমার পক্ষে আপত্তিকর অথবা বিরক্তিকর হ'তে পারে।

যে কথা এখনো লিখি নি, তার কাছে যে সব কথা উপরে লিখেছি তা কিন্তু একেবারে তুচ্ছ। সে কথা হচ্ছে তোমার প্রতি আমার সত্য-

জাগ্রত প্রেমের কথা। আশ্চর্য! কেমন ক'রে এত বড় প্রেম মিথ্যা অভিমান আর অহঙ্কারের মোহে কিছুদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল! এর বিস্তার আর গভীরতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কোন্ বাধা অপসৃত হয়ে কোন্ আবরণ-স'রে গিয়ে এ দেখা দিলে তা জানি নে, কিন্তু এর প্লাবনে আমার সমস্ত হৃদয়-মন ভ'রে গেছে। তুচ্ছ এর কাছে কৈফিয়ৎ দেখানো, তুচ্ছ এর কাছে যুক্তি-তর্কের অবতারণা, তুচ্ছ এর কাছে বিলাত যাওয়া, আর তুচ্ছ এর কাছে বিলাত না যাওয়া।

ফিরে এস যূথিকা! তুমি আমার বহু আদরের বহু সম্মানের কমল-হীরে। ফিরে এসে আমার গৃহ আলোকিত কর, আমার মন আলোকিত কর, নিরানন্দ থেকে আমাকে আনন্দের মধ্যে ফিরিয়ে নাও।

তোমার দৃঢ়তাকে আমি ভয় করি। নিষ্ঠুর হ'য়ো না, এই তোমার প্রতি আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

তোমার অনুতপ্ত স্বামী
দিবাকর

চিঠিখানা খামে মুড়িয়া যূথিকার নাম ঠিকানা লিখিয়া গালা দিয়া সীল করিয়া দিবাকর সেই দিনই একজন ভৃত্যের মারফৎ কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল।

বৈকালে মধুসূদন ঘোষালের নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিল, যূথিকার সহিত সে নিরাপদে নিশাকরের নিকট পৌঁছিয়াছে।

পরদিন বেলা দশটা আন্দাজ দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া দিবাকর নিশাকরকে একখানা চিঠি লিখিতেছিল, এমন সময়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া অকস্মাৎ নিশাকর প্রবেশ করিল।

অপ্রত্যাশিতভাবে নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত এবং কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া দিবাকর বলিল, "কি রে নিশা! তুই যে হঠাৎ এলি? তোর [illegible]দির খবর কি?"

কাছে আসিয়া হড় হড় করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া রুষ্টকণ্ঠে নিশাকর বলিল, "বউদিদির খবরে কি দরকার তোমার? বউদিদি আছে,—বেশ ভালই আছে।"

শুনিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পূর্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "তবে তুই হঠাৎ এলি যে?"

তেমনি রুষ্টকণ্ঠে নিশাকর বলিল, "তোমাকে নোটিস দিতে এলাম।"

"নোটিস দিতে এলি?" দিবাকরের মুখে অল্প একটু হাসি দেখা দিল। বলিল, "তা বেশ করেছিস, নোটিস দিতে এসেছিস। কিন্তু প্রণাম করলি নে যে আমাকে?"

মাথা নাড়া দিয়া নিশাকর বলিল, "প্রবৃত্তি হয় না।"

"ও, প্রবৃত্তি হয় না!" পুনরায় দিবাকরের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "তা না হোক, কিন্তু কিসের নোটিস দিতে এসেছিস শুনি?"

নিশাকর বলিল, "পার্টিশনের। টাকা-কড়ি, জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তি সব তুমি দু ভাগ ক'রে আলাদা ক'রে দাও, তা যদি না দাও

তা হ'লে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমাকে অ্যাটর্নির নোটিস দেওয়াব।"

বিস্মিত স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "বলিস কি রে নিশা! তুই আমাকে অ্যাটর্নির নোটিস দেওয়াবি? তোর বউদিদি তোকে না লক্ষ্মণ দেওর বলে? তা হ'লে আমারও তো তুই লক্ষ্মণ ভাই। কই, ত্রেতাযুগের লক্ষ্মণ তার দাদার উপর অ্যাটর্নির নোটিশ দিয়েছিল, এমন কথা তো এ পর্যন্ত শোনা যায় নি।"

"ত্রেতাযুগের রাম শিবানীকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল এমন কথাও শোনা যায় নি। শোন দাদা, শিবানীর সঙ্গে তোমার বিয়ে পণ্ড ক'রে তবে আমি মনসাগাছা থেকে নড়ব।"

নিশাকরের কথা শুনিয়া কষ্টে হাস্য দমন করিয়া দিবাকর বলিল, "কিন্তু ক'টা শিবানী তুই পণ্ড করবি নিশা? বাংলা দেশে দিবাকরের জন্যে শিবানীর অভাব আছে কিছু? কিন্তু সে যাক, এটাই বা কেমন ক'রে পণ্ড করবি শুনি?"

"যেমন ক'রে পারি। যদি দরকার হয় তার জন্যে দশ হাজার টাকা খরচ করব।"

"দশ হাজারের মধ্যে পাঁচ হাজার আমার কাছ থেকে নিস। কিন্তু ওতে কাজ হবে না নিশা। কাজ যাতে হ'তে পারে সে কথা আমি তোর বউদিদিকে লিখেছি, কিন্তু—"

দিবাকরের কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া নিশাকর বলিল, "বউদিদিকে তুমি চিঠি লিখেছ?"

"লিখেছি।"

"কবে?"

"কাল। আজ সে চিঠি পেয়েছে। আমার মন বলছে, চিঠি পেয়ে সে আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে।"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া নিশাকর বলিল, "অত সোজা মনে ক'রো না, ভারি শক্ত মেয়ে সে।"

নিশাকরের মন্তব্য শুনিয়া ঈষৎ চিন্তিত হইয়া দিবাকর বলিল, "কেন রে? তোর এখানে আসার কথায় বেশি কিছু আপত্তি করেছিল নাকি?"

"ক্ষেপেছ তুমি? আসা-না-আসা সে ভারি গ্রাহ্যই করে কি-না, তা আবার আপত্তি করবে! আপত্তির একটা কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে নি। যদি করত, তা হ'লে হয়তো কতকটা সহজ মন নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু ক্ষমার আশা কি ক'রে তুমি করছ দাদা? শিবানীকে বিয়ে করবে তুমি, তার মধ্যে আবার ক্ষমা কোথায়?"

দিবাকর বলিল, "ওরে, না রে নিশা, না। শিবানীকে আমি বিয়ে করব না। শিবানী আমাদের সহোদরা বোন হ'লে তার প্রতি আমার মনের যা ভাব হ'ত, এ শিবানীর প্রতিও আমার ঠিক সেই ভাবই আছে। তবে কতটা অমনোযোগ আর ভুল আচরণের ঘটনাচক্রে তোর বউদিদির মনে যে ধারণা হয়েছে, আমার মুখের কথায় শুধু বিশ্বাসের ওপর সে ধারণা যদি তার না যায়, তা হ'লেই বিপদ। মনের ভেতরকার এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি দিতে পারি বল্ তো? সত্যি-সত্যিই মন তো আর চিরে-চুরে উল্টে-পাল্টে বার ক'রে দেখাবার জিনিস নয়। তবে একটা প্রমাণ অবশ্য আছে, যার কথা আমি তাকে লিখেছি। কিন্তু এ কথাও লিখেছি যে, সে প্রমাণের সুযোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

অধীর স্বরে নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কি সে প্রমাণ?"

এক মুহূর্ত মনে মনে একটু ইতস্তত করিয়া দিবাকর বলিল, "শিবানীকে যদি আমাদের এ-বাড়ির বউ ক'রে নিয়ে আসতে পারতাম, তা হ'লে তোর বউদিদি বিশ্বাস করতে বাধ্য হ'ত যে, শিবানীর সম্বন্ধে

আমার মন একেবারে নির্মল। তা যদি না হ'ত তা হ'লে আর যাই করি না কেন, আমাদের বাড়ি তাকে কখনই নিয়ে আসতাম না—এ কথা সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করত।"

তেমনি অধীরভাবে নিশাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কার বউ ক'রে নিয়ে আসতে? আমার?"

নিশাকরের প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ চিন্তিত মুখে দিবাকর বলিল, "তা নয় তো আর কার নিশা?"

"ওরা আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হবে?"

"কিন্তু শিবানী কালো মেয়ে—কেমন ক'রে তোকে আমি—"

দিবাকরকে কথা শেষ করিতে না দিয়া ঝঙ্কারের সহিত নিশাকর বলিল, "চুলোয় যাক তোমার কালো মেয়ে! ওরা বিয়ে দিতে রাজী হবে কি-না সেই কথা বল না?"

দিবাকর বলিল, "তা ছাড়া, ইংরিজী লেখাপড়া সে কিছুই জানে না মোটে ফার্স্ট বুক পড়েছে।"

অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া নিশাকর বলিল, "কি বিপদ দেখ দেখি আসল কথা কিছুতে বলবে না, যত সব বাজে কথা—ওরা রাজী হবে কি-না, সেই কথাটা বললেই তো চুকে যায়!"

"রাজী হবে কি-না কি রে? তোকে পেলে বেঁচে যাবে।"

"তা হ'লে চল, এখনি ঠিক ক'রে আসি।"

দিবাকর বলিল, "শিবানী কালো মেয়ে। কিন্তু এ কথা তোকে বলতে পারি, একমাত্র তোর বউদিদি ছাড়া অত সুন্দরী মেয়ে এ তল্লাটে আর দ্বিতীয় নেই। শিবানী যদি আমাদের বাড়ি আসে তা হ'লে নিশ্চয় তোর বউদিদিতে আর শিবানীতে, কমল-হীরেতে আর নীলকান্তমণিতে আমাদের এ বাড়ি ঝলমল করতে থাকবে।"

নিশাকর বলিল, "ওসব কাব্য-কথা পরে করলেও চলবে, উপস্থিত

চল তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে আসি।" বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দিবাকর বলিল, "ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? সমস্ত রাত গাড়িতে এসেছিস। মুখ হাত-পা ধো, চা-টা খা, তারপর না-হয় যাওয়া যাবে।"

মাথা নাড়িয়া নিশাকর বলিল, "ক্ষেপেছ তুমি! এ কথা স্থির না ক'রে তোমার বাড়িতে জলস্পর্শ করব আমি! নাও, ওঠ, দেরি ক'রো না।" বলিয়া দিবাকরের হাত ধরিয়া টান দিল।

"তুই রাজী আছিস তো নিশা?"

"আছি, আছি।"

"মন খুলে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মন খুলে।"

অগত্যা দিবাকরকে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেই হইল।

নত হইয়া দিবাকরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর বলিল, "চল।"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "কি রে, অবশেষে প্রবৃত্তি হ'ল?"

'হ'ল হ'ল। এখন তাড়াতাড়ি চল।" বলিয়া নিশাকর সিঁড়ির দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

দুই ভাইয়ে মিলিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহ হইতে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

৪৪

সেই দিনই রাত্রের গাড়িতে দিবাকর, নিশাকর, ক্ষীরোদবাসিনী এবং শিবানী—চারজনেই মনের মধ্যে আশা এবং আনন্দের উদ্দীপনা বহন করিয়া কলিকাতা রওনা হইল।

সমাপ্ত